

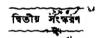
ময়ুর সিংহাসন।

(ঐতিহাসিক নাটক)

•

(কোহিমুর থিয়েটারে অভিনীত)

শ্রীহরনাথ বসু প্রদীত্ম



কলিকাতা

৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সনের পুস্তকালম হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত।

2829

সর্বাস্থর সংরক্ষিত।

भ्गा > , अक ठोका माख।

কলিকাতা

১০৭ নং মেছুয়াবাজার দ্রীট, স্বর্ণপ্রেসে শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দে কর্তৃক স্ক্রিত।

ভূমিকাi

ময়ুর সিংহাদনের জন্ত শাজাহানের পুত্রগণের মধ্যে যে বিষম সংখর্থ উপস্থিত হয়, তাহারই ইতিবৃত্ত এই নাটকের আথ্যানবস্তা। সেই কাল লাভ্বিরোধের অন্ততম পরিণাম লাভ্গণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ দারাসেকোর উচ্ছেদ। সর্বাপ্তণের আধার হইয়াও দারা পরাজিত—ইহা অপেকা বিশ্বয় ও ভাবিবার বিষয় আর কি হইতে পারে ? কিন্তু দারার জীবনের এই আপাতদৃষ্টিতে নিজ্লতাই দারাকে নাটকের উপযোগী চরিত্র করিয়াছে। জানিনা সে মহা চরিত্রাহ্বনে কতদ্র ক্রতকার্য্য হইয়াছি।

এই নাটকে উল্লিখিত মৌলানাশা ফকীর তৎকালের একজন স্থকী মতাবলম্বী প্রসিদ্ধ ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন। তাঁহারই নিকট দারা হিন্দু মুসলমান ও খুঙ্গীর ধর্ম্মের নিগৃঢ় তত্ত্বসকল শিক্ষা করেন। দারার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে উদারতা এবং হিন্দু ও ইস্লাম ধর্ম্মতের সম্বন্ধ চেষ্টা প্রভৃতি যাবতীয় কার্যাই সেই শিক্ষার ফল। বাস্তবিক ফকীরকে বাদ দিরা দারাকে বুঝা একরূপ অসম্ভব। সেই জগুই এ নাটকে মৌলানাশা চরি-ত্রের অবতারণা। অপরাপর চরিত্র সম্বন্ধে এইমাত্র বক্তব্য যে 'আমিনা' ও 'আরামদাস' ব্যতীত যাবতীয় চরিত্রই ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ সকলের ঐতিহাসিক মূল ডাউ, ইলিয়ট, এল্ফিন্ষ্টোন্, বার্ণিয়ার, ট্রাভার্ণিয়ার, অর্ম্মি, মেছশি প্রভৃতি ঐতিহাসিকের লিখিত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

এই পুস্তকের মুদ্রণবার বহন করিয়া থয়রাধিপতি কুমার গুরুপ্রসাদ সিং বাহাছর আমাকে চিরক্বতজ্ঞতা পাশে বন্ধ করিয়াছেন। তাঁহার এই অবাচিত দানে আমি বে কতদ্র মৃগ্ধ হইয়াছি তাহা লেখনী দারা প্রকাশ করা অসম্ভব। বিধাতার নিকট কায়মনোবাক্যে কামনা করি তিনি রাজা বাহাত্রকে দীর্ঘজীবী ও চিরস্থবী করুন।

ৰ, রঘুনাথ চট্টোপাধাারের খ্রীট,
 কলিকাতা।
 ১৬ই বৈশাথ, ১৩১৬।

শ্রীহরনাথ বহু

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

শাজাহান	•••	•••		ভারত সম্রাট।
দারা সেকো আরক্ষজেব মোরাদবক্স	•••	·		ঐ পৃত্ত।
সিপির সেকো	•••		•••	দারার পুত্র।
জিহন আলি	•••	•••	•••	দারার অহচর।
আরামদাস বাবা	की	•••	•••	জ্যোতিষী।
মোলানাশা ফকী	র।			

আরঙ্গজেবের পুত্র স্থলতান মহম্মদ, গোলকুণ্ডার স্থলতান, গ্রামবাসিগণ, গুপ্তচর, থোজা, প্রহরী, দৃত, কারারক্ষক ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

রোশেনারা	•••		শাজাহানের কন্তা।
নাদিরাবাণু	•••		দারার পত্নী।
আমিনা	•••	•••	মোরাদের কন্সা।

বাঁদী, তাতারণী, বাইজী, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।



ময়ুর সিংহাসন

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

-:#:-

নাদিরাবাণুর কক্ষ।

নাদিরা। উপকারীর প্রাণদণ্ড! হলই বা সে রাজদোহী! আমার ত সে উপকার করেছে! আমি কি তার কোন প্রতিদান দিতে পারবো না! আহা, জিহন আজ আমাদের শরণাগত! এই তার পত্র:— (পত্রপাঠ) "আমি দোবী কি নির্দোবী তাহার প্রমাণ দিতে চাই না; আমি আপনার করুণা ভিক্ষা চাই। আপনার পুত্রের প্রাণদান দিয়াছিলাম বলিয়া নহে—আর্ত্রের প্রতি আপনার স্বাভাবিক যে দয়া—সেই দয়ার

উপর নির্ভর করিয়া আমি আপনার নিকট প্রাণ ভিক্ষা চাহিতেছি। আপনি আমার প্রাণ দান করুন—আমি বড়ই অভাগ্য।" জিহন, সত্যই ভূমি অভাগ্য। কঠোর রাজনীতি অমুসারে তোমার প্রাণদণ্ড হবে; আমি রমণী—সে কঠোর নীতি কি আমার হৃদ্ধের ভাষা বুঝবে!

(আমিনার প্রবেশ।)

আমিনা। জেঠাই, তুমি এখানে! আমি সারা মহল তোমায় খুঁজে খুঁজে হাঁপিয়ে গেছি! একলাটা বসে বসে কি ক'চ্চ জেঠাই? কি ভাবছ? রংমহলের যেথানে যাই সেখানেই দেখি সবাই একটা না একটা কাজ নিয়ে বাস্ত। তোমার দেখছি ঠিক তার উল্টো—তুমি ত কেবল ভাবনা নিয়েই বাস্ত! কি ভাবছ জেঠাই ?

নাদিরা। আমিনা, তোর জিহনকে মনে পড়ে १

আমিনা। জিহন ! ওমা, জেঠাই অবাক কল্লে! তাকে আবার মনে পড়বে কিগো। তার জন্মেই ত মন কেমন কচ্চে। তারই কথা ত তোমায় বণতে এলুম। মাগো, কারাগারে তার কি কট্ট। হাতও বাধা, পাও বাঁধা। কোন দিকে চলবারও যো নেই, ফেরবারও যো নেই! পিটের মাঝথানে যদি একটা মশা কামড়ায় তাহলেই ত দেখছি সর্ব্ধনাশ! কি কোরে চুলকুবে ? জানোয়ারদের পাগুলো পিটপর্যান্ত ওঠে না বটে, কিন্তু ভগবান তাদের স্বাইকেই এক একগাছি কোরে ল্যান্ক দিয়েছেন। তাই দিয়ে তারা, মাছি মশা ত পরের কথা, পাহাড় পর্বতও উড়িয়ে দিতে পারে। মান্থবের যদি অন্ততঃ কারাগারে যাবার সময় একগাছি কোরে ল্যান্ক বেরিয়ে পড়ত তাহলেও বরং চলত। যথন তা হ'চে না, তথন সম্রাটের যাহোক একটা বাবস্থা করা উচিত। কি বিপদ গা ? মনে হতে হতেই যে আমার পিট সড় সড় ক'তে আরম্ভ ক'লে! তব্ ছুত্থানা

হাত ঠিক মজুত। উঃ, এতক্ষণে বোধ হয় জিহন বেচারাকে ছহাজার মশা কামড়ে দিয়েছে। তাইত কি করা যায় ? জেঠাই, আর একবার ছুটে গিয়ে তাকে দেখে আসব ?

নাদিরা। দেখে আর কি করবি মা ?

শ আমিনা। দেখে আর কি করব—না হয় খুব কোরে তার পিটটিট-গুলো চুলকে দিয়ে আসি। এমন চুলকে দেব যে হাজার মশা কাম-ড়ালেও আর চুলকুবে না।

নাদিরা। পাগলি, এটা ব্ঝিদনে মা, যাকে ঘাতকের হাতে মরতে হবে তার কি আর মশার কামড়ে দাড় থাকে ? মৃত্যু প্রতি মুহুর্তে বাকে কত ভন্ন দেখাচে, ভীষণ বজ্রধ্বনিও বোধ হয় যার কর্ণগোচর হয় না— তুচ্ছ কীটণতঙ্গদংশনে তার কি হবে মা ?

আমিনা। তাই কি—তাই কি! আহা তবু ভাল! আমার মনে হয় মশার কামড়ে মরা মানুষেরও সাড়্হয়—মশার ডাক বাজের আওয়াজের চেয়েও ভরক্ষর। যাহোক, জিলনের যে সে সব কিছু হ'চেচ না—
এ একটা সুথবর বটে!

(मात्रात्र थ्राटम ।)

দারা। আমিনা, কি ক'চিচস্?

আমিনা। কেন আমরা জিহনের কথা কইছিলুম। মাগো—ভার কি কষ্ট ৷ কারাগারে গিয়ে তাকে দেখে এলুম ৷

দারা। ছাখ্ আমিনা—তুই বড় হট্ট হয়েচিস; যেখানে সেখানে অমন কোরে যাস নি; এখন যা—সমাট অস্ত্রস্থ; সিপির তাঁর কাছে একা আছে—তুইও সেইখানে যা। জিহনকে দেখতে যাবার তোর দরকার কি ?

[আমিনার প্রস্থান।

नामिता। यमि शियारे शांदक, তাতেই বা দোষ कि ?

দারা। সে গুরুতর অভিযোগে অভিযক্ত—তার প্রতি সহায়ভূতি দেখালে সম্রাট কুদ্ধ হবেন।

নাদিরা। কেন, সম্রাটের তাতে ক্ষতি কি ?

দারা। সমাটের নিজের কোন ক্ষতি না হলেও সামাজোর তাতে ক্ষতি আছে—অচিরে প্রকাশ্য দরবারে যাকে হয়ত প্রাণদণ্ড ভোগ ক'তে হবে—তার প্রতি সহাত্ত্তি প্রদর্শন করা রাজপরিবারের কারো উচিত নয়।

নাদিরা। তবে কি রাজপরিবারভূক্ত হলে সমবেদনায় জলাঞ্জি দিতে হয় ?

দারা। রাজ্যের মঙ্গলার্থ অনেক সময় তা হয় বৈ কি; অস্তরে যাই থাক, বাহ্যিক মায়া মমতা সকলই পরিহার ক'ত্তে হয়।

নাদিরা। এই কি সামাজানীতি—এই কি রাজধর্ম ?

দারা। তাবৈকি।

নাদিরা। তবে সাম্রাজ্য অতল জলে ডুবে যাক—ধর্ম চিরদিনের জন্ম বিলুপ্ত হোক।

দারা। কেন নাদিরা, এমন কথা বলচ ?

নাদিরা। কেন বলচি, তোনায় কি তা বোঝাতে হবে। তুমি কি জান না যে উপকারের প্রতিদান উপেক্ষা নয়—প্রত্যুপকার! জিহন যেই হোক, তার অপরাধ যতই গুরুতর হোক—দে একদিন আমাদের উপকার করেছে। মনে আছে প্রভু, সেই একদিন, যেদিন শিশু সিপির-সেকো সহসা বজরার ছাদ হতে পড়ে গিয়ে নিমেষমধ্যে ধরবাহিনী যমুনার বাত্যাক্ষ্ম তরঙ্গের সঙ্গে কোথায় বিলীন হয়ে গিয়েছিল। মনে আছে, তুমি কত কাতরভাবে মাঝিমোলা সকলের হাত ধরে সিপিরকে উদ্ধার

করবার জন্য অনুরোধ কোরেছিলে—সহস্র আশর্ফি পুরস্কার দিতে চেয়েছিলে। মনে আছে, যথন কেউ তোমার অনুরোধে বা পুরস্কারের লোভে সে হরন্ত স্রোভে তার অয়েষণে যেতে স্বীকার হল না, তথন তুমি কিরূপ উন্মন্ত হয়ে যমুনায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে গিয়েছিলে ? তুমি সম্ভরণে অক্ষম বলে আমি ভোমায় ধরে রেখেছিলুম। তোমার সে অবস্থা দেখে আমি সিপিরের শোকও ভূলে গিয়েছিলুম। সে মানসিক উদ্বেগ, সে মন্ডিকের বিকার কে প্রশমিত করোছল নাথ ? সেই হারানিধিকে কে তোমার কোলে এনে দিয়েছিল প্রভূ ? জিহন—যে জিহন আজ কারাগৃহে অবক্ষম—যার তত্ত্ব লওয়াও রাজপরিবারের অনুচিত, সাম্রাজ্ঞানীতির বিকৃদ্ধ, রাজধন্মের অপলাপকারী—সেই জিহন! যে আমাদের সিপিরের প্রাণদাতা, তার ছঃথ দেখে আমরা ছঃথ করতে পারব না—তার মৃত্যুত্ত প্রমারা কাঁদেব না—এ কিরূপ বিধি ?

দারা। কেন ত্র:খ করব না—কেন কাঁদবো না—সব কোরব; কিন্তু নাদিরা গোপনে; রাজবিধিই এইরূপ!

নাদিরা। কিন্তু বিধাতার বিধানে ধন্মের রাজ্যে এ উচিত বিধি নয়। তোমার কাছে অকপটে বলচি প্রভূ, যেখানে মনের উচ্চর্ত্তি সকল এইরূপে নষ্ট হয়ে য়য়—সে স্থান অতি ভয়কর। হোক সে সাম্রাজ্য—হোক সে ভোগ ঐশর্যোর রঙ্গভূমি—হোক সে অফুরস্ত ধনভাণ্ডার! সে সাম্রাজ্যে শাস্তি নেই—সে ঐশর্যো তৃথি নেই—দে ধনে স্থথ নেই। তার চেয়ে রুষকের পর্ণকূটার ভাল—তর্ত্তলে তৃণশ্যা স্থাকর—ভিক্ষাবৃত্তি বাঞ্চনীয়। তাই বলি প্রভূ—যে কুটিল রাজনীতির অস্থ্যরণ কর্ত্তে গিয়ে নিজেকে কুজাদিপি কুজ হয়ে পড়তে হয়—সে নীতি দ্রে থাক; এসো আমরা বনবাসে যাই।

দারা। বুঝেছি, নাদিরা, তুমি জিহনকে বাঁচাতে চাও ?

নাদিরা। আমি বাঁচাতে চাই-তুমি কি চাও না প্রভু?

দারা। তোমার সাক্ষাতে সত্য বলচি, নাদিরা, জিহনের জন্ত আমি আজ মর্ম্মে মর্মে বিষম জালা অফুভব ক'চিচ। কারাগৃহে তার যা যাতনা হ'চ্ছে—ঐশ্বর্যের কোলে শুরে আমার তার চেয়ে ঢের বেশী কষ্ট হ'চ্চে!

নাদিরা। এ কণ্ট পাওয়ার চেয়ে তার প্রাণদান কর না কেন ?

দারা। আমার তাতে অনিচ্ছা নাই; কিন্তু নাদিরা, জিহন আরঙ্গ-জেব কর্ত্তক অভিযুক্ত। আনি তাকে ছেড়ে দিলে আরঙ্গজেব আমার পরম শক্র মনে করবে। তার অন্তঃকরণ বড় কঠিন—তাতে স্নেহমারা মমতার কণিকামাত্রও কখন স্পাশ করে নি—সাম্রাজ্যলোভে সে উন্মন্ত! এখন আমি যদি তার বিরুদ্ধাচরণ করি তবে সে আমার আক্রমণ করবে।

নাদিরা। তাই যদি করে—উপকারের প্রত্যুপকার ক'তে গিয়ে বাদ আত্মপ্রাণ বিসর্জনই দিতে হয়—তাতেই বা ক্ষতি কি ? নাথ! তুমি আমার স্বামী—আমার সর্বস্ব; তথাপি জেনো, মহৎকার্য্যে তুমি যদি প্রাণ দাও—তাতে আমি স্থবী হব; কিন্তু তুচ্ছ প্রাণের জন্ত অন্তায় বা স্বার্থপরতার বশীভূত হয়ে দয়া দাক্ষিণ্য মহত্ব উদার্য্য প্রভৃতি মহুয়োচিত শুণে জলাঞ্জলি দিলে আমার তঃধের অবধি থাকবে না। নাথ, আমি জিহনের প্রাণ ভিক্ষা চাই!

(রোশেনারার প্রবেশ।)

রোশেনারা। আমি জিগনের প্রাণদণ্ড চাই! দারা। এ কি! রোশেনারা!

রোশেনার:। হাা আমি রোশেনারা—তোমারই সহোদরা! আমি
অস্তরাল থেকে সমস্তই শুনেছি। জিহনকে ভোমরা চেন না—ভাই

তোমরা তার জন্ম কাতর। আমি তাকে চিনি; আমি জানি জিহন
মন্ম্যদেহধারী কালভূজকম; বিধাতার বিধানে তার মৃভ্যুই মঙ্গলের
নিদান। জিহন ক্ষমার অযোগ্য। দারা, তার প্রাণদণ্ড কর।

নাদিরা। (দারার প্রতি চাহিয়া করুণভাবে) নাথ!

দারা। (রোশেনারার প্রতি) কেন ভগ্নি ও কথা বলচ ? আরক্ষ-ক্রেব তাকে অভিযুক্ত করে এখানে পাঠিয়েছে। তার বিরুদ্ধে কোন প্রতাক্ষ প্রমাণ নাই। শুদ্ধ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কারো প্রাণদণ্ড করা মুসলমান দণ্ডবিধিতে সঙ্গত নয়। আরো এক কথা; জিহন এক সময় আমার পুত্রের প্রাণরক্ষা করেছে; এ অবস্থায় তাকে মৃক্ত করা কি অসঙ্গত ?

রোশেনারা। সঙ্গত কি অসঙ্গত জানি না—সে বিচারেরও প্রয়োজন নাই; আমার ইচ্ছা জিহনের প্রাণদণ্ড!

দারা। কেন ভগ্নি, বার বার ওকথা বলচ; তোমার অসঙ্গত ইচ্ছা পরিত্যাগ কর—আমি স্থিরসংকর।

রোশেনারা। বেশ, তোমার সংকল্প তোমারই থাক। এখনও ত পিতা শাব্দাহান জীবিত; বিচারকর্তা দারা নয়; বিচারকর্তা তিনি। দেখি তিনি কি বলেন।

দারা। ভগ্নি, রুথা পরিশ্রম কেন করবে। তুমি শুনে বোধ হয় সুখী হবে—পিতা কাল থেকে রাজ্যভার আমারই হাতে অর্পণ করবেন। জিহনের বিচার আমারই নিকট হবে।

রোশেনারা। ওঃ, তুমিই ভারত সম্রাট ! পিতা বর্ত্তমানে ! তাই বার বার আমার কথা উপেকা ক'চচ !

দারা। উপেক্ষা নয় ভগ্নি, আমি স্থারের মর্য্যাদা রক্ষা করচি। রোশেনারা। স্থারের মর্য্যাদা! আরক্ষকেব বাকে অভিযুক্ত করেছে —আমি যার জন্ম অনুরোধ ক'তে এসেছি—সেই বন্দীর প্রাণদানে স্থায়ে মর্য্যাদা রক্ষা না হলেও নাদিরার মর্যাদা রক্ষা হয় বটে !

দারা। রোশেনারা, তুমি আত্মসম্মান বিশ্বত হ'চচ!

রোশেনারা। আমি আত্মসন্মান বিশ্বত হ'চিচ, না তুমি স্ত্রীর অফ্-রোধে রাজকর্ত্তবা বিশ্বত হ'চচ !

দারা। যাক, আমি তোমার দঙ্গে এ নিয়ে বাদানুবাদ ক'ত্তে ইচ্ছুক নই। তবে জেনে রেখো, তুমি রংমহলের নামেবি বেগম হলেও এসব রাজনীতিক ব্যাপারে তোমার হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

রোশেনারা। না—আমার নয়—নাদিরার উচিত ? দ্রৈণের উপযুক্ত কথাই বটে !

দারা। কি, বারবার উত্তর প্রত্যুত্তর ! রোশেনারা, জানো থৈর্যের একটা সীমা আছে ? পিতার অত্যধিক প্রশ্রমের নায়েবি বেগমের পদমর্য্যাদার আত্মজানশৃত্য হয়ে ভোমার উদ্দাম ননোবৃত্তিকে কথন সংযত কত্তে শেখনি। তোমার ওদ্ধতা অমার্জ্জনীয়। আমিই এখন ভারতসম্রাট ! আমার প্রথম কার্য্য তোমার পদচাতি; দ্বিতীয় কার্যা জিহনের মুক্তি!

নাদিরা। (দারার প্রতি) নাথ, আত্মসংবরণ কর। তুমি ত অধীর নও; তবে সহসা আত্মকর্ত্ব হারাচ্চ কেন? শুভদিনের প্রারম্ভে একি অশুভের স্টনা! ভাই ভগ্নীর বিবাদ! প্রভূ, স্থির হও—রোশেনারাকে কমা কর!

রোশেনারা। থাক, অতয় প্রয়োজন নাই; রোশেনারা জিহন নয়— রোশেনারা কারুর ক্ষমার অপেক্ষা রাথে না !

দারা। রোশেনারা, চুপ কর—আমি ভোমার কোন কথা শুন্তে চাই না।

নাদিরা। কেন প্রভু বিচলিত হ'চচ !

দারা। না নাদিরা, আমি স্থিরই আছি; তুমি সরলচিত্ত—জান না দিল্লীর রংমহলে কি উচ্ছুখলতা বিভ্যমান। আগে গৃহের আবর্জনা দ্র করা আবশ্রক, পরে রাজ্যশাসন!

[দারার প্রস্থান।

नानित्रा। नाथ-नाथ-

[নাদিরার প্রস্থান।

বোশেনারা। আমি জীবিত না মৃত! রোশেনারা—রোশেনারা!

এ কি সতা ? দারা আমায় অপমান করে গেল ? নাদিরার সম্মুখে
দারা—স্থণিত, অহঙ্কারদৃপ্ত, কাপুরুষ, স্থৈণ দারা আমায় অপমান ক'লে!
ভারতসমাট শাজাহান যার ইন্সিতে পরিচালিত; ভবিশ্বতে ভারতের
সর্বময়ী সম্রাজ্ঞী হবার উচ্চ আকাজ্ফায় যে রোশেনারার হৃদয় গঠিত—
আজ সেই রোশেনারা অপমানিতা! সিংহিনী পদদলিতা! নাদিরা
উপহাস করে রোশেনারাকে ক্ষমা করতে বলে গেল! তবে কি
প্রকৃতিবিপ্লবের বিলম্ব নাই! পৃথিবী কি রসাতলে যাবে! দারা
অপমান করে গেল—নাদিরা হাসলে! জাগো—জাগো--উদ্দাম মনোর্ত্তি জাগরিত হও! স্থাসিংহিনী জাগো—জাগো! কে কোথার
পিশাচী সয়তানী আছো—জাগো—জাগো; আমার সহায় হও; আমার
অপমানের প্রতিশোধ নিতে আমায় সাহায্য কর!

প্রস্থান।

দিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৌলতাবাদে আরঙ্গজেবের প্রাসাদস্থ মন্ত্রণাকক।

স্বারস্কলেব। (স্বগত) দিল্লীর রত্বতক্তে বসে ভারত শাসন কোরবে দারা ? যে সমস্ত জীবন একবার খোদাকে ডাকলে না—পবিত্র ইসলামধর্ম্ম পদদলিত করে কাফেরের ধর্ম্মে যে বিশাস স্থাপন করেছে—মোগলকলক সেই দারার অধীনস্থ হয়ে থাকব আমি! আবার মন্দমতি ছক্রিয়াশীল মোরাদ—এতদ্র স্পর্দ্ধা তার—সেও কিনা এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড স্বহস্তে ধারণ ক'ত্তে চায় ? স্বদ্র বাংলা দেশে মৃষ্টিমেয় কাফেরের উপর আধিপতা করে বিলাসবাসনাসক্ত স্বজাও আজ ছরাকাজ্যার মহামোহে মৃহমান। সিংহাসনের প্রতি সেও কি না লোলুপদৃষ্টি! ভেবেছিলাম তৃচ্ছ ঐহিক স্থথ সম্পদাদির প্রতি দৃষ্টি না করে চির ফকীরি গ্রহণ করব। এখন দেখছি খোদার তা ইচ্ছা নয়। পিতার কার্য্যান্ত লাল বোধ হ'চেচ না—সহোদরদের কেউ উপযুক্ত নয়—কেউ ইসলামধর্মের মর্যাদা রক্ষা ক'ত্তে পারবে না। স্বতরাং সিংহাসন আমাকেই অধিকার ক'ত্তে হবে। এতে যদি সমস্ত হিন্দৃস্থান শোণিতরঞ্জিত ক'ত্তে হয়—তাও কোরব।

(স্থলতান মহম্মদের প্রবেশ।)

(প্রকাশ্যে) কে—স্থলতান মহম্মদ এসেছ ? মহম্মদ। হাঁ পিতা—আমার প্রতি কি আদেশ ? আরঙ্গজেব। শোন বংস; সম্রাট অস্কুস্থ—রাজ্যশাসনে তিনি একরূপ অক্ষম; আমার জ্যেষ্ঠ দারার বৃদ্ধিতেই তিনি পরিচালিত হ'চেচন। আমার ইচ্ছায় আর কোন কাজ হয় না। দারার দাসত্ব স্বীকার করে থাকা আমার দারা হবে না। সে আমার চেয়ে কিসে বড় যে সেই সিংহাসন পাবে? বিভা বৃদ্ধি ধার্ম্মিকতা—সকল বিষয়েই আমি তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমি থাকতে কেন স্মাট দারাকে সিংহাসন দেবেন ?

মহম্মদ। পিতামহের অন্তায়।

আরঙ্গজেব। শুধু অন্তায় নয় মহম্মদ—দারাকে সিংহাসন দিলে সমাট ঘোরতর অধর্ম করবেন। মোগলের নামে তাহলে কলঙ্ক হবে, ইসলামধর্মের অনিষ্ট ঘটবে, মসজিদের পাশে কাফেরের দেবালয় উঠবে, হিন্দ্র মর্যাাদা বাড়বে! স্থলতান মহম্মদ, তোনার পিতাকে এই সকল স্বচক্ষে দেখতে হবে। কি ভয়ানক, আমার এ সকল কথা মনে হলে চক্ষুক্রণ দিয়ে অগ্নিফুলিঙ্গ বেরোয়!

মহম্মদ। এর বিহিত করুন পিতা।

আরম্বজেব। বিহিত করব বলেই তোমায় ডেকেছি।

মহম্মদ। আমায় যা বলবেন—আমি তাই ক'ত্তে প্রস্তুত। অনুমতি করুন, এখনই পিতামহ ও জ্যেষ্ঠতাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করি।

আরক্ষজেব। না এখন নয়; কোন কৌশলে মোরাদকে সদৈন্তে
আমার পক্ষে আনতে হবে। আমি তার উপায় ঠিক ক'চিচ। আর
বিজ্ঞাপুর গোলকুণ্ডা প্রভৃতি রাজ্যের সমস্ত রাজ্যতার্গের রাজ্য কেড়ে নিয়ে
তাদের সৈশ্রসামস্তদের আমাদের দলভূক্ত করা আবশ্যক। ভূমি এখনই
গোলকুণ্ডার স্থলতান সাহেবকে রাজ্য আক্রমণ করে। বিজ্ঞাপুরও ঐরপে
করতলগত ক'তে হবে। তারপর দেখব দারা কিরপে আমায় দমন

করে; দেখব সম্রাট কেমন করে সেই মোগলকলঙ্ককে সিংহাসন সমর্থ হন।

(গুপ্তচরের প্রবেশ।)

কি থবর গ

গুপ্তচর। সংবাদ অভত-জিহন আলি মুক্ত। আরক্তেব। কি রকম গ

গুপ্তচর। শাজাদা দারা তাকে ছেড়ে দিয়েছেন; অধিকন্ত সমাট দরবারে সর্বজনসমক্ষে দারাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছেন।

আরঙ্গজেব। তুমি ঠিক জান ?

গুপ্তচর। জাঁহাপনা, গোলাম সে দরবারে উপস্থিত ছিল।

আরঙ্গজেব। জান, মুক্তির পর জিহন আলি কোথায় গেছে ?

গুপ্তচর। জানি জাঁহাপনা, জিহন এখন সম্রাট দারার অধীনস্থ কর্মাচারী।

আরঙ্গজেব। আজ্বাযাও।

্ গুপ্তচরের প্রস্থান।

আরক্ষকেব। স্থলতান মহম্মদ, দেখলে—দারার স্পর্দ্ধা দেখলে! আমার বন্দীকে ছেড়ে দেবার তার কি অধিকার! আমায় অপমান করা বাতীত এ কার্যো তার আর অন্ত কোন উদ্দেশ্য নাই। আর দারার কুহকে পড়ে বৃদ্ধ সমাটেরই বা কি মতিচ্ছন্ন হল! কোন্ সাহসে তিনি দুর্ম্মতি দারাকে সিংহাসনে বসালেন ? পিতার বোধ হয় মনে নাই যে শাজাদা আরক্ষজেব এখনও জীবিত; অথবা বোধ হয় মপ্প দেখে থাকবেন যে সিংহাসনে সম্রাট নাই—তার প্রিন্ধ পুত্র দারাও নাই—আছে শাজাদা স্থলতান মহম্মদের পিতা। তাই একবার দারাকে সিংহাসনে

বসিয়ে মনের ক্ষোভ মিটিয়ে নিলেন। স্থলতান মহম্মদ, শীঘ্র গোলকুগুরা বারা কর—এ অপমানের প্রতিশোধ চাই।

্উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গৰ্ভাঙ্ক।

রোশেনারার কক্ষ।

রোশেনারা।

রোশেনারা। (স্বগত) হয় প্রতিশোধ নয় মৃত্যু! নাদিরার উপহাস, দারার অপমান নীরবে সহ্য কোরে বেঁচে পাকা—অসহ্য অসহ্য! জিহন —জহন, তুচ্ছ পরপদলেহী কৃক্কুরত্না চাটুকার—সর্পত্না থল—অগ্নির তুল্য বিশ্বাসঘাতক জিহন—মোগল দরবারে যার জীবনের মূল্য একটা পাপোবের অপেক্ষাও হীন—আমার অনুরোধ উপেক্ষা কোরে নাদিরার অনুরোধে তার প্রাণ রক্ষা করা দারার রাজধন্ম! তার জন্ম আমার পদচুত্তি! সসাগরা ভারতের একচ্ছত্র অধীশ্বর পিতা শাজাহানের শাসনকালে যে রোশেনারার দৌর্দগুপ্রতাপ রংমহলের মণিমন্ন মসলিনের অস্তরাল থেকে কাবুল হতে উড়িয়া পর্যান্ত সমস্ত হিন্দৃস্থান প্রকল্পিত করেছে—সেই রোশেনারার গর্কের মন্তকে পদাঘাত! মূর্থ দারা, নাদিরার পালিত কৃক্কুর! জান না তোমার বাসগৃহ দগ্বের জন্ম আজ ইচ্ছা করে তুমি কি আগুন সংগ্রহ কল্লে! জিহনের মুক্তি উপলক্ষে তুমি আমার অপমান করেছ; ঐ জিহনকে দিয়ে যদি তোমার সর্বনাশ কত্তে

না পারি তবে রুথা আমার জন্ম, রুথা আমার সম্রাটছছিতা বলে অভিমান, রুথা আমার উচ্চাশা, রুথা আমি নারী!

(वाँभीत व्यवन।)

বাঁদী। শাব্ধাদি!
রোশেনারা। আমার পরওয়ানা নিয়ে জিহনের কাছে গেছলি

বাঁদী। ইাা শাব্ধাদি, তিনি দ্বারে অপেকা ক'চ্চেন।
রোশেনারা। তাকে এখানে পাঠিয়ে দে।
বাঁদী। যো হুকুম।

(জিহনের প্রবেশ।)

জিহন। (কুণিশ করিয়া) শাব্দাদী কি আমায় তলব করেছেন ? রোশেনারা। ইনা, আমি তোমায় ডাকিয়েছি।

জিহন। নফরের প্রতি এ মেহেরবাণী কেন—অনুমতি করুন ?
আপনাদেরই অনুগ্রতে আজ আনি মুক্ত, নচেৎ এতক্ষণ দীনের মুপ্ত
মৃত্তিকাগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ ক'ত্ত। অধীনের প্রথম কর্ত্তব্য আপনাদের
নিকট আন্তরিক রুভক্ততা প্রদর্শন।

রোশেনারা। হাা উচিৎ, ক্বতজ্ঞতা প্রদর্শন উচিৎ; তবে আমার নিকট নয়, নাদিরার নিকট; দারার নিকট; আমি তোমার মুক্তিতে কোন সহায়তাও করিনি, তোমার মুক্তিতে আমি সন্তুষ্টও নই।

জিহন। শাজাদী কি গোলামের কস্থর এখনও বিশ্বত হন নি ?
রোশেনারা। না হইনি—কখন হব বলে ধারণাও ছিল না—কিন্তু
আজ ধারণা অন্তর্নপ! তা না হলে মহম্মদ ইরাণের হত্যাকারীকে আমি
কখনও সমূথে জীবস্ত অবস্থায় দেখতুম না।

জিহন। শাজাদীরও কি বিশ্বাস আমি আমার হিতৈষী বন্ধু প্রভূ

ইরাণ মহম্মদকে হত্যা করেছি! তা যদি হয় তাহলে আমার জীবনেই বা প্রয়োজন কি ?

রোশেনারা। জিহন! আমার নিকট মনোভাব গোপন করবার চেটা করো না! আমার নিকট তোমার অভিনয়ের কোন প্রয়োজন নাই! আমি তোমার চিনি—তোমার চরিত্র আমার সম্যক জানা আছে। তুমি ইরাণের বন্ধু ছিলে! তার সঞ্চে একসঙ্গে থেলেছ, একসঙ্গে পড়েছ, একসঙ্গে কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেছ। তারই বন্ধু বলে এত সহজে বাদশার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয়েছিলে! কিন্তু বিশ্বাস্থাতক, পর্ম্মীকাত্র —তোমার হৃদয়ের অভান্তর নিহিত পৈশাচিক হিংসাই ইরাণকে ইহলোক হতে অপসারিত করেছে! সেই জন্তই আরক্ষজেব তোমার বন্দী ক'রে এথানে পাঠায়। নাদিরার শরণাগত হয়ে তারই অনুগত ভূত্য দারার অনুগ্রহে তুমি মুক্ত; কিন্তু আনিই দারার নিকট তোমার মৃত্যুদণ্ড চেয়েছিলুম।

জিহন। আপনি!

রোশেনারা। ইা আমি, তোমার মৃত্যুতে আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল—কেন না ইরাণকে তুমি হত্যা করেছ; আবার ইরাণকে বে আমি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসতুম সে কথা তুমি ছাড়া বোধ হয় জগতে আর কেউ জানতো না। তুমি গেলে আমার এ গুপ্ত ব্যাপার কথন আর প্রকাশ হবার সম্ভাবনা থাকত না।

জিহন। শাজাদী কি সেইজগুই গোলামকে আহ্বান করেছেন ? রোশেনারা। না, সে নিমিত্ত নয়; বলিছি ত এখন আমার ইছে। অক্তরূপ; আর তোমার উপর আমার কোনরূপ রাগ নাই—আর তুমি আমার শক্ত নও; আর আমি তোমার মৃত্যু কামনা করি না; আজ থেকে আমরা এক উদ্দেশ্যে চালিত, এক সত্তে গ্রথিত, এক মন্ত্রে দীক্ষিত, এক ভাবে অমুপ্রাণিত, এক প্রাণে উজ্জীবিত ছই সহচর—ছই বন্ধু—ছই শরতান শরতানী! শোন জিহন, আমি দারার সর্বানাশে ক্লতসংকর—
ভূমি আমার সহায় হও।

জিহন। সে কি! যে দারা আমার প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছে ? রোশেনারা। হাা, সেই দারার আমি উচ্ছেদ করব—সে কার্যো তুমি হবে আমার প্রধান অন্ত্র—সেই নিমিত্তই তোমায় ডেকেছি।

জিহন। আমি, শাজাদি, আমি !—আমি দারার সর্কানাশে আপনার সহায় হব ! বাদশাজাদি, এ কাজ আমার অসাধা ! আমায় ক্ষমা করুন। রোশেনারা। জিহন ! কেন আমার নিকট আত্মগোপন কর ? বে ইরাণের ভার বন্ধুকে হতা৷ ক'ত্তে পারে জগতে তার অসাধ্য কার্যা কি আছে ?

ব্রিছন। কিন্তু শাজাদি, দারা যে আজ প্রাতে আমার জীবন ভিক্ষা দিয়েছেন।

রোশেনারা। হাঁা তা আমি জানি; কিন্তু তাতে কি ? দারার ইচ্ছার উপর যার জীবন মরণ নির্ভর ক'ন্ত—এখনও করে—তার জীবনের আবার মূল্য কি ? পরের অনুগ্রহে রক্ষিত যে জীবন, সেই তুচ্ছ খণিত জীবন দান করেছে বলে কুতজ্ঞতা! যে মান্ত্রয়—যার জীবনের কোন মূলা আছে—সে পরের অনুগ্রহের উপর কখন নির্ভর করে না! দারা তোমার অনুগ্রহ করে প্রাণ দিয়েছে—কিন্তু তুমি যাতে ভবিষ্যতে ঐ দারার মত অনুগ্রহ করে আর্ত্রের জীবন দানে সক্ষম হও—এমন উন্নত অবস্থায় কি আপনাকে দেখতে চাও না? চিরকালই কি অপরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকবে? মন্ত্র্যুজন্ম গ্রহণ করে নিজের ক্ষমতা প্রকাশের স্থ্যোগ অনুসন্ধান করবে না? সে স্থ্যোগ সন্মুখে এলে তাকে পদদলিত করবে? দারা তোমার জীবন দিয়েছে বলে তার বিক্লমে

বেতে চা'চ না—কিন্তু সেই ত হুযোগ। যথন বেঁচে আছ তথন সে হুযোগ হেলায় হারাবে ? জিহন, আমার কথা শোন—দারার সর্বনাশে নিজের সমস্ত শক্তি পরিচালিত কর—আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভবিশ্বৎ উন্নতির পথ উন্মুক্ত হোক।

জিহন। শাজাদি, দারার অনুগ্রহে কেবল ত আমার জীবন নয়, আমার জীবনপোষণের অন্নেরও সংস্থান হয়েছে! তাঁরই অনুগ্রহে আজ থেকে আমি তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর।

রোশেনারা। বটে ! তবে ত উত্তম স্থযোগ ! তবে ত দারার ধ্বংসের পথ দারা আপনিই প্রশস্ত করেছে। জিহন আর ইতস্ততঃ কোরো না— আমার সহায় হও—আমি যা বলি শোন—আমার আদেশ পালন তোমার রূপা হবে না ! সম্রাক্ষী রোশেনারার অতুল ঐশ্বর্য্যে তোমার ভবিষ্যৎ ভাগ্য ভূষিত কর ।

জিহন। নফরের প্রতি আপনার অসীম মেহেরবাণী! আচ্ছা, আমি এ বিষয়ে ভাববো!

রোশেনারা। ভাবনা নয়! ভেবে কখন পৃথিবীতে কোন বড় কাজ হয় নি। ভাবনা কিদের ? অয়ি যখন গৃহদয় করে তখন সে ভাবে না; প্রচণ্ড জলাচ্ছাস যখন জনপূর্ণ দেশকে অধিবাসীসহ ভাসিয়ে নিয়ে যায় তখন সে ভাবে না; প্রবল য়য়া যখন উচ্চ গৃহচুড় ভয় করে তখন সে ভাবে না; ভীষণ ভূমিকম্প যখন পৃথিবীকে রসাতলে দেয় তখন সে ভাবে না। সর্প যখন দংশন করে তখন সে ভাবে না; ক্ষ্মিত শার্দ্দৃশ যখন নিরীহ নেষের রক্ত শোষণ করে তখন সে ভাবে না! তবে ভাবনা কিসের ? শুন জিহন আলি, দারার সর্বনাশ আমার লক্ষ্য—আমার উদ্দেশ্য—আমার কার্য্য; সে কার্য্যে তোমাকে আমার সহায় হতেই হবে!

किर्न। ভাবনা! ভাবনা নয়, শাঞ্চাদি—ভয়! দারার যে এখন

দোৰ্দণ্ড প্ৰতাপ ! তাঁর বিরাগভাজন হয়ে কদিন ছনিয়ায় থাক্তে পাব শাজাদি ?

রোশেনারা। মরণের যদি ভয় থাকে জিহন, তবে জেনো সহস্র দারা
সহস্র দিক থেকে তোমায় রক্ষা ক'লেও রোশেনারার রোষকটাক্ষ এড়িয়ে
কোথাও যেতে পারবে না। সবদিক যদি বজায় রাথতে চাও—নিজের
প্রাণের মমতা যদি থাকে—তবে ভয় ভাবনা দুরে নিক্ষেপ কোরে আমার
আক্রান্থবর্ত্তী হয়ে চল।

জিহন। আমায় কি ক'ত্তে হবে অনুমতি করুন ?

রোশেনারা। দারার কাছে যেমন আছ তেমনি থাক। ভেতরে ভেতরে মোরাদকে যাতে ভূলিয়ে আরঙ্গজেবের পক্ষে নিয়ে যেতে পার তার চেষ্টা কর। আমি শীঘ্রই দৌলতাবাদে আরঙ্গজেবের কাছে যাচিচ।

জিহন। বেগম সাহেবা, শাজাদা আরঙ্গজেবই যে আমায় অভিযুক্ত করেছিলেন ?

রোশেনারা। সে জন্ম ভেবো না; আমি যথন তোমার সহায় রইলুম আরক্ষজেব ডোমায় মাথায় কোরে রাথবে।

জিহন। বাদশাজাদীর মেহেরবাণী।

রোশেনারা। কিছু ভয় কোরো না; সকল সংবাদ সেথানে নিয়ে
যাও। যথন যা করবে আমি তার পরামর্শ দেব। দারা মোরাদকে
স্থাক্তে আনবার চেষ্টায় আছে। দারার তরফ থেকে যে কেউ মোরাদের
কাছে যাবে ভাকে যেমন করে ছোক বন্দী করাতে হবে।

(বেগে তাতারণীর প্রবেশ।)

তাতারণী। শার্জাদি—শার্জাদি! রোশেনারা। (সরোধে) বেতমিজ—

(नामित्रात्र व्यवम ।)

নাদিরা। আমিনা—আমিনা! (জিহনকে দেখিরা বিশ্বিতভাবে) একি!

রোশেনারা। রাত্তে নায়েবি বেগমের কক্ষে কারো প্রবেশ করার অধিকার নেই নাদিরার সেটা জানা উচিত ছিল ?

নাদিরা। নারেবি বেগমের সঙ্গে স্থাতা কত্তেই আস্ছিলুম; কিন্তু জান ভূম না যে রংমহলের এ ছর্দ্দশা হয়েছে! এত পাপ খোদা স্টবেন না!

প্রস্থান।

জিছন। (ভীত হইয়া) শাজাদি!

রোশেনারা। কোন ভয় নেই! আমি তোমার সহায়। এখন যাও

—সনমান্তরে সাক্ষাৎ হবে। উপস্থিত আমাদের বন্ধুত্বের চিহ্ন স্বরূপ এই

নুক্তারমালা গ্রহণ কর। তাতারণী, জিহনকে রংমহলের বাইরে

দিয়ে আয়।

জিছন। (গমনকালে খগত) জবর বরাত! কামিনী কাঞ্চন তুইই লাভ করব! আশা রইল শাজাদী জিহনকে একদিন ইরাণের স্থানে অভিষিক্ত করবে! কিসের কৃতজ্ঞতা! প্রাণদণ্ড থেকে দারা বাঁচিয়েছে? অমন ঢেরলোকে বাঁচায়! ভাবলে জিছন আলি কথন তৈরী খানা ছাড়তে পারে না!

প্রস্থান।

রোশেনারা। (স্থগত) আজ বিষম পরীক্ষার দিন উপস্থিত। হর
নাদিরা মরবে, নয় আমি মরব ! নাদিরার কাছে কুরুরীর মত হয়ে যদি
থাকতে হয়, তার চেয়ে মৃত্যু ভাল। না না, এ সব স্থুথ ঐশ্বর্য ছেড়ে

মরবই বা কেমন কোরে ? মরতে আমি পারবো না ! আমি মরলে রংমহল শাসন কোরবে কে ? অবাধে বিলাস ভোগ কোরবে কে ? তার চেয়ে নাদিরা মরুক না কেন ? দরিদ্রের কন্তা হয়ে সে বাদশার পুত্রবধূ হয়েছে; য়থেষ্ট হয়েছে—আর কেন ? সে নিজে না মরতে পারে আমি তাকে মারবো । বাদী—

(वाँ भीत्र थ्रावम ।)

वानी। नाकानि!

রোশেনারা। বকসিশের আশা রাখিস ?

বাদী। শাজাদীর মর্জ্জ।

রোশেনারা। হাজার আশরফি দেব; কিন্তু শেষে নিমকহারানি করবিনাত প

বাঁদী। তুন থেরে গুণাগারি করতে বাঁদী শেখেনি শাঙ্কাদি! রোশেনারা। দেখিস, কথা না বেরিয়ে পড়ে ?

বাঁদী। এমন মরদ মর্দানার পর্দা হয়নি, শাজাদি, যে বাঁদীর কাছ থেকে কথা বের করে নেয়।

রোশেনারা। তবে এক কাজ কর; নাদিরাবাত্মকে আজ রাত্রেই ছনিয়া থেকে জন্মের মত সরাতে হবে। যুমস্ত অবস্থায় এক থা ভোঁজা-লির কোপেই কাজ সাফ হয়ে যাবে। কেমন, পারবিত ?

বাদী। একেবারে খুন!

রোশেনারা। শিউরে উঠ্লি যে ? তবে তুই শাজাদীর বাঁদী হবার উপযুক্ত নোস। তোর কলিজা বড় কমজোর—তোর জান নেই—তোর দারা কোন কাজ হবে না ?

বাদী। তা নয় শাজাদি, মোটে হাজার আশরফি!

রোশেনারা। কুচ পরোয়া নেই—দশহাজার আশরফি দেব— এইবার

वामी। भावत्वा।

রোশেনারা। বহুত আছো; এই ত আমার বাঁদীর উপযুক্ত কথা; আমার সঙ্গে আয়।

্ উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মোরাদের বিলাস কক্ষ।

মোরাদ।

মোরাদ। (সগত) হতেই পারে না! দৃতের কথা আমি বিশ্বাস করি না! একি একটা সম্ভব! দারা হিন্দুস্থানের সম্রাট! চক্র স্থা পাড়ে রইল, জোনাক জালবে বাতি! কুস্ কোরে কোথেকে কি হ'চেচ ব্রুতে পাচিচ নে ত ? কাল সংবাদটা পাওয়া পর্যান্ত মাথাটা দেখুছি শুলিয়ে গেছে! দিবিা ফুর্তিতে দিন কাটছিল—মসনদে বসে মনের স্থেখে তোফা সব মতলব আঁটা বাচ্ছিল—ছপ করে সেই অপয়া দৃত বেটা এসে মাথাটা বিগড়ে দিয়ে গেল; এমন বিগড়ে দিলে যে কাল থেকে সিরাজীর সঙ্গে পর্যান্ত আর সম্পর্ক নেই! কোখেকেই বা থাকবে—দারা যদি বুকে বসে দাড়ী ছেঁড়ে, মোরাদের তাহলে মাটির নীচে যাওয়াই উচিং! না না, তাও কি কখন হয়!

(মৌলানাশার প্রবেশ।)

মৌলানাশ। মোরাদ! আমায় ডেকেছ কেন?

মোরাদ। এই যে ফকীর সাহেব ! বলি, সংবাদটা কি সত্যি ?

মৌলানাশা। কিসের সংবাদ ?

মোরাদ। পিতা নাকি দারাকে সিংহাসন দিয়েছেন ?

মৌলানাশা। হাঁ সভা।

মোরাদ। তারপর ?

মৌলানাশ। তার পর আর কি, দারা রাজাপালন করবে।

মোরাদ। কি আশ্চর্যা । এইজন্ম কি তোমায় ডেকেছিলুম ? তুমিও ত দেখছি সেই অপয়া সংবাদবাহীর মাস্ততো ভাই । আমার মাথাটাকে একেবারে মাটি করে দিতে এসেছ । এইজন্ম কি তোমায় ডেকেছিলুম নাকি ?

মৌলানাশা। তবে কি জন্ম ডেকেছ ?

মোরাদ। জ্যোতিষ টোতিশ ত ঢের গেঁটেছ—স্থামার ভবিষ্যৎটা কিছু বুঝতে পা'চ্চ ?

মৌলানাশা। এপ্রশ্ন ক'চ্চ কেন?

মোরাদ। ভাগাচক্রটা একটু বিগড়ে গেছে কি না ? আমার জায়গায়
দারা গিয়ে বসল কেমন কোরে ?

মৌলানাশা। কেন, দারা তোমাদের সর্বন্ধেষ্ট ; তাকে সিংহাসন দিরে সম্রাট ত স্থবিচারই করেছেন !

মোরাদ। এক চকু ফকীর, শেষটা কি এই বুঝলে ?

মৌলানাশা। কেন মোরাদ ভূল বুঝছ ?

মোরাদ। দাঁড়াও ফকীর সাহেব, বোঝবার পথ ঠিক করে নিচ্চি।
ৰাইজী—সিরাজী! (মোরাদের মন্তপান) কোনথানে ভূল দেখ্লে ফকীর 🕈

মৌলানাশা। ত্রাভৃহিংসা—জ্যেষ্ঠের সম্মানে নিজেকে সম্মানিত মনে না করে অপমানিত মনে করা—কোন ধর্মে লেখে মোরাদ ?

মোরাদ। মোরাদের ধর্ম্মে লেখে; মোরাদকে ধর্ম্ম দেখিও না ফকীর, তার সঙ্গে কাজের কথা কও।

भोगानामा । या कि**छाना क'क्र ठाउँ** ७ উত্তর দিচি ।

মোরাদ। ও সব বেস্কুরো উত্তর—আমি গুন্তে চাই না; বলে দাও কতদিনে পিতার সিংহাসন অধিকার করব ?

মৌলানাশা। মোরাদ, ত্রাশা হৃদয়ে পোষণ কোরো না !

মোরাদ। ফকীর সাহেব, তোমারও দেখ্ছি মাথাটা গুলিরে গেছে!
একবার বেশ করে ভেবে বল—

মৌলানাশা। বেশ করে ভেবেছি; হরাশা—হরাশা!

মোরাদ। বেশ—বেশ বাবা, আর তোমার সঙ্গে বাক্যুদ্ধে দরকার নেই! সরে পড়—সরে পড়; আমার ফুর্ত্তি চাই—ফুর্ত্তি চাই—ছনিয়া বড় বেস্থরো হয়ে গেছে—

মৌলানাশা। খোদা ভোমায় স্থৰ্মতি দিন!

প্রস্থান।

মোরাদ। এ সব বলে কি ? ঐ দোবেই আমিনা বেটাকে বাড়ীছাড়া করেছি; সেই মুখপোড়া দৃত বেটার মুখ আর কথন দেখব না; ফকীর বাবার পায়েও আজ থেকে নমস্কার! ছ্রাশা, ছ্রাশা! কিসের ছ্রাশা? কোথাকার দারা? যাক সব জাহালামে—মোগল সিংহাসন মোরাদের!

(नर्खको निराव अरवण अ स्यावारमव मण्यान)

এসো নাচনাওরালীরে! ফুর্জিসে নাচো, দেলখোস স্থরে ছনিয়াটাকে উন্টে দাও! নৰ্ত্তকীগণ।

গীত।

ঐ ছুট্ছে মলয় বায়—

আমার প্রেম সায়ারে সাঁতার দিতে

আসবি যদি আয়।

তারাফুল উঠ্ছে ফুটে, শেফালি পড়্ছে লুটে,

নীলিমার নয়ন হতে স্থা ঝরে যায়।

তোরা আসবি যদি আয়, তোরা ভাসবি যদি আয়

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

নাদিরার কক্ষ

আমিনা।

আমিনা।

গীত !

মন দিয়ে মন কাঁদে কেন, আসার সে মন গিয়ে কি মন হল -আমি বিরলে অঃনমনে থাকি সদাই আঁথি ছল ছল ভেবেছিলাম মনে মনে, কি জীবনে কি মরণে,

স্থী হইব জ্জনে কভু হবে না মন চঞ্চল। আমাৰ মনের আশা রহিল মনে জীবনে

कि कल उल॥

(স্বগত) না—কিছুই আর ভাল লাগে না; কেউ একবার দেখেও দেখে না; কেউ আমায় ভালবাগে না!

(সিপিরের প্রবেশ:)

সিপির। আমিনা, তুমি এখানে ? একলাটী রাতহপুরে আপনা আপনি কি বলছিলে ? কেউ তোমায় ভালবাদে না ? কেন আমিনা, আমি ত তোমায় ভালবাসি।

আনিনা। তুমি। তুমি ভালবাস বটে—আবার বাসোও না।

দিপির। ইণ না —এ কি রকম কণা আমিনা ? তোমার হেঁয়ালী ভাই আমি কিছু ব্রতে পারিনে !

আমিনা। ভ ; এইটে আর ব্যতে পালে ন'—-এতো খুব সোজা; এর চেয়ে আমি কত বড় বড় ইেয়ালী জানি!

দিপির। তা এইটের মানে বুঝিয়ে দাও না ভাই ?

আনিনা। কি জান, যথন তুনি বাগানে কি যম্নার ধারে আমার সঙ্গে বেড়াও—আমার গান শোন—ফুল তোলা নিয়ে আমার সঙ্গে মিছি বিগড়া কর—ছেলে মানুষের মত কেমন লুকোচুরি থেল—তথন মনে হয় তুমি আমায় সভাি সভাি বুঝি একটু—এই এতটুকু—ভালবাস। আবার যথন সারাধিন খুঁজেও আমি তোমার দেখা পাইনে—দেখা পেলেও

ছটো কথা কইতে না কইতে 'কাজ আছে' বলে টুক করে তুমি পালিরে যাও—আর আমি তোমায় খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে যাই—তথন মনে হয় সে এতটুকুও বুঝি সব ভুয়ো। আর অমনি আমার সব গুলিয়ে যায়। কাজেই মনের ছঃথে গান গাই। আর কি করব বল—একটা কাজ ত চাই ?

সিপির। আমিনা, আমি কি তোমায় ভালবাসি না বলে তোমায় ছেড়ে বাই ? না আমিনা, তা নয়। রাজ্যের বড়ই তুর্দিন উপস্থিত। পিতার কথন যে কি হয় তা বলা যায় না। তাঁরই কাজে প্রায়ই আমায় স্থানাস্তরে যেতে হয়; তাই আমায় দেখতে পাও না।

আমিনা। জেঠা মশাইয়ের মঙ্গণের জন্ত যদি তুমি ব্যস্ত থাক—ভালই; আমিও তাই চাই সিপির। তাঁর ভালয় তোমার ভাল। সে জন্ত জীবনেও যদি তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হয়—তাতে আমি হৃঃখিত হব না। কর্ত্তব্য আগে পালন কোরো ভাই? আমার জন্ত যদি তুমি নিজের কাজে কখনও অবহেলা কর—তবে আমি তোমায় চাই না!

দিপির। তাই হবে; এথন আদি আমিনা—দাদা মশাইয়ের কাছে যেতে হবে। রাত অনেক হয়েছে; তুমি শোওগে।

আমিনা। তবে তুমি যাও ভাই; আমিও ক্রেঠাইয়ের বিছানায় গুরে গুরে যমুনার কাল জলে কেমন চাঁদের আলো পড়েছে দেখি, আর গান গাই।

সিপির। মা এ ঘরে শোবেন না ?

আমিনা। না, আজ আমি জেঠাইএর হাতে পারে ধরে এই দরে থাকবার অনুমতি নিইছি। আমার দরটা থেন কি! এথানে থেকে ধমুনা কেমন স্পষ্ট দেখা যায়! যমুনার তরঙ্গ নাচে—আমার হৃদয়ও নাচে; যমুনা গান গায়—আমিও গান গাই; যমুনার কলধ্বনি আকাশে মেশায়—আমারও কণ্ঠধ্বনি আকাশে ছড়ায়! আমাদের হটীতে বড় ভাব কি না!

সিপির। মাকোথা ওলেন ?

আমিনা। আমার ঘরে। জেঠাই কি যেতে চায়। কত করে হাতে পায়ে ধরে বরুম, তবে না গেল ?

সিপির। অনেক রাত হয়েছে আমিনা—আর জেগে থেকো না— আমি যাই।

আমিনা। বেশত যাও না---কাল সকালে উঠে দেখব, কে কাকে আগে ডাকে ?

সিপির। তা আর দেখ্তে হবে না—আমিই আগে উঠে তোমার ডাকব ?

আমিনা। তুমি না আমি! বেশ, দেখা যাবে।

[সিপিরের প্রস্থান।

আমিনা।

গীত।

তমালতালীবন, মুঝ নয়ন মন,
(তাহে) মধুপ গুঞ্জন উঠে লহরে।
শ্যাম লতিকা দল, (তাহে) কুহুম কোমল,
ইন্দু বিনিন্দিত শোভা ধরে।
হুখগন্ধবহু,
বহে অহরহু,
মোহ মদিরা ঢালে আঁখিপরে।

চিত চঞ্চল ধায়, কেনা জ্ঞানে কোথায়, হিয়া আবেশে আকুল প্রেমভরে॥

[স্থির হইয়া শয়ন ও নিদ্রা।

(धीरत धीरत वाँमीत अरवभ ।)

বাঁদী। (স্বগত) এ কি, শরীর এমন হ'চ্চে কেন ? সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসছে ? জ্যোৎসা যেন নিভে গেল; চারি কি অন্ধকার! অন্ধকারে কে যেন মামার আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্চে! ঐ বুঝি এসে ধ'ল্লে ? শাণিত ছুরিকা আমার কৃষ্ণি থেকে নিয়ে আমার গায়ে বিসয়ে দিলে ? না—না, পারবো না—ফিরে যাই। (দরজার নিকট ফিরিয়া আসিয়া) দশহাজার আশরফি ছেড়ে পালাব! কেন—কেউ ত কোথাও নেই ? দিবিা রাত্রি—দিবা জ্যোৎসা—দিবা যমুনা বয়ে যা'চেচ! তবে মন এমন হল কেন ? মন শক্ত হ—বাঁদী দশহাজার আশরফি কথন এক সঙ্গে দেখে নি: এ স্থযোগ ছাড়লে সে বাঁচবে না। না—না, আর বিলম্ব করা উচিত নম—কাজ শেষ করে যাই। হত্যা করে এখানে থাকতে ভয় হয়—বকশিস নিয়ে জ্বনের মত রংমহল ছেড়ে পালাব।

(পুনরায় শ্বাাস্মিধানে গ্মন) বাঃ, বেশ ঘুমুচেচ! এক ঘা—বেশী নয়— এক ঘা; যদি চেঁচিয়ে ওঠে ? উঠলই বা ?

আমিনা। (স্বপ্লাবেশে)ম!---

বাঁদী। স্থপন দেখ্ছে; যে দেশে যাবে, সেই দেশ দেখতে পাচেচ ? যাও বেগন সাহেবা, মার কাছে যাও। (ছুরিকা উত্তোলন প্রশ্নাস) একি! শরীরের বল সব কোথায় গেল ? সিরাজী থেয়ে আমি টলিনে— আর এই বাতাসের ঘাষে কাঁপচি! তাইতো—কি হল, কি হল! আবার যে সব অন্ধকার হয়ে আসছে ! রক্তপাত দেখতে হবে বলে কি ? তাইতো—তাইতো ! ঐ যে যমুনাও যেন লাল হয়ে উঠলো ; অন্ধকারও যেন রক্তনাথা ; বা তাসেও রক্তের ফুংকার উঠছে ! আর দাঁড়াতে পাচ্চিনে ! শাক্ষাদীর কাছে যাই—

প্রিয়ানোগত।

(मोत्राद्र প্রবেশ।)

দারা। কোথা যাস হারামজাদি ?

वानी। वान-तक।

দারা। কাঁপচিস কেন ?

वाँनी। ভয়ে শাজাদা।

দারা। হাতে ছোরা কেন १

বাঁদী। সমাট, মাপ করুন।

দারা। কাকে খুন কত্তে এসেছিলি १

বাদী। প্রাণে নারবেন না শাজাদা।

দারা। জলদি বল १

वाँनी। (थाना कि कहा।

দারা। তুই কার বাদী १

वाँगी। जानिना।

দারা। ফের শয়তানী। শীগ্গির বল!

वाँनी। ভग्न करत भाजाना।

দারা। আছা দাঁড়া; নানির!-নাদির!-

আমিনা। (গাত্রোথান পূর্বক) এঁগা—কে ! জেঠামশাই ! আপনি না আন্ধ নগরের বাইরে গিছলেন ? দারা। হাঁা—শরীর ভাল নেই বলে ফিরে এসেছি। তুই এখানে কেন আমিনা, তোর জেঠাই কোথার ?

আমিনা। আমার ঘরে; তুমি এখানে নেই বলে আজ আমি জেঠাইএর ঘরে শুয়েছি; এ কে ?

দারা। কে এ আমিনা, একে চিনিস ?

আমিনা। (বাঁদীর নিকটবর্তী হইয়া) তাইতো—কে—এ ! দাঁড়া দাঁড়া—তোকে দেখি; মুখ লুকুচ্চিস কেন ? (মুখ দেখিয়া) ভূই এত রাতে এখানে কেন ?

দারা। ও কোনো বদ মতলবে এসেছিল; ওর হাতে ছোরা! এ কার বাঁদী আমিনা?

আমিনা। আগে ও আমারই কাছে ছিল—এখন নায়েবি বেগমের বাঁদী।

দারা। (বিশ্বিতভাবে) রোশেনারার ! 'ওঃ, এতদুর দাঁড়িয়েছে ! হারামজাদি, সত্য বল, কাকে হত্যা ক'ত্তে এখানে এসেছিলি ?

আমিনা। তুই খুন ক'ত্তে এসেছিলি ? কাকে--- আমাকে ?

বাঁদী। না—না—তোমার না; আর আমি লুকুব না! আমিনা
—আমিনা, তুই এখানে শুরেছিলি! ও: খোদা রক্ষা করেছেন! সেই
জন্তই আমার হাত অবশ হরে গিছলো! নইলে কি হত! বাকে
কোলে কোরে মানুষ করেছিলুম তাকেই খুন কভুম! সম্রাট, জাঁহাপনা,
এখন আর আমার মরণে ভর নেই; আমার আমিনা বেঁচে থাক—আমার
দপ্ত দিন; আর আমি কোন কথা গোপন করব না।

मात्रा। वन कि श्राइन ?

বাঁদী। জাঁহাপনা, আমি নায়েবিবেগমের বাঁদী; নাদিরাবেগমকে খুন করবার জন্ত তিনি আমায় দশহাজার আশর্ফি পুরস্কার দিতে চেরেছিলেন। অর্থলোভে আমি তাঁর কথার সম্মত হই; কিন্তু খুন ক'ত্তে এসে হাত আমার অবশ হরে যার! তারপর জাঁহাপনা এসে পড়েন! ওঃ খোলা রক্ষা করেছেন, খোলা রক্ষা করেছেন! নইলে এতক্ষণ কি সর্বনাশ হত! আমিনা—আমিন!—মা আমার!

দারা। দিলীর রংমহলে কি উচ্ছ্তালতা! দেখি, এর শেষ কোথার? (বাঁদীর প্রতি) রোশেনারা নাদিরাকে কেন খুন ক'ত্তে চার জানিস?

वानी। विटमव कानि ना, किছू किছू कानि।

माता। कि कानिम वन १

বাঁদী। নাম্নেবিবেগমের আদেশে তাঁরই কক্ষে বাহিরের কোন লোক গোপনে আসত; আজ নাদিরাবেগম তাকে দেখতে পান। শাজাদী তাই এই কাজ কচ্ছিলেন! আমি হলুম তার প্রধান অন্ত্র! আমায় মারুন সম্রাট, আমায় মারুন!

আমিনা। না জেঠামশাই, ওকে নারবেন না—ও আমার মাত্র্য করেছে; সামান্ত বাদীকে প্রাণে মেরে লাভ কি জেঠামশাই ? ও গেলে আমার কষ্ট হবে; ওকে ছেড়ে দিন ?

नात्रा। ना मा, व्यामि अटक किছू वनव ना। या वाँनी, जूरे मुख्नः विख्य नावधान!

[কুর্ণিশ করিয়া বাদীর প্রস্থান।

माता। देक शांत्र?

(হুইজন তাতারণীর প্রবেশ।)

দারা। আমার পাঞ্জা নিম্নে রোশেনারার নিকট যাও, বল বিশেষ প্রয়োজন; আমি তার অপেকায় আছি।

(রোশেনারার প্রবেশ।)

রোশেনারা। অপেক্ষা কর্ত্তে হবে কেন দারা ? আমি নিজেই এসেছি।

দারা। রোশেনারা, তোমাকে কোন কথা বলতে আমি নিজেই লজ্জিত হচ্চি; ত্বণার কথা যে আমার সহোদরা ব'লে তোমার নামের সঙ্গে আমার নাম জড়িত! তোমাকে অধিক কিছু বলতে চাই না; আজ হতে এই আগরায় তোমার আর স্থান নাই; তুমি অন্তত্র বাসের আয়োজন কর; জেনে রাথ অতঃপর তোমার সঙ্গে আমাদের আর কোন সম্বন্ধ নেই!

রোশেনারা। দারা, আমায় হত্যা কর!

দারা। তোমার হতাাই বিধি; কিন্তু না,—রমণীবধে প্রয়োজন নেই; তবে আমার অনুরোধ, জনসমাজে তুমি আর মুখ দেখিও না; তোমার স্থায় পাপিষ্ঠার স্থান মনুয়ুসমাজে হওয়া উচিত ছিল না।

রোশেনারা। দারা, এখনও বলছি আমায় হত্যা কর! এখনও এ হৃদয় একেবারে ভ্রাতৃষ্ণেই বর্জন করেনি—এখনও রমণীর কোমলতা বজ্রের কঠিনতায় পরিণত হয়নি—এখনও তোমার স্বর, তোমার দৃষ্টি, তোমার অধ্যব, রোশেনারার প্রতিছায়া ব'লে মনে হ'চেচ; দারা, এখনও রোশেনারা স্নেহ-শালিনী ভগ্নি; সেই স্নেহেরই বশীভূত হ'য়ে এখনও বলছি—হয় আমায় হত্যা কর, নচেৎ আমায় অপমান করেছ ব'লে আমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাও; আমি তোমায় মার্জনা ক'রে তৃপ্ত হই—আমার হদয়জ্বালার শাস্তি করি।

দারা। তোমায় আমি হত্যা করব না; যদি অপমানই তোমার হৃদয়জালার কারণ হয়, তবে তুমি বেঁচে থেকে তিল তিল ক'রে সে আশুনে পুড়ে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর; নরহত্যাকারিণী গর্জিনীর সেই উপযুক্ত শাস্তি!

রোশেনারা। (স্থগত) এত দন্ত! দারা গর্কের শিখরে, আর আমি—আমি—কোথায়—কত নিয়ে—পদাহতা, অপমানিতা, নরহত্যা-পরাধে অভিযুক্তা, ঘূণিতা, গৃহতাড়িতা, ভিথারিণী! (প্রকাশ্রে) আচ্ছা! বেশ! তাই হোক! দারা, স্বেচায় আকণ্ঠ বিষপান ক'লে! রৌদ্রতপ্ত বালুকাপ্রাপ্তরে যথন বিষের জালায় ছটফট কর্ত্তে কর্ত্তে মৃত্যুত্ঞানিবারণের জন্ম হাহাকার করবে—তথন এই রোশেনারাকে মনে ক'র, তথন এই নরহত্যাকারিণী গর্কিনীকে মনে ক'র, তথন এই উপেক্ষিতাকে মনে ক'র!

(अञ्चान।

পটকেপণ।





দ্বিতীয় অঙ্গ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

-:*:-

শাজাহানের বিশ্রাম কক্ষ।

শাজাহান ও দারা।

শাজাহান। যুদ্ধ তাহলে অনিবার্যা । দারা। বোধ হয়। শাজাহান। তাইতো!

দারা। আপনার আর তাতে ভাবনা কি পিতা ?

শাজাহান। ভাবনা কিসের জিজ্ঞাসা ক'চ্চ দারা ? যে ছংখী তারই ভাবনা। আমার মত ছংখী ছনিয়ায় আর কে আছে; আমার মত ভাবনাই বা জগতে কে ভাবে ? পুত্রের পিতা হলেই তাকে ভাবতে হয়। আবার যথন দেখতে পা'চিচ আমার চারি পুত্রের মধ্যেই অসম্ভাব, সে অসম্ভাবের ফলে সাম্রাজ্য-ধ্বংস অবশুস্তাবী—তথন বিষম ভাবনা ব্যাধি আমায় জর্জারিত করবে না ?

দারা। সব সতা; কিন্তু ভেবে তো কোন ফল নাই। আপনার শরীর ভগ্ন। এ অবস্থায় কোনরূপ মানসিক উদ্বেগ বা রাজ্যচিস্তা আপনার স্বাস্থ্যস্থপের অন্তরায়। আপনি স্থির হোন; আমি চিরদিনই আপনার আজ্ঞাকারী ভূতা। আপনার সাধের ভারতে শাস্তির রাজ্যে অশান্তি আসে আমার তা ইচ্ছা নয়; সহোদরদের প্রতি এখনও আমার শ্বেহ অক্ষুপ্ত; সিংহাসনের জন্ম ভাত্তিচ্ছেদ করা আমার অনভিমত। মোরাদকে ঠাণ্ডা করবার চেপ্তায় আছি; আরঙ্গজেবের সঙ্গে স্থাতা করব বলে সিপিরকে তার কাছে পাঠাচিচ। দেখি কি হয় ?

শাজাহান। রুথা চেষ্টা দারা, কিছুতেই কিছু হবে না—রাজ্যলোভ বড় লোভ!

দারা। পিতা, তাই যদি হয়—আপনার বিশাল সাত্রাজ্যের ভার আমার সহোদরদের হাতে অর্পণ করুন। আমার রাজ্য ধনে আবশুক নেই; আপনার চরণ সেবা কোত্তে পা'ল্লেই আমার জীবন সার্থক হবে।

শাজাহান। দারা, তুমি স্বভাবতঃই যেমন উদারপ্রকৃতি, তার উপযুক্ত কথাই বলেছ। জানি, তুমি বিলাসভোগে উন্মন্ত নও—জানি তুমি চিরদিনই প্রজাহিতাকাজ্জী, ভাতৃবৎসল, পিতৃভক্ত সম্ভান। কিন্তু, বাবা, তুমি ছাড়া এ বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য কাকে দেব ? সাম্রাজ্য যতই বড় হোক না কেন, সিংহাসন এক। অথচ তোমার তিন সহোদর—সকলেই ক্টবৃদ্ধি, মন্মতি। একজনকে সিংহাসন দিলে অপর চজন রাজ্যে মহা অশাস্তি উৎপন্ন কোরবে। অম্বথের রাজ্যে, অত্যাচারের পীড়নে অগণিত রাজভক্ত প্রজা উৎপীড়িত হতে থাকবে—প্রবল বহ্লিশিখার মত বিজোহবহ্লি জলে উঠবে—মহাকাল গৃহ বিবাদের রূপ পরিগ্রহ কোরে এই বিপুল মোগল সাত্রাজ্যকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করবে। এই ছাড়া অন্ত কোনক্ষণ পরিণাম হতে পারে না। এক সিংহাসন দিয়ে তোমার তিন সহোদরকে

কথনই সম্ভষ্ট কত্তে পারবো না। বৃদ্ধ হয় হোক—অশান্তি আসে আস্ত্রক; ধার্ম্মিক তুমি—তুমিই আমার সিংহাসনের অধিকারী। ধর্ম তোমার রক্ষা করবেন।

(দূতের প্রবেশ।)

দূত। গোলকুণ্ডার স্থলতান শাহানশা বাদশার সাক্ষাৎকামনায় এসেছেন।

শাজাহান। সেলাম দাও।

| কুণিশ করিয়া দুতের প্রস্থান।

অসময়ে গোলকুণ্ডাধিপতি এখানে কেন ?

দারা। বোধ হয় সম্রাট অস্তস্থ শুনে এসেছেন। শাকাহান। না—আমার বোধ হয় সংবাদ ভাল নয়।

(স্থলতানের প্রবেশ।)

কি সংবাদ স্থলতান সাহেব ?

স্থাতান। জনাব, আপনার অধীনস্থ এই ক্ষুদ্র সামস্তরাজা বিপন্ন হোয়ে আজ আপনার শরণাগত। তাকে রক্ষা করুন জাঁহাপনা ? গোলাম পুরুষপুরুষানুক্রমে মোগলসমাটের অনুগ্রহ পেয়ে আসছে। আপনার কাছে অভয় পেলে ভতা কাকেও ভয় কোরবে না।

শাজাহান। সে কি, কি জন্ম বিপন্ন হোমেছ রাজা ? কেউ তোমায় আক্রমণ কোরেছে ?

স্থলতান। এখনও করেনি জাঁহাপনা—কিন্তু শাজাদা আরঙ্গজেব আমায় গোলকুণ্ডা ত্যাগ ক'ত্তে আদেশ দিয়েছেন। যদি আমি ত্যাগ না করি তবে গাঁঘ্রই তিনি আমার রাজ্য আক্রমণ করবেন। শাজাহান। এমন ব্যাপার! তুমি কি কোরবে ঠাউরেছ?

স্থাতান। গোলাম কিছুই জানে না—তাই সে জাঁহাপনার আশ্রয় নিতে এসেছে। সামান্ত একজন সামস্ত রাজা হয়ে সম্রাটপুত্রের বিরুদ্ধে অস্বধারণ কোল্লে স্থাটের কাছে নেমকহারামি করা হবে। ভূতা কথ-নও তা কোত্তে পারবে না। এতে যদি গোলকুগুার স্থলতানকে ম'ত্তে হয় তবে সে তাতেও প্রস্তুত আছে। জনাব গোলামকে না রক্ষা ক'লে কে রক্ষা কোরবে জাঁহাপনা থ

শাজাহান। আছে। তুমি যাও—যাতে তোমার কোন ক্ষতি না হয়, আমি তার চেষ্টা করব।

স্থাতান। দিল্লীখরের অন্তগ্রহে স্থাণতান আজ নিশ্চিম্ভ হল।

[কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান।

শাজাহান। দেখ দারা, কাকে সিংহাসন দেব ? আমার জীবদ্দশাতেই আমার সন্তানের এতদ্র স্পদ্ধা ? অধীনস্থ রাজগুবর্গকে কোথায় আমরা রক্ষা করব, না তাদের বিপক্ষে অস্থধারণ—তাদের রাজা কেড়ে নিয়ে আব্দালন! তাদের কুদ্র ক্ষমতা থর্ক কোরে গর্ক করা! এই কি সম্রাটপুত্রের উপযুক্ত কাজ ? এর চেয়ে দস্যাতস্তর হত্যাকারী হওয়া ভাল।

দারা। যদি না বুঝেই আরঙ্গজেব এরূপ কোরে থাকে, তাকে বুঝিয়ে বলুন না পিতা ?

শাজাহান। কাকে বোঝাব ? সে কি ক্ষুদ্র শিশু ? যার উপর এক প্রকাণ্ড জনপদের ভার অর্পণ করেছি—তাকে আবার বোঝাব কি ? রাজ্যলোভে সে উন্মন্ত, জ্যেষ্ঠকে মেরে—পিতৃহত্যা করে—যে কোন উপায়ে হোক রাজ্যলাভই যার জীবনের একমাত্র মূলমন্ত্র, সে এখন আর শিক্ষা দীক্ষার আয়ন্তাধীন নাই।

দারা। তবে পিতা কিরূপ করবেন ?

শাজাহান। কি করব ? দাক্ষিণাত্যের শাসনভার আরঙ্গজেবের হাত থেকে কেড়ে নেব। যার ভয়ে আমার কোটি কোটি প্রজা স্থথে আহার নিদ্রা যেতে পারবে না—সেরপ পুত্রে আমার প্রয়োজন নাই। তাকে আমি এক অঙ্কুলি পরিমাণ ভূমিও দান করব না।

দারা। পিতা, আপনাকে উপদেশ দি, আমার এমন জ্ঞান নাই—
তথাপি বলচি ও সংক্ষা তাগে করুন। হতে পারে আরঙ্গজেব তুর্বিনীত
ও রাজশক্তির অপলাপকারী; কিন্তু পিতা, চিরদিন মন কথনও একভাবে থাকে না। তার মনেরও হয়ত পরিবর্ত্তন আসবে। ভাগাবলে
আমরা দেবতুল্য পিতা পেয়েছি। আপনি সকলকেই ক্ষমা কোরেছেন
—সকলেরই ভবিষাতের পানে চেয়ে বর্ত্তমানের অপরাধ মার্ক্তনা
কোরেছেন। কে জানে আমার সলোদর একদিন আত্মক্বত তৃহ্বশ্মের জন্ত অঞ্চনোচন কোরবে না ? তার প্রতি এখন কঠোর হলে হয়ত সে
অধিকতর তৃহ্বার্থা প্রবৃত্ত হবে; তাই বলি পিতা সহোদরকে মার্ক্তনা
কর্মন।

শাজাহান। প্রাণাধিক, তোমার কথাই গ্রহণ কল্পম। এখন তুমি আর আমার পুত্র নও, আমিই তোমার পুত্র। তুমি আমার সমস্ত হারম্বর রাজ্য অধিকার করে আছ। তোমার মত পুত্রের কথানত কার্য্য ন। ক'ল্লে পিতার কর্ত্তরপালনে আমার ক্রটা হবে। উপস্থিত গোলকুণ্ডা-পতিকে রক্ষা করা আবশুক; তিনি আমাদের শরণাগত।

দারা। শরণাগতকে রক্ষা করা অবশুই কর্ত্তব্য। আমার ইচ্ছা সিপির গিয়ে আরঙ্গজেবকে আপনার আদেশ জ্ঞাপন করে। তা হলেই যথেষ্ট হবে; আপনার আদেশের বিরুদ্ধে আরঙ্গজেব কোন কাজ ক'ত্তে সাহস করবে না।

শাজাহান। বেশ তাই হোক। এই যে সিপির আসছে।

(সিপিরের প্রবেশ।)

সিপির। দাদামশাই, আমি দৌলতাবাদ যাচ্ছি—ভাই আপনার কাছে বিদার নিতে এসেছি।

শাজাহান। বেশ যাও—কিন্তু একদল উৎকৃষ্ট সৈনিক নিয়ে যেও। আমার ভয় হয় পাছে তুমি সেথানে গিয়ে বিপন্ন হও; সঙ্গে যোদ্ধা থাকলে বিপদের ভয় কম হবে।

সিপির। না দাদামশাই, তাঁর কাছে সৈন্তসামস্ত নিয়ে আমি যাব না। কলহ করা আমার অভিপ্রায় নয়; অথবা তিনি যাতে আমায় শক্রভাবে দেখেন শেরূপ ভাবেও আমি সেথানে যেতে ইচ্ছা করি না। এও আমার ঘর, সেও আমার ঘর।

দারা। আমার ইচ্ছা সিপির এই ভাবেই যায়; হুই একজন অনুচর বাতীত আর কারো যাবার প্রয়োজন নেই।

শাজাহান। তাই যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমার তাতে আপত্তি নেই। সিপির, তুমি ছেলেমানুষ, বড় গুরুতর কাজে যা'চচ—থুব শক্ত হবে। তুমি যে কাজের জন্ম যা'চচ, তার উপর আর একটা গুরুতর কার্যাভার তোমায় নিয়ে যেতে হবে।

সিপির। অনুমতি করুন।

শাজাহান। এখনই তোমার হত্তে আরঙ্গজেবকে একথানি পত্র দেব। সে গোলকুণ্ডা কেড়ে নিতে চার; আমার তা ইচ্ছা নয়। যাতে সে ওরূপ গহিত কাজ না করে তাই কোরো।

সিপির। অবশ্য কোরবো।

শাক্ষাহান। আমি পত্র পাঠিয়ে দিচ্চি; দারা আমার দক্ষে এসো।
[শাক্ষাহান ও দারার প্রস্থান।

সিপির। (স্বগত) গুরুতর কার্যো যাচিচ; থোদার মনে কি আছে কিছুই জানি না। আমিনার কাছে এখনও বিদায় নিইনি; সরলা বালিকা! আমি গেলে হয়ত কত কাতর হয়ে পড়বে। কিন্তু কি করবো—উপায় নেই; মেহ অপেক্ষা কর্ত্তবা ঢের গুরুতর।

(আমিনার প্রবেশ।)

আমিনা। সেজে গুজে কোথায় যাবে ভাই ?

সিপির। দৌলতাবাদ।

আমিনা। কখন যাবে সিপির ?

সিপির। এখনই।

আমিনা। আঁা, সেকি । আগে আমায় বলতে হয় १

সিপির। কেন, একদিন তো আমি তোমায় বলেছিলুম।

আমিনা। সে একটা কথার কথা, বেশ পরিষ্কার কোরে বলতে হয় ?

সিপির। কেন আমিনা, তাতে তোমার লাভ ?

আমিনা। লাভ অনেক; আমি তাহলে যাহোক একটা বাবস্থা ক'ভুম।

সিপির। কিসের ব্যবস্থা আমিনা ?

আমিনা। সময় কাটাবার।

সিপির। কেন, আমি না থাকলে কি তোমার সময় কাটান দায় হয় ?

আমিনা। তা জানিনে, তবে কি একটা হয় বটে ; দিন রাত্তিরগুলো সব যেন প্রকাণ্ড হোয়ে যায়, আর আমি তার মধ্যে একা!

সিপির। কেন আমিনা, আমি না থাকলে তুমি কি থেলাগুলা কর না—ভাল কোরে থাও না—মনের স্থে ঘুমাও না ১ আমিনা। সব করি, কিন্তু সবই থাপছাড়া রকম হোরে পড়ে; থেলতে গিরে মাথাটা কেমন গুলিয়ে যায়; থেতে বসে কোনটা থেতে কোনটা থাই মনে থাকে না; যুমোতে গিয়ে মাথা মুগু আবল তাবল ছাইভন্ম কি যে তাবি তার ঠিক নেই—যুম তাঙ্গলে ঘুমিয়ে উঠলুম না তেবে উঠলুম—তা ব্রতে পারিনে; আবার গান গাইবার সময় সব চেয়ে মুস্কিল! গানটা বড় তালবাসি কিনা? তাই ঐ জিনিসটা সবার চেয়ে আমায় কপ্ত দেয়। গাইতে গেলেই শরীর কেমন এলিয়ে পড়ে—মনটা কেমন কোত্তে থাকে—স্বপ্তলো যেন বাতাসের ঘায়ে এলোমেলো হ'য়ে আমায় ছেড়ে পালিয়ে যায়—মনের ছাথে আমি তথন কাঁদতে বসি।

গীত।

এই ত প্রাণ দিয়েছি!
আমার মন প্রাণ যাহা ছিল সব তারে সঁপেছি।
তারে দেখে নাহি মিটে সাধ;
না দেখিলে পরমাদ,
(আমার) মিলনে বিচ্ছেদে জ্বালা—
কেন এ প্রেম করেছি।
(আমি) আপনি অনল জেলে তাহে প্রাণ ফেলেছি॥

(থোজার প্রবেশ।)

থোজা। শাহানশা বাদশার পত্র আছে। সিপির। দিয়ে যাও (পত্র গ্রহণ)।

[কুনিশ করিয়া খোজার প্রস্থান।

আমিনা। কিসের চিঠি সিপির ?

সিপির। সম্রাট পিতৃব্যকে লিখেছেন—যাতে তিনি গোকুণ্ডা বাজে-য়াপ্ত না করেন। স্থলতান বাহাহর আজ সমাটের শরণাগত হোমেছেন। আমি পিতৃব্যকে সমাটের পত্র দিয়ে সব কথা খুলে বলব—আর যাতে তিনি পিতার সঙ্গে স্থাতা করেন তারও চেষ্টা করব; পিতার তাই ইচ্ছা।

আমিনা। জোঠতাতের তাই ইচ্ছা! সেই জ্বন্ত তুমি যাচ্চ? তাঁর আদেশ মাথায় করে নিয়ে এখনই যাও সিপির।

সিপির। যাব—কিন্তু পা যে উঠছে না আমিনা! তুমি ভাববে— কাঁদবে—আমার যে কণ্ঠ হবে ভাই ? আমি থাকতে পারবো কেন ?

আমিনা। না—না, আর ভাববো কেন? আর কাঁদবো কেন? তুমি একটা বড় কাজে যা'চচ; তাতে আমার ভাবনা আসবে না।

সিপির। কেন, এই যে তুমি ব'লে আমায় ছেড়ে থাকতে তোমার মন কেমন করে ?

আমিনা। তথনত বলনি যে তুমি এত বড় একটা কাজে যাঁচে! আমি মনে কল্লুম, আমার কাছে ভাল লাগে না বলে বুঝি তুমি একটু হাওয়া থেতে যাঁচে। তাই বলেছিলুম, আর বলবো না। যাও সিপির, শীঘ্র যাও; নায়েবিবেগম পিতৃবাের কাছে যাওয়া পর্যান্ত আমার মন বড় থারাপ হায়েছে। তার মনে কি আছে জানি না; তুমি পিতৃবাের কাছে গেলে হয়ত ভালই হবে। আমার জন্ম ভেবো না; আমি বেশ আছি—বেশ থাকবাে। এখন এসাে যাই;

িউভয়ের প্রস্থান।

দিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথপার্শ্বে কুটীর।

আরামদাস বাবাজী।

আরামদাস। (স্বগত) লোকে হাঁড়ি কাড়ে, সরা কাড়ে—আর আমি কাড়ি নাম ! বাপ মা ত সেই ছেলেবেলা ভাতের সময় একবার পাঁজি পুঁথি দেখে লছমন দাস নাম রেখেই চুপ। তারপর কতকাল কেটে গেল—মা বাপও কৃড় ৎ ফুড় ৎ কোরে সটকে পড়ল; বুড়ো বুড়ীকে আশীর্কাদ কোরে হবেলা হুমুঠো যা চলছিল—তাও ক্রমে বন্ধ হয়ে গেল। গাঁষের লোকে আর লছমন দাসকে আমল দিলে না। কাজেই হতচ্ছাড়া গাঁ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে *হল*। কত নতুন নতুন নাম কাড়তে লাগলুম <u>!</u> তার কাছে একুফের সহস্র নাম কোথায় লাগে বাবা ৷ কিন্তু, বলতে तिहै, मर नाम खालाहे किছू ना कि<u>डू</u> कांक निरम्न ; जत हाँ कि कांक्र যেমন একটা আধটা উংরোয় না, আমারও তেমনি সেই গণ্ডা গণ্ডা নামের মধ্যে একটা আধটা ফেঁসে গেছে। তা সেটা নামের দোষ কি গায়ের দোষ তা বলতে পারিনে ৷ যা হোক, বেছে গুছে এবার যা নাম কেড়েছি তাতে জয়জয়কার ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। আহা, কি নাম! আরামদাস বাবাজী। একে বাবাজী—তাতে আবার জ্যোতিষী। সোণায় সোহাগা আর কি। কিন্তু হুংথের মধ্যে এতদিনেও একটা বাঘভালুক ঘাল ক'ত্তে পালুম না ? যাহোক, ভাগাড়ে একটা এসেছে—দেখি কি হয় 🕨 (দূরে কথেকজন গ্রামবাদীকে আসিতে দেখিয়া) ঐ, যতশালা চুনোপুঁটির আমদানী হ'চেচ ৷ ভাল আপদেই পড়লুম !

(গ্রামবাসীদিগের প্রবেশ।)

২ম গ্রামবাসী। প্রণাম বাবাজি!

সকলে। প্রণাম হই ঠাকুর মশাই!

১ম গ্রামবাসী। বাবাজি, চপ কোরে রইলে যে ?

আরামদাস। (স্বগত) এই রে, মাটি কোরেছে; বিস্থে ছিরকুটে গেছে দেখছি।

ুম গ্রামবাসী। ভাবছ কি বাবাজি ?

আরামদাস। ভাবছি, গ্রহতারা, চক্র সূর্য্য, সপ্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড! এ সব আর তোমরা কি বুঝবে বল ?

২য় গ্রামবাসী। তা নাই বুঝলুম; কিন্তু এ সব কি ব্যাপার বাবাজি ? যা গুণলে, ঠিক তার উল্টো ঘটল ? তোমার পেট ভরিয়ে কি আমার এই হল ?

আরামদাস। পেট আর ভরল কোথায় বাবা—এই দেখ, খোলের ভেতর ঢুকে গেছে।

ংয় গ্রামবাসী। ও দেখে আর আমার লাভ কি ? বলি, আমার পয়সাগুলি থেলে ত ?

আরামদাস। রামচক্র! ধাতৃ ভক্ষণ! আমার কুষ্টিতে কথন লেখেনি বাবা! আমার শুষ্টিতেও কথন তা করে নি।

২য় গ্রামবাসী। কথা নিয়ে একি কেঁড়েলেমী আরম্ভ ক'ল্লে বাবাজি ? ঠিক কোরে বল দেখি, আমার অদৃষ্টটা গুণে বলেছিলে কি না ?

আরামদাস। ইা, তা কি হয়েছে ?

২র গ্রামবাসী। হরেছে চূড়াস্ত! তুমি বল্লে তোমার ক্রিয়ার জোরে তিন রান্তিরের মধ্যে আমার দেইজীর ঘরে আগুন লাগবে—তাদের গিলির মুখ দিয়ে রক্ত উঠ্বে—আর তাদের সম্পত্তি আমি হাতিয়ে নেব। হবি ত হ—ঠিক তার উল্টো! সে বেটার কাল বাড়ীর বনেদ কাটা হল; গিরিমাগীর ত দেমাকে মাটাতে আর পা পড়ছে না; আমার পরিবার তার কাছে চারটা চাল চাইতে গিছলো—মাগী এমন তাকে ছমকি দিয়েছে যে বাড়ী এসে একেবারে সাতথানা তোষক মুড়ি দিয়ে ভূঁইকম্প জর! এখন বাঁচে কিনা বলা যায় না! এদিকে কালরাতে ঘরে ঘটাটে বাটিটে যা ছিল, সিঁদ কেটে চোরে চুরি কোরে নিয়ে গেল! একি গুণলে বাবাজি ?

আরামদাস। তা ঠিকই হয়েছে। বাবা, ছনিয়াথানা কি কেবল ফ্রিকারে চলে! ফাঁকা আওয়াজে কি বাঘ ভারুক ঘাল হয় ?

>র গ্রামবাসী। ফাঁকা আওয়াজ কি রকম १

আরামদাস। নয় ! তুমি একটা লোকের সর্বনাশ করবার জন্তে
আমার কাছে এলে; তার সপিণ্ডিকরণ করবার মতলবে কায়ক্রেশে দিলে
একখানি চাঁদি। এদিকে আমাদের দেবতা হ'ল তেত্রিশকোটি। কমবেশা
ক'ত্তে গেলেই ফাঁপরে পড়তে হবে। কাজেই ক্রিয়ায় ব'সে চাঁদিখানি
তেত্রিশকোটি ভাগ ক'ত্তে হল। সব দেবতার ত আর এক জায়গায় বাস
নয়। কাজেই ওল্লারনাথকে স্মরণ কোরে সেই তেত্রিশকোটি চাঁদির
ত্র্ডেরা বাতাসে ছেড়ে দিলুম। সব জায়গায় ত আর বাতাস সমান্
বইছে না। হয়ত চাঁদির ভাঁড়ো সব জায়গায় পৌছায় নি! কাজেই
কোন দেবতার কোপে পড়ে তোমার বরাতটা বিগড়ে গেল! নইলে
ঠিক হত।

>ম গ্রামবাসী। আছো বাবাজি, ওর বেলা ত ঐ বললে—আমার কি হল বল দেখি ? আমার বৌটাকে ছেলে হবার ওযুদ দিলে; তিন দিন পার হল না—-বউশুদ্ধ কূপোকাং! এই স্থাথো না, মাটি দিয়ে আসছি। আরামদাস। তবে ত ঠিক হয়েছে; তোমার ত জবর বরাত! ওবুদের জোরে শীগ্গির আর একথানি বউ পা'চচ—আর দেখে নিও, এবার বছর বছর জোড়া ফল ফলতে থাকবে! বেশী নয়, পাঁচ বৎসরের মধ্যে তোমাকে এক প্রকাণ্ড হাসের পাল নিয়ে এথানে আসতে হবে।

১ম গ্রামবাদী। অত হলে খাওয়াব কি বাবাজি ?

আরামদাস। তবে কমিয়ে দেব।

১ম গ্রামবাসী। হাঁা, সেই ভাল, সেই ভাল; ছ একটী—বেশী নয়। আরামদাস। তাই তাই।

১ম গ্রামবাসী। বাবাজি, এবার বৌটী হবে কেমন ?

আরামদাস। তোমরা যে হাত ক'সে রাথ, কি বলি বল ? তিন দিন যদি ক্রিয়া করি ত দেখবে আকাশের চাঁদথানা তোমার উপর খসে পড়বে!

১ম গ্রামবাদী। আহা বাবাজি, তাই করো! এই নাও, কিছু রাবড়ী মালাই খেও; চার হাত এক হলে আরো কিছু দেব।

২য় গ্রামবাসী। দূর দূর, এই না পরিবারকে কবর দিয়ে এলি— এরই মধ্যে বিয়ের কথা। ভূই বেটা চাঁড়াল ?

>ম গ্রামবাসী। আর তুই বেটা ভারি সাধু? তিন দিন আগে যে ুভোর পরিবারশুদ্ধ লোকজনকে থেতে দিয়েছে—তার ঘরে আগুন জালাবার জন্মে এথানে এসেছিস ? দূর বেটা খুনে ?

২য় গ্রামবাদী। আমি খুন কোরব তোর কি?

১ম গ্রামবাদী। আমি বিয়ে করব তোর কি ?

তয় গ্রামবাসী। কি সব খুনখারাপির কথা কচিচস ? ওদিকে দেখচিস, একটা হোমরাও চোমরাও আমীর ওমরাওয়ের মত কে এদিকে আসছে।

২ম গ্রামবাসী। আঁগ-সেকি।

সকলে। তাইতো—তাইতো!

সকলে প্রস্থানোমত।

্ ১ম গ্রামবাসী। (আরামদাদের প্রতি) বাবাজি, ক্রিয়া কোরো; দেখো, এবার যেন যেমনটা বল্লে—

व्यातामाम । निन्छत्र--निन्छत्र ।

্ আরামদাস বাতীত সকলের প্রস্থান।

গীত।

যোগে জাগে তাগে বাগে বোকা মানুষগুলো ভূলিয়ে খাই।

নেশার জোরে ফিকির কোরে দিন ছুপুরে চাঁদ ওঠাই ॥

(জিহ্ন আলির প্রবেশ।)

জিহন। চুপ-চুপ; আরামদাস ও কি ও ? বলি, বাঁচতে চাও না মরতে চাও ?

আরামদাস। মরব কেন দাদা, এখন যে চের সাধ আহলাদ বাকী! এখনও পঞ্চাশে পা পড়ে নি; স্বতরাং যে বাবাজিনীটা গোলকধামে গিয়েছেন তাঁর স্থানে আর একটাকে কাড়তে হবে! আবার ঘর হবে—বাড়ী হবে—হাতী হবে—ঘোড়া হবে—ভোগ হবে—স্থ হবে—ছেলে হবে—পিলে হবে! মরব কি দাদা ? দাঁড়াও যত বড়টা হয়েছি আর এত বড়টা হই—তারপর ও সব অলক্ষণের কথা কয়ো।

জিহন। সে প্রার্থনা আর কোরো না আরামদাস। লম্বার চওড়ার

এখন যা দাঁড়িয়েছ, এর ত্গুনো হলে তুনিয়ায় থাকা না থাকা সমান হবে ভাই ? বাপ ; তুটো আরামদাস একেন্তর হলে সৃষ্টি বোধ হয় উল্টে যাবে !

আরামদাস। ভূল বুঝচো দাদা—আমি গভরের কথা বলচি না— বন্ধসের কথা বলচি! আমার কি ইচ্ছা জান, হাতীর মতন যেমন গভরথানি হয়েছে, তেমনি বয়স্থানিও হোক—ভারপর দেহাস্তের কথা ভাবা যাবে। এথন মরব কি ভারা ?

জিছন। তবে কেন এই সব চুনোপুঁটীর লোভে রুই কাতলার আশা ছাড় ?

আরামদাস। না-না, তা ছাড়ব কেন ?

জিহন। এমন ক'ল্লে তুমি না ছাড়লে পেয়াদায় ছাড়াবে যে !

আরামদাস। কেন দাদা, কি বেআরিনী কাজ ক'চিচ!

জিহন। কি না ক'চচ বল? তুপরসার লোভে এই সব মুটে মজুর ধরে যে ভাঁড়ামি ক'চচ—শাজাদা যদি তা টের পায়, তা'হলে কি আর সেধানে করে পাবে?

আরামদাস। বটে! তা জিহন ভায়া, তুমি যা বলবে—আমি তাতেই রাজী! সত্যি কথা বলতে কি, যত শালা ভাঁড়ে মা ভবানীর জালায় অস্থির পঞ্চানন হয়েছি!

জিহন। তবে আমার সঙ্গে এগো! কোন বেটার সঙ্গে আর দেখা কোরো না। নাম ধাম সব বদলে ফেল ? হিঁত থাকা আর চলবে না; মোরাদের কাছে কি বলে পরিচয় দিয়েছ ?

আরামদাস। তা দাদা, অত ত ব্ঝিনি—শাজাদাকে বলেছি— আমি আরামদাস বাবাজী—থাস বদরিকাশ্রমের আমদানী; এখন উপায়? জ্বিহন। আচ্ছা, তার ব্যবস্থা হবে এখন। তোমায় কিন্তু খুব হুঁসিয়ার হয়ে চলতে হবে। শাজাদার সঙ্গে কথাবার্তা করে যা বুঝলে তাতে কি বোধ হয় বাগাতে পারবে ?

গীত।

তারে জিন্বো আপন জোরে। আমার বিভাবলে কথার ছলে সে থাকবে ঘুমের ঘোরে॥

দখা তুমি আত্মারাম,
আমারে হ'ও না বাম,
আমায় এনে দিও অন্দি সন্দি ফিকির ফন্দি কোরে।
এদো কোলাকুলি গলাগলি করি চোরে চোরে॥

তৃতীয় গৰ্ভাঙ্ক

যমুনাতীরে পদচারণে নিরত মৌলানাশা।

মৌলানাশা। (স্বগত) স্থান্ত গগনপ্রান্তে ঐ একটা একটা করে তারকা ডুবছে। তারা এ দেশে অদৃশ্য হ'চেচ—আর এক দেশে দেখা দেবে বলে। কি স্থান্তর শৃদ্ধালা! ভূভূবঃ স্বর্লোক জনমহতপোলোক অসীম আকাশে অসংখ্য গ্রহ তারা সবই তাঁর ক্রীড়াকল্ক—সবই তাঁর নির্মশৃদ্ধালে শৃদ্ধালিত। এক স্থতার সবই গাঁথা—তাই চেতনে অচেতনে এত মাথামাথি—জ্ঞীবে জড়ে এত ভাব! কেউ কারুকে ছেড়ে থাকতে

পারে না—কেউ আপনাতে আপনি পূর্ণ নয়। এই বিশ্বব্যাপী বন্ধ আছে বলে চক্র সূর্যোর আকর্ষণে সাগরবক্ষ ফীত হয়—জ্যোৎসালোবে কুস্থমের হাসি দেখা দেয়—আকাশের তারা পৃথিবীর মান্থমের থবর রাখে। জ্যোতির আধার জ্যোতিষ্কমণ্ডলি! কক্ষে কিংক্ষ আবর্ত্তনশীল গ্রহনিচয়! একি সংবাদ দিয়ে গেলে! শাজাদার নিয়তি কি এতই নিদারুণ!

(দারার প্রবেশ।)

দারা। কি ফকার, তন্ময় হয়ে কি ভাবছ ? মৌলানাশা। কে শাজাদা। এমন সময় এখানে কেন ?

দারা। আমার জাবনাকাশে ঘন ক্লঞ্চ মেঘের রাশি দেখা দি'চেচ; শৈশবের সহচর, বালোর সহপাঠি আনার সংহাদরেরাই এখন আমার প্রতিবন্দী। শুধু আমার বলি কেন—রোগজীর্গ, চিস্তাক্লিষ্ট, জীবনের প্রান্তনীমায় উপনীত পিতারও প্রতিঘন্দী! তাঁর জীবদশাতেই তারা সিংহাসন লাভের জন্ম লোলুপ। বিপুল বাহিনী সমাবেশ করে তারা ময়ুর তক্ত ছারখার ক'ত্তে আসছে। এই উত্তালতরঙ্গময় বিপদবারিধির বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে মন বড় চঞ্চল হয়েছে। তাই ছুটে তোমার কাছে এলুম।

মৌলানাশা। একি কথা শাজাদা, ঝড় না উঠতেই নৌকা ডুবি! স্থাবের কোলে পালিত তুমি—নিস্তরঙ্গ স্বচ্ছ সরোবরে ফুল্লকমলসদৃশ স্থাময় জীবনের স্থাবের ছবিই দেখেছ; কিন্তু জীবনের যে আর একটা দিক আছে তাত এখনও দেখনি। তুমি দেখেছ শুধু স্থিকরোজ্জল দীপের নেত্র-তৃত্তিকর কোমল রিমা; কিন্তু যে তমোরাশি সেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শিখাকে বেষ্টন করে আছে, তার সন্ধান এখনও পাওনি। জলভারাবনত নব নীরদমালার বক্ষে ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক প্রভা দেখে তৃপ্ত হয়েছ—কিন্তু যার

বুকে ঐ বিহাতের থেলা—সেই মেঘমালার তন্ত্ব কি নিতে হবে না ভেবেছ ? ভূমি চাও আর না চাও—পার আর না পার—সে নিজেকে নিজে দেখাবেই দেখাবে!

দারা। তাতে আমি পশ্চাংপদ নই; উপস্থিত গণনায় কি পেলে ফকীর ?

মৌলানাশা। শুনে কি করবে १

দারা। নিজের শক্তি পরীকা।

মৌলানাশা। তবে শোন ; কিছু গোপন করব না। তোমার ভবিয়ুৎ ভয়াবহ।

দারা। তাতেই বা ক্ষতি কি—আমি নিজের জন্ম চিস্তিত নই; হলইবা অদৃপ্ত বিষাদভরা—ভাবী জীবন অন্ধকারময়; আঁধারে কি আলো ফোটে না—বিষাদের নাঝে কি আনন্দের উৎস ছোটে না ?

মৌলানাশা। এইত তোমার উপযুক্ত কথা। দারুণ দৈবের প্রতিকার উদাসীত্তে নয়—বিনিদ্র কর্মান্তপ্তানে। তুমি পুরুষ—পুরুষকারে ভর দিয়ে দাড়াও; তুমি কন্মী—কর্মসমূদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়।

দারা। সব হবে ফকীর, কিছুই বাকী থাকবে না। একটা বড় ভাবনা হয়, সে ভাবনা শান্তিপ্রিয় কোটি কোটি প্রজার জন্ত ; এ ছন্ত্রের পরিণাম কি তা দিবাচক্ষে দেথতে পাচ্ছি। কত সংসার উৎসর যাবে— কত জনপদ জনশৃত্য হবে—কত গ্রাম নগর শ্মশান হবে। কলহ আমা-দের ভাইয়ে ভাইয়ে; এর নিমিত্ত জলস্রোতের মত নিরীহ হিন্দু মুসল-মানের রক্তস্রোত কেন ছুটবে বলতে পার ফকীর ?

মৌলানাশা। একি কেবল তোমাদেরই গৃহবিবাদ ? না না—এ বে জীবন মরণের দ্বন্ধ; এরই ফলাফলের উপর মোগলের উত্থান পতন নির্ভর ক'চেচ। দেখতে পা'চ্চ না—রক্ত পতাকা উড়িয়ে উন্মুক্তকপাণহস্তে ঐ তোমার সহোদরেরা মোগলকে বিনাশের পথে নিয়ে যাবার জন্ত আহ্বান ক'চেচ ! এ মহাধ্বংসের গতি রোধ করবে কে ? এই স্থিতি-লয়ের সদ্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে প্রলয়ের সামনে বুক পেতে দেবে কে ?—এই মহা সয়টে আপন ভূলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'ত্তে অগ্রসর হবে কে ? ভূমি—ভূমি—ভূমি; তোমাকেই একাজ ক'ত্তে হবে—এক্ষেত্রে ভূমি একা—ভূমি অদিতীয়—ভূমি প্রতিদ্বনীশৃন্তা।

দারা। এত উচ্চস্থান কেন আমায় দি'চ্চ ফকীর ? ভালবাস বলে কি ?

মৌলানাশা। সতাই তুমি আমার স্নেহের পাত্র। কুটারবাসী আমি—আমি শাজাদাকে ভালবাসি—এও একটা রহস্ত। কিন্তু ভালবাসি বলে তোমায় বড় মনে করি না। তোমায় বড় দেখি, তুমি জেতা বিজিতের প্রভেদ ভূলে গেছ বলে—ইসলাম ধর্ম্মের মর্য্যাদা অক্ষুপ্ত রেথে হিন্দুকে সম্মান ক'ত্তে শিখেছ বলে—হিন্দুর গৈরিকবসনের গৌরবগরিমা উপলব্ধি ক'ত্তে পেরেছ বলে। অদৈতবাদী দারা, অপক্ষপাতী দারা, গুণগ্রাহী দারা—শুধু শাজাদা দারা অপেক্ষা ঢের বড়, ঢের মহৎ! তাই তোমার কাছে অনেক আশা করি—তোমার উপর অনেক ভরসা রাখি।

দারা। বুঝতে পাচ্চি সব, কিন্তু এরই মধ্যে শয়তানের থেলা আরম্ভ হয়েছে; অর্থের মোহ, প্রভূত্বের প্রলোভন দাবাগ্নির মত ছড়িয়ে পড়চে; কাল যারা অনুগত ছিল আন্ধ তারা বিশ্বাসঘাতক, কারো উপর নির্ভর করা চলে না; কাকেও একটা কান্ধের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার যো নেই। মোরাদের কাছে একজনকে পাঠাতে হবে; কিন্তু কাকে যে পাঠাই তা ঠিক কত্তে পারিনি।

মৌলানাশা। ছটে যথন দল বাঁধে তথন ধার্ম্মিকেরও বলর্দ্ধি করা আবশুক। তুমি যেথানে যত আমীর ওমরাহ আছে, সন্দার জায়গীরদার

আছে, সামস্ত ও করদ রাজ। আছে—সমাটের নামে স্বাইকে আহ্বান কর। আর নিশ্চেষ্ট থেকো না; আজথেকে আমারও ফকীরি ঘুচল—আমিই মোরাদের সঙ্গে দেখা করব। তারপর হিন্দুস্থানের ঘরে ঘরে যাব—জনে জনের হাতে ধরে বোঝাব—দেখি মোগল পাঠান জাগে কি না; হিন্দুর অন্তর সাড়া দেয় কি না। তোমার সাম্যমন্ত্রের শক্তি পরীক্ষার দিন এসেছে; তোমার স্থাগীতির মহিমা নির্ণয়ের সময় উপস্থিত হয়েছে; বৃথা সময় কাটিও না; কম্ম—কর্ম্ম ক্রমে ডুবে থাক—কর্মেমজে থাক—কর্মেই জীবনের সম্বল হোক!

প্রস্থান।

দারা। ধন্ত আমি, তোমার সঙ্গ লাভ করেছি।

প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মোরাদের কক।

(আরামদাসের হাত ধরিয়া মোরাদের প্রবেশ।)

মোরাদ। বাবাজি, তুমি বেশ লোক; যা গুণেছ তা ধদি লেগে যার।
আরামদাস। যদি কি জাঁহাপনা—লেগে গেছে।
মোরাদ। ঠিক?

আরামদাস। নির্ঘাত।

মোরাদ। কি কোরে জানতে পা'ল্লে আরামদাস?

আরামদাস। ঐটা বলতে পারবো না হজরং—তবে এই পর্যান্ত বলতে পারি যে শাজাদার সঙ্গে দাগাবাজী ক'ল্লে আরামদাসের মাথাটা থাকবে না। গণনায় কিছুমাত্র সন্দেহ থাকলে জাঁহাপনার কাছে কথনই আসতুম না।

মোরাদ। ঠিকইত—ঠিকইত। বলত বাবাজি, তোমার আস্তানাটা কোণায়—জেনে রাথা ভাল।

আরামদাস। সিদ্ধ পীরের দরগায়।

মোরাদ। হিঁহ হয়ে পীরের দরগার কেন বাবাজি ?

আরামদাস। আরে তোবা—তোবা, হিঁছ কি একটা জাত ?

মোরাদ। সে কি! তবে তোমার নাম আরামদাস কেন ?

আরামদাস। সিদ্ধপীর স্বগ্ন দিলেন, আমার দরগায় চলে আয় আর কান্দেরের ধর্ম ছাড়; তৎক্ষণাৎ তথা করণ। পীরের রুপায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কোরে পর্যান্ত মাথাটাও খুব খুলে গেল। যা গুণি তাই লেগে যায়। অমনি সিল্লির ওপর সিল্লি আরম্ভ করি।

মোরাদ। বটে বটে ! মিয়া সাহেব আমার জন্ত একটা সিল্লির আয়োজন কর।

আরামদাস। জাঁহাপনার হুকুন হ'লেই হয়। বাদশাই সিন্নি— যেমন তেমন হ'লে ত আর চলবে না; রীতিমত হওয়া চাই।

মোরাদ। কুচ পরোয়া নেই—তাই হবে; পাঁচশো আশরফি
দি'চিচ। দেখো আরামমিয়া, প্রাণ খুলে পীরকে ডেকো; আর বোলো
সিংহাসনে বসেই দোসরা কিন্তি দেব; সেবার এর চেয়েও সমারোহ।

আরামদাস। বন্দা আপনার জন্ম জান দেবে জাঁহাপনা। হজরৎ পর্গম্বরের এরাদা ক্থন অপূর্ণ থাকবে না।

মোরাদ। বেশ বেশ আরামমিয়া: তোমার কেরামতের তোফা

তারিক আছে। ছোট একটা পরগণার বারভূঁইরার মত থাকা গিছল—
মগজে স্থুপ ছিল না। আমার মত শাজাদা—যে হুহাতে তরোরাল
চালার, একা একশো লোককে হটিয়ে দেয়—তার কি এ পদে স্থুপ্থাকে? এইবার আশা হ'চে ; প্রাণটা নেচে নেচে উঠ্চে—কলিজার
থুব জোর পাচ্চি—সিরাজী বড় মিঠে লাগছে। এ আমার পিরারের
বাইজী আসছে!

(বাইজীর প্রবেশ।)

এসো বিবিজ্ঞান, খুব রঙের মুখে এসেছ; তোমার মিহিস্থরে এক-খানি গজল গাও—মগজ আমার ঠাণ্ডা হোক।

বাইজী।

গীত।

আজব আপনা হাল হোতা

যো বেসালে এয়ার হোতা।

কভি জান সদ্কে কর্তে

কভি দিল নেসার হোতা॥

এ মজাথা দিল্ লগিমে

কে বরাবর আগলাগ্তি।

ন তুমহে করার হোতা

না হামে করার হোতা॥

যো তোমহারি তরহে তুমসে

কৈ ঝুঁটে বাদা করতা।

তুম হি মন সেফিসে কহদো

তুম হে এতেবার হোতা॥

হয়ে মরকে হাম যো রোসওয়া

হয়ে কেঁও না গরকে দরিয়া।

ন কভি জনাজা উঠতা

ন কঁহি মজার হোতা॥

আরামদাস। বা ! বা ! গলা ত নয়—যেন বাঁশী; দোয়েল, পাপিয়া, কোকিল, স্থামা—এর কাচে কোন ছার ! এগলা শুনলে মরা মানুষেরও গাইতে ইচ্ছা করে।

মোরাদ। ঠিক বলেছ আরামদাস—মরা মানুষেরও গাইতে ইচ্ছা করে। আমি দিল্লীখর হোলে বিবিজ্ঞানের খুব কদর কোরব।

আরামদাস। তাতো বটেই—তাতো বটেই। আহা, কি গান! ভনে পর্য্যস্ত কানে যেন ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাক্ছে—তারা মুদারা উদারা মগজটার ভেতর সবগুলো কিলবিল কোচে।

মোরাদ। মিয়া সাহেব, বুঝেছি তুমি সমজদার লোক—একবার বাঁধ খুলে দাও, স্থরগুলো সব বেরিয়ে পড়ুক ?

আরামদাস। জাঁহাপনার সামনে বন্দার বেয়াদবী বড় বেথাপ্লা হবে—মাপ করুন। গাইতে হবে শুনেই গলা বেন থাবি থা'চেচ।

মোরাদ। সে কি আরাম মিয়া ? তুমি আমার দোস্ত আছ—আমার সামনে ঘাবড়াও কেন ?

আরামদাস। সজ্ঞানে থালিমুখে রঙভামাসা কোভে গোলাম পারবে না হজরৎ ? মোরাদ। হো—হো, বুঝেছি মিয়া সাহেব, তুমি আমার খুবস্থরৎ দোস্ত আছ। আমার দিরাজীর সঙ্গীকে আমি বড় তারিফ্করি। এসো মিয়া সাহেব, একটু টেনে নাও ?

আরামদাস। বিবির সাম্নে বেয়াদবী ?

মোরাদ। কিছু না—কিছু না, ও বি তোমার দোস্ত আছে। দেরী কোরো না মিয়াসাহেব; এসো—আছা কোরে সিরাজীতে মজপুল হয়ে—নাচো—গাও—ফুর্তি কর; তারপর নেজাজ সরিফ্কোরে সিরিজে লেগে যাও।

(আরামদাসের মন্তপান।)

(পত্র হস্তে জিহন আলির প্রবেশ।)

জিহন। শাজাদী নামেবিবেগমের পত্র আছে জাঁহাপনা ? মোরাদ। পত্র কই ? (পত্রদান ও মোরাদের পত্রপাঠ।)

"পত্রবাহক জিহন আলি আমার বিশেষ বিখাসের পাত্র। তুমি ইহাকে বিখাস করিও। যদিও এ দারার কার্য্য করিতেছে তথাপি আমার অন্থরোধে এ তোমারই মঙ্গল করিবে। (স্বগত—বেশ—বেশ!) তুমি বোধ হয় জান না যে আমি জন্মের মত রংমহল ত্যাগ করিয়াছি! কেন জান ?—দারার ব্যবহারে। পিতা তাহাকে সিংহাসন দিয়াছেন। তাহার কিন্তু ইসলাম ধর্ম্মে বিখাস নাই। একজন কাফের সিংহাসনে বসিবে—আমি তাহা চক্ষে দেখিতে গারিব না। সেইজ্লু আরঙ্গজেবকে অন্থরোধ করিলাম। সে কিন্তু ফকীরি গ্রহণ করিতেই প্রস্তুত্ত, সিংহাসন চায় না। (স্বগত—বারে আরামদাস!) জনেক অন্থরোধ করাতে সে তোমায় সাহায্য করিতে রাজী হইয়ছে। আমার ইচ্ছা তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া দারাকে পরাছিত করিয়া তুমি মোগল সিংহাসনের গৌরব

বৃদ্ধি কর। (স্বগত—এখনই; ধন্ত মিশ্বা সাহেব—ধন্ত তোমার জ্যোতিষ
শাস্ত্র!) আমি জানি তোমাকে হত্যা করিবার জন্ত দারা মৌলানাশা
ফকীরকে তোমার কাছে পাঠাইয়াছে—কথনও তাহাকে বিশ্বাস করিও
না। (স্বগত—বিশ্বাস কি—বিশ্বাস কি, তাকে টুক্রো টুক্রো
কোরব!) আর কি লিথিব; তুমি বীর—বীরের মত কার্যা করিও!"

(প্রকাশ্রে) বাহবা আরাম মিয়া। ভুমি সশরীরে সত্যপীর। জিহন আলি, বড় স্থবর এনেছ—আজ তোমায় বিশেষ রকম বকশিস্কোরবে।।

জিহন। জাঁহাপনার অনুগ্রহ।

মোরাদ। অনুগ্রহ কি—জাঁহাপনা দিতে বাধ্য। আর বাহবা দি
আমার মিয়া সাহেবকে; এসো আরামদাস, তোমায় কোলে কোরে নাচি ?
আরামদাস। না জাঁহাপনা, ও কাজ কোন্তে যাবেন না। এ দেহটী
পীরের কুপায় দেখছেন তো মানুষের মত আর নেই—গজকছ্পের
আকার ধারণ কোরেছে। আর কিছু দিন পরে হামাগুড়ি—ভারপরই
কুপোগড়াগড়ি। এ তুলতে গেলে হজরতের শির্দাড়া ভেঙ্গে যাবে।

মোরাদ। কুচ পরোয়া নেই; শিরদাঁড়া যদি যায়, চিংড়ি মাছের মত লাফিয়ে লাফিয়ে ফুর্ত্তি কোরবো। এসে! আরামদাস, (তুলিবার র্থা চেষ্টা)ও বাবা, দশটা কামানও যে এত ভারি হয় না মিয়া সাহেব! দেহের ভেতর এত কি পুরেছ বল দেখি ?

আরামদাস। আর কি বোলবো জাঁহাপনা—পীরের অনুগ্রহে এ দেহের মধ্যে বিভা ছাড়া আর কিছুই নাই। বিভের জোরেই এই বলী-বর্দের আকার।

মোরাদ। আহা, তোমার মত রসিক নাগর নইলে মোরাদের মসনদ আলো কোরবে কে ? আরামমিয়া, তোমার সব ভাল; অগাধ বিছা— অগাধ বৃদ্ধি—অগাধ দেহ—অগাধ বল! এমনটা আর কোথাও মিলবে না! দেথ, পীরের দরগায় এক লম্বা চওচা ইমারত তুলে দিচ্চি; সেই খানেই থেকো—আর মধ্যে মধ্যে কায়ক্লেশে এক একবার আমার কাছে এসে ফুর্ন্থি কোরে যেও।

আরামণাস। তথাস্ত—তথাস্ত; আমার গণনাও ঐরপ ছিল।
মোরাদ। জিহন আলি, দেখছো কেমন দেলখোস দোস্ত পেয়েছি?
জিহন। পূর্বে থেকেই ওঁর নাম শুনে আসছি জাঁহাপনা, তবে ইতিপূর্বে কখনও সাক্ষাৎলাভ অদৃষ্টে ঘটে নি। ওঁর মত ক্ষমতাশালী লোক
ভূভারতে আর নাই। গণনায় উনি সাক্ষাৎ বরাহ।

মোরাদ। শুধু বরাহ ? হাতাঁ, ঘোঁড়া, বগু, বরা, বাঘ, ভারুক—
মিরা সাহেব আমার সব। মানুষ হোলে কি হয়—হামাগুড়ি দিলেই হাতী,
ঘোঁত ঘোঁত কোল্লেই বরা, গুঁতোতে গেলেই যাঁড়, হুস্কার ছাড়লেই বাঘ,
আর ধেই ধেই কোল্লেই ভারুক। এক কথায়, আরামদাস আমার
দোপেয়েরও চোদ্পপুরুষ, চার পেয়েরও চোদ্প পুরুষ।

জিছন। আবার গুনেছি নাচ গাওনাতেও উনি অদ্বিতীয়।
মোরাদ। আরে কেয়াবাং! আরামদাস, একটু তালিম কর ?
আরামদাস। বিবিজান থাকতে আমি! সমুদ্রের কাছে গোম্পদ!
মোরাদ। আরে সমুদ্রে তো পড়েই আছি; দেখিনা শিশির কেমন
লাগে ? ছনিয়ায় রকমারি চাই, আরামদাস, রকমারি চাই।

আরামদাস। জাঁহাপনা যথন বলচেন তথন হোক।

নৃত্য গীত।

আমার প্রেমের বাজার খালি। আমি তাই এসেছি কদমতলায় সেজে বনমালি। মিহিস্থরে যুরে যুরে নাচো নাগরালি,
আমার মাথার ওপর যেন টোপর
আছে প্রেমের ডালি।
বিরহে ভাই, ও রসরাই, প্রাণটা মরুভূমি,
শেথা সরবতি নেবুটীরমত ফুটে থেকো ভূমি,
তোমায় দেথে মনের স্তথে দিব করতালি।
দিলে গলাধাকা পাব অকা জেনো চতুরালি।

মোরাদ। আরে কেয়া মজগুল, ভাই, কেয়া মজগুল! সরাব লে আও; নেশা ছুটতে দেওয়া হবে না।

(থোজার প্রবেশ।)

কিছু থবর আছে ?

খোজা। শাজাদা দারার কাছ থেকে মৌলানাশা ফকীর জাঁহাপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে এসেছেন ?

জিহন। আমি এথানে আছি, ফকীর তা জানতে পা'লে থোদা-বন্দের অনিষ্টের সন্তাবনা।

মোরাদ। ভেবো না জিহন আলি, তাকে এখনই আমি কারাগারে নিক্ষেপ কোরবো; সেইখানে অনাহারে তাকে মোত্তে হবে!

প্রস্থান।

জিহন। দাদা, একটু আলিঙ্গন দাও; অভিনয়টা যা কোল্লে, কি আর বোলব, অতি চমৎকার!

আরামদাস। দাড়াও দাদা, এথনও বাকী আছে; আগে মোরাদের শ্রাদ্ধের যোগাড় করি—তার পর ফুর্ন্তি কোরবো। (সানন্দে মোরাদের প্রবেশ।)

মোরাদ। বেঁচে থাক আরামদাস, সবকাজ ফতে ! আরামদাস। জাঁহাপনা, সেত জানা কথা !

জিহন। কি রকম জনাব ?

মোরাদ। আর কি রকম! ফকীরকে বন্দী কোরেছি। কমবক্তের যা কথাবার্ত্তা, শুন্লে সর্বাঙ্গ জ্বলে যার। এদিকে আরঙ্গজেবেরও
পত্র পেরেছি। ভারা আমার সাহায্য চেয়েছেন; আর আমাকেই
সিংহাসন দিতে স্বীকার হোয়েছেন। তিনি সসৈত্তো যাত্রা ক'চ্চেন—
আমিও শীঘ্র রওনা হ'চিচ। নর্ম্মদাতীরে আমরা মিলিত হব। একয়ুদ্দে
দারাকে হনিয়া থেকে সরিয়ে রক্মতক্ত অধিকার কোরবা। জিহন আলি,
তোমার ককশিদ্ নাও; আর এই নাও আরামদাস, তোমাকে হাজার
আশরকি দিলুম। পাঁচশো আশরকির সিরি দিও, পাঁচশো তুমি নিজে
নিও।

আরামদাস। (স্থগত) পাঁচ কড়িরও সিলি দেব না। (প্রকাশ্রে) পাঁচশো কি শাজাদা, হাজার আশরফিরই সিলি দেব। জাঁহাপনা মসনদে বসলে আমাদের আর পেটের ভাবনা থাকবে না।

মোরাদ। বহুত আচ্ছা! দেখো জিহন আলি, তুমি আমার ডান হাত। আর আরামমিয়া, তুমি আমার মন্ত্রী!

জিহন। অধীন চিরদিনই আপনার গোলামি কোরবে। আরামদাস। আরামদাসও তাই! এখন আসি জাঁহাপনা ? মোরাদ। এসো, এসো! আমিও পেটভরে সিরাজী খাই!

[কুর্নিশ করিয়া জিহন ও আরামদাসের প্রস্থান।
(মন্তপান করিতে করিতে) হো—হো, বড় মিঠা সিরাজী! বেগমমহলে ঘরে ঘরে সিরাজীর ফোয়ারা বসাব—রঙমহল, দরবার, সিংহাসন—

দিরাজীতে দব ভাসিয়ে দেব—যমুনার জলে দিরাজীর স্রোত ছুটবে।
মোরাদ দিল্লীশ্বর হবে, দারা দরিয়ায় ভাসবে। সে দিনের আর দেরী নেই।

(আমিনার প্রবেশ।)

আমিনা। পিতা!

মোরাদ। কে আমিনা! তুই এখানে কেন? তুইতো এখানে থাকিস না—তবে আবার এখানে এলি কেন?

আমিনা। কেন বাবা, মেয়েকে কি বাপের কাছে আদ্তে নেই ? ভূমি ত কথনও আমার খোঁজও নাও না!

মোরাদ। থোঁজ নেবার ফুর্সুৎ পাইনি—এবার পাব। দারাকে জাহালামে দিয়ে আগে আমি সিংহাসনে বসি—তারপর তোর থোঁজ নেব; তথন তোকে আদর যত্ন কোরবো!

আমিনা। সে আদরে আমার দরকার নেই। বাবা, কেন তুমি জ্যেষ্ঠতাতের অমঙ্গল কামনা ক'চ্চ ?

নোরাদ। কেন—তোকে কি বলবো। ভূই নেয়ে—নেয়ের মত থাক; বাপ কি করে না করে, দে খবরে ভোর দরকার কি ?

আমিনা। খুব দরকার পিতা। তুমি যদি অস্তায় কর আমি তা'হলে কাঁদবো না—তুমি যদি অধন্ম কর আমি তা'হলে চুপ কোরে থাকবো ? আমার প্রতি যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার কর—আমায় যত খুদী কপ্ট দাও—আমি কোন কথা বলবো না, সব সহ্য কারবো। কিন্তু অত্যের প্রতি অস্তায়াচরণ ক'ল্লে কেমন করে সহ্য কোরব পিতা ?

মোরাদ। বালিকার মুখে এসব কি কথা ?

আমিনা। বালিকা হোয়ে আমি এখন ভোমার কাছে আসিনি পিতা; আমি জননীরূপে এসেছি—জননীর মত উপদেশ দেব—জননীর মত তিরস্কার কোরবো। মায়ের কথা পায়ে ঠেলতে পার—ঠেলো; কিন্তু মনে জেনো তাতে তোমার অমঙ্গল হবে। নিরীহের প্রতি অত্যাচার—পিতৃদ্রোহিতা—ল্রাভূদ্রোহিতা এসব কোরো না পিতা! তা'হলে
আমিনা বাঁচবে না—মোগলের নাম থাকবে না—রাজপুরী শ্বশান হবে—
রাজ্যধন সব যাবে।

মোরাদ। কি আপদ। এত বলচিস কেন ?

আমিনা। ফকীরকে কারাক্তদ্ধ ক'লে কেন—জ্যেষ্ঠতাতকে মেরে সিংহাসনের অভিলাষী কেন <u>የ</u>

মোরাদ। আমার ইচ্ছা।

আমিনা। অন্তায় ইচ্ছা কোরো না পিতা; খোদার অভিসম্পাত মাথায় কোরে কেউ কথন স্থগী হোতে পারে না।

মোরাদ। ভাল আমার থোদা রে ? চুপ কর বেটা---

[প্রস্থান।

আমিনা। বাবা সুরাপানে আত্মহারা; যাই দেখি কোন দিকে গেলেন! প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

আরঙ্গজেবের কক্ষ।

আরঙ্গজেব ও রোশেনারা।

আরঙ্গজ্বে। বুকে অনেক বল পেয়েছি রোশেনারা ? তোমারই কথায় মোরাদকে মরীচিকাভ্রাস্ত ক'তে যাচিচ; তোমারই কাছে ছল বল কৌশল শঠতা প্রবঞ্চনা সব শিখলুম; তোমারই ইচ্ছায় জিহন আলির সকল অপরাধ মার্জ্জনা কল্পুম। কিন্তু রোশেনারা, জিহনকে বিশ্বাস ক'তে সাহস হয় না। তুমি বড় গুরুতর কার্য্যে তাকে নিযুক্ত কোরেছ— আমার ভয় হয়, পাছে সে বিশ্বাস্থাতকতা করে।

রোশেনারা। তামনেও ভেবোনা।

আরঙ্গজেব। কেন?

রোশেনারা। জিহ্নকে তুমি বুঝতে পারনি—যে পথে গেলে সে তোমার গোলামের গোলাম হয়ে থাকতো তুমি সে পথে যাও নি।

আরম্বজেব। সে কি! কৌশলী বলে তাকে সেনানায়ক পর্য্যস্ত কোরেছিলুম; তার বেশী আর কি কোরবো ?

রোশেনারা। যতই কর না কেন—এটা কি তুমি জানতে না ষে সোনারূপা তার কলিজার চেয়েও প্রিয়; অর্থের জন্ম যে সকল অনর্থ ঘটাতে পারে ?

আরঙ্গজেব। হাঁ জানতুম, সে বড় লোভী। ছ একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধের পর লুটের সময় তার অবস্থা দেখে তা বুঝেছিলুম। একবার একটা সদাগরের ঘরে আগুন লাগে। সদাগর সর্বস্থ ছেড়ে সপরিবারে গৃহ ত্যাগ কোরে পালায়। জিহন জানতো সদাগরের ঘরে অনেক সম্পত্তি ছিল। সেইজন্ত সে নিজের প্রাণের মারা ত্যাগ কোরে সেই জ্ঞলম্ভ গৃহ্নে প্রবেশ কোরে অনেক দ্রব্যাদি অপহরণ করে।

রোশেনারা। এ সব জেনে গুনেও তো তুমি তাকে সেনানায়কের বেতন ছাড়া আর কিছু দিতে না <u></u>

আরঙ্গজেব। আবার কি দেব ?

রোশেনারা। আরও অনেক দিলে তবে সে বশ হোত। বে অর্থলোভী মুক্তহস্ত না হোলে তার কাছে কাজ পাওয়া বায় না। আরঙ্গজেব, এবার তুমি মুক্তহস্ত হও। আমি তাকে লক্ষ মুদ্রার মুক্তার মালা দিয়ে বণীভূত কোরেছি। তুমিও তাকে সোনারূপায় ডুবিয়ে দাও। তার পর দেখো, মোরাদকে সেই মারবে—দারার সর্বানাশ সেই কোরবে—নির্বিয়ে তুমি রাজ্যেশর হবে।

আরঙ্গজেব। এ যুক্তি এতদিন কেউ আনায় দেয়নি; এই বার সব ঠিক কোরবো।

(থোজার প্রবেশ।)

থোজা। (কুর্ণিশ করিয়া) সিপির সেকো জাঁহাপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'ত্তে এসেছেন।

আরঙ্গজেব। আচ্ছা তাকে পাঠিয়ে দাও।

[কুর্ণিশ করিয়া খোজার প্রস্থান।

রোশেনারা। আরঙ্গজেব, বড় সময়ে সিপির আসছে; সে বালক হলেও বীরত্বে প্রবীণ। দারার সে দক্ষিণহস্ত; এ স্থযোগ ছেড়ো না— যেমন করে পার দারাকে হীনবল কর।

রোশেনারার প্রস্থান।

(সিপিরের প্রবেশ।)

সিপির। প্রণাম পিত্বা।

আরঙ্গজেব। কি খবর সিপির ?

সিপির। পিতামহের আজ্ঞাবহু হ'রে এসেছি; তিনি আপনাকে একটা অমুরোধ করেছেন।

আরঙ্গজেব। বল গুনি।

সিপির। আপনি নাকি গোলকুণ্ডা আক্রমণ করবেন १

আরঙ্গজেব। কেন, ভাতে কি হয়েছে ?

সিপির। পিতামহের তা ইচ্ছা নয়। আরঙ্গজেব। তোমার পিতারও বোধ হয় সেই মত ? সিপির। অবশ্য।

আরঙ্গজেব। আর কিছু বলবার আছে ?

সিপির। পিতা আপনাকে জানাতে বলেছেন, আপনার প্রতি তাঁর স্বেহ অকুপ্ত; আপনার ভাবাস্তর দেখলে তিনি মন্মাহত হবেন।

আরঙ্গজেব। আচ্ছা, এ সকল বিষয় আমি বিবেচনা করব। উপস্থিত তোমায় এখানে থাকৃতে হবে ?

সিপির। এ সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় শোক দারাই ত আপনি সম্রাটকে জানাতে পারেন, সেজন্ত আমার থাকবার প্রয়োজন কি গ

আরঙ্গজেব। প্রয়োজন যথেষ্ঠ; তুমি কি কেবল সদ্ভাব সংবর্জনের জন্তই প্রেরিত হ'রেছ ? না আমার বিরুদ্ধে স্থলতানকে সাহায্য করাই তোমার মুখ্য উদ্দেশ্ত ? আমার কাছে কিছু গোপন করবার চেষ্টা কোরো না। আমি সব থবর রাখি। এতই যদি তোমার পিতা আমায় স্নেহ করেন, তবে তিনি পদে পদে আমায় বাধা দিতে ক্রতসঙ্গল্প কেন ? কি জন্ত তিনি আমার বন্দী জিহন আলিকে মুক্ত করেছিলেন ? আর আমি তাঁর কপট ভালবাসা চাই না: এবার আমি তাঁর কেশিল বার্থ করব।

সিপির। তিনি ছল চাতুরী জানেন না; সরল মনের সরল কথা আমায় দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছেন; আপনি অন্তর্মপ ভাবছেন কেন ?

আরঙ্গজেব। ভাৰাভাবি বুঝি না সিপির! এতদিন পিতার কাছে ছিলে; দিনকতক না হয় পিতৃব্যের কাছেই রইলে? তোমার বিশ্রাম-স্থান দেখিয়ে দেবার লোক আমি এখনই পাঠিয়ে দিচ্চি; তুমি এইখানেই প্রতীক্ষা কর।

(ক্রতগতি জিহনের প্রবেশ।)

জিহন। (সিপিরকে দেখিয়া স্থগত) সর্বনাশ! একি! সিপির এখানে! (প্রকাঞ্চে) কে সিপির! তুমি এখানে কেন?

সিপির। জিহন আলি, এ বেশ কেন?

জ্বিছন। ছদ্মবেশ ব্যতীত এ শত্রুপুরীতে প্রবেশ কোরব কি কোরে ? জাননা কি, শাজাদা পেলে আমায় টুকরো টুকরো কোরবে ?

সিপির। তবে এখানে এলে কেন ভাই ?

জিহন। তুমি এসেছ বোলে। সিপির, জান না আমি তোমায় কত ভালবাসি। যেই শুনলুম তুমি কূটবৃদ্ধি শাজাদার কাছে এসেছো, অমনি নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ কোরে আমি তোমার পিছু পিছু ছুটলুম। কেউ জানে না সিপির, যে আমি তোমার সঙ্গে এসেছি?

সিপির। আমার জন্ম নিজেকে বিপন্ন ক'ল্লে কেন জিহন ? যাহোক, এখনও যাও—এই বেলা পালাও; আমি বন্দী, এখনই আমাকে কারাগারে যেতে হবে।

জিহন। সর্কানাশ! শেষ শাজাদা তোমার এই ছর্দ্দশা কোরেছে! ভাই আমার—চল, আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে চল। তুমি কারাগারে গেলে জিহন আলি বাঁচবে না।

সিপির। ছঃথ কোরো না জিহন—তুমি পিতাকে অনেক উপায়ে সাহায্য ক'লে পারবে; অনেক গুপ্ত থবর তোমার জানা আছে। এথনই আগ্রা যাও—পিতাকে বোলো তাঁর সিপির শাজাদা কর্তৃক আবদ্ধ। যদি কথনও এ বিপদ হোতে মুক্ত হই—আবার পিতৃসন্নিধানে যেতে পারি—তবে জিহন, তোমার এ মহত্বের প্রতিদান দেব; নতৃবা এই শেষ!

(উভয়ের আলিঙ্গন।)

(হুইজন খোজার প্রবেশ।)

১ম খোজা। (সিপিরের প্রতি) জাঁহাপনার আদেশে আপনাকে আমরা কারাগারে নিম্নে যেতে এসেছি।

সিপির। জিহন আলি, চলুম!

জিহন। যাও ভাই—তোমার জিহন এইবার মরবে; জগতে জিহনের আপনার বলবার আর বুঝি কেউ রইলো না! হা আলা! কি ক'লে! [সিপিরকে লইয়া খোজাছরের প্রস্থান।

জিহন। (স্থগত) আ: বাঁচা গেল। বেশ হোয়েছে—দারার একটা আঙ্গ খোসলো। এননি ভাবে একটি একটি কোরে সব যাবে। যাই দেখি—কারাগার পর্যস্ত যাই; সেথানেও খানিক অভিনয় কোরব। সঙ্গে যদি সোণারূপা থাকে—সব আমারই হবে; তারপর ফুজার পরাজয়ের সংবাদ দিয়ে শাজাদার কাছে বক্শিস্ নেব! প্রস্থান।

(আরঙ্গজেবের প্রবেশ।)

আরক্ষজেব। (স্বগত) হাঁ, একেই বলে ছ্যমণ! রোশেনারা ঠিকই বলেছে! কিন্তু সহসা মনে এমন অবসাদ আসছে কেন? নিরপরাধকে দণ্ড দিলুম বলে কি ? স্বার্থসিদ্ধির জন্য মহন্তকে পদদলিত কল্লম বলে কি ? তাই কি মন বিচলিত হ'চে—তাই কি অন্তর্গ কাঁপচে—তাই কি অন্তর্গপের অন্তর্জাহী তুষানলের ভয়ে ভীত হ'চিচ ? না এ গুধু ক্ষণিকের মনোবিকার মাত্র—মেদের কোলে বিছাতের মত এখনই মিলিয়ে যাবে ?

(রোশেনারার প্রবেশ।)

রোশেনারা। কি ভাবছো আরঙ্গজেব ? আরঙ্গজেব। কি ভাবছি জানিনা—কিন্তু মন যেন ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে! সিপিরকে বন্দী কল্প—শীঘ্রই দারার বিরুদ্ধে অভিযান কোরবো
—তবু মন কেন এমন হয় রোশেনারা ?

রোশেনারা। শক্ত হও ভাই— হুর্ম্মলতা পদদলিত করো— হুন্ধার্য্যে অট্ট থাক। বাসনাসাগরে ডুব দিয়ে ভর ভাবনা ভূলে যাও। মনে মনে দিল্লীর রক্তক্ত ভাবো; চক্ষু বিক্ষারিত কোরে স্থদূর ভবিশ্বৎ পানে চেয়ে দেখ? সিংহাসন যার পদতলে থাকবে—সমগ্র হিন্দুস্থান যার মঙ্গল গান গাইবে—তার আবার অবসাদ কিসের? মন শক্ত কর আরঙ্গজেব, ধর্মাধ্ম পরে ভেবো। উচ্চাশার মাদকতার উন্মন্ত হোয়ে জীবনের বিস্তীর্ণ কর্মাক্ষেত্রে অগ্রসর হও। দারার উচ্ছেদ সাধন করাই এখন তোমার প্রধান কার্যা। তা যদি না পার, তবে লক্ষাভ্রষ্ট গ্রহের ন্তার আপনাকে আপনি হারাবে—তুনিরার কেউ আর তোমার নামও মুথে আনবে না।

আরঙ্গজেব। নারোশেনারা, তা কথনই হবে না; তা হতে দেব না; তা'হলে আমি বাঁচব না!

(থোজার প্রবেশ।)

খোজা। জাঁহাপনা, জিহন আলি সাহেব ! আরঙ্গজেব। আসতে বল।

থোজার প্রস্থান।

(জিহ্ন আলির প্রবেশ।)

আরঙ্গজেব। কি খবর জিহন আলি ?

জিহন। জনাব, শাজাদা দারার পুত্র সোলেমন সেকোকে সঙ্গে নিরে সুজাকে আক্রমণ কোরেছিলুম। সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়ে সুজা এখন কোথার পালিরেছেন তার ঠিকানা নেই; তাঁর বিপুল বাহিনী এখন আমাদের অধীন। আরঙ্গজেব। তবেতো দারার সৈত্যবল বাড়লো।

জিহন। না জনাব! দৈখাদের মধ্যে অসন্তাব সৃষ্টি কোরে কৌশলে তাদের সকলকেই হজরতের পক্ষে এনেছি।

আরক্তেব। বেশ, জিহন আলি, বেশ; পুরস্কারস্বরূপ ভোমাকে আমি গুজরাটের বড় পরগণাটা দিলাম; পিতা আমায় সেই পরগণাটা দান কোরেছিলেন।

জিহন। গোলামের প্রতি জাঁহাপনার বড় অনুগ্রহ। এখন চনুম জনাব, মোরাদের কাছে যেতে হবে।

আরঙ্গজেব। আচ্ছা এসো।

і ব্রিহনের প্রস্থান।

(স্বগত) তিন কণ্টকের একটি গেছে ! আর ছটি । যাবে যাবে, সব যাবে । এসো মোরাদ, তোমার বিপুল বাহিনী নিয়ে নর্মদাতীরে এসো ; মাটির নীচে তোমার সিংহাসন পেতে রেখেছি !

প্রস্থান।

ষষ্ঠ গৰ্ভাঙ্ক

মোরাদের প্রাসাদম্ভ কারাগৃহ।

প্রহরী ও আমিনা।

আমিনা। কোন্ ঘরে অস্তকার নৃতন বন্দীকে রাখা হোয়েছে ? প্রহরী। এই ঘরে। আমিনা। আমায় যেতে দাও ? প্রহরী। বেগর ভুকুম সেখানে কারো যাবার অধিকার নেই বে মা ?

আমিনা। তাহোক, আমার কোথাও যেতে মানা নেই।

প্রহরী। তা কেমন কোরে জানবো ?

আমিনা। তুমি জান আমি কে?

প্রহরী। গোলাম তা অবশ্রই জানে।

আমিনা। তবে আমায় বাধা দি'চ্চ কেন ?

প্রহরী। কি কোরবো—জোর হুকুম।

व्यामिना। क्लाना, व्यामात्र मश्रक्त एम निग्रम थाउँ एन ना।

প্রহরী। স্তকুম বাতিরেকে আমি তা কেমন কোরে জানব ?

আমিন!। তুমি কার হুকুম চাও?

প্রহরী। শাজাদার।

আমিনা। তবে বাও, শাজাদাকে বলগে তার কন্সা বন্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্ম কারাগৃহে প্রবেশ কোরেছে।

প্রহরী। যোত্কুম।

প্রস্থান।

আমিনা। (কারাদারোদ্বাটন পূর্বাক) বন্দী, বাহিরে এগে!।

(মৌলানাশার বাহিরে আগমন।)

আমায় চেন ?

মৌলানাশা। না মা—কে তুমি ?

আমিনা। আমার নাম আমিনা—বিনি তোমায় বন্দী কোরেছেন আমি তাঁরই ক্যা।

মৌলানাশা। আমার প্রতি কি আদেশ মা ?

আমিনা। আমি তোমায় মুক্ত কোন্তে এসেছি।

মৌলানাশা। কেন না, আমায় মুক্ত করবার তোমার উদ্দেশ্ত কি ?

আমিনা। খুব উদ্দেশ্ত আছে। তুমি নিরপরাধ। জেনে শুনে

নিরপরাধের দণ্ড দেখবো কেমন কোরে ? তা ছাড়া তুমি আমার জ্যেষ্ঠ-তাতের প্রধান সহায়—তোমায় হারালে তাঁর বাহু ব্লশ্ম হবে।

মৌলানাশা। তোমার পিতা তে' সেই উদ্দেশ্যেই আমায় বন্দী কোরেছেন—তুমি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ক'চ্চ কেন ?

আমিনা। তাঁর অস্তায় আমি কন্তা হোয়ে প্রশ্রম্ব দিতে পারবো না। বাও ফকীর—নিশ্চিস্ত মনে এ স্থান ত্যাগ কর—কোন ভয় নেই; কেউ তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ কোত্তে পারবে না।

মৌলানাশা। কোল্লেও তাতে আমার আপত্তি নেই। আমি ভাবছি, বিনি আমায় বন্দী কোল্লেন তাঁর বিনানুমতিতে কেমন কোরে বাই।—

আমিনা। কেন, আমি তো তোমায় যেতে বলচি।

মৌলানাশা। তা জানি, কিন্তু তোমার পিতার ইচ্ছার বিক্লমে
বখন তুমি আমায় মুক্ত কোরে নিজের বিপদ ডেকে আন্চো—তখন আমি
বাই কেমন কোরে মা ? শাজাদাপুত্রি, অতি শৈশবে আমি পিতৃমাতৃহীন—
তোমায় দেখে আমার সেই বহুকাল বিশ্বত মায়ের মুখ মনে পড়চে। সেই
স্বেহমরী জননীর স্বেহপূর্ণ কথা—যা আমার কাণে দ্রাগত সঙ্গীতের মত
মধ্যে মধ্যে বাজত, এতদিন পরে আবার তা শুন্তে পেলুম। কি বোলবো
মা, আমি বড় সৌভাগ্যবান। আর আমার কারাযন্ত্রণা নাই; যে কারাগারে মাতৃদর্শন পায় তার কখন কারাযন্ত্রণা থাকে না।

আমিনা। ফকীর, তুমি আমার অবস্থা জান না—আমিও মাতৃহীনা, পিতা কর্তৃক পরিত্যক্তা বালিকা। তোমার মধুর মাতৃসম্বোধনে প্রকৃতই আমি আজ সম্ভানের জননী হলুম। সেই সম্ভানের ছর্দ্দশা দেখতে পারবো কেন ? বাবা, আর সময়ক্ষেপে প্রয়োজন নেই; জ্যেষ্ঠতাতের কাছে যাও—আমার জন্ত ভেবো না।

মৌলানাশা। শাজাদার কাছে কি জবাবদিহি কোরবে মা?

আমিনা। সে ভাবনা এখন ভাবলে চলবে না। তোমায় যেতেই হবে; জেঠামশাই বড় বিপন্ন!

মৌলানাশা। সত্যই বলেছ মা, দারা অক্ল সাগরে ভাসছে; তার কোন কাজই এখনও ক'ত্তে পারিনি। বুঝি বা খোদা মুখ তুলে চেয়েছেন; তাই তাঁর করুণা মুর্ত্তিমতী হ'য়ে তোমাতে দেখা দিয়েছে; না, ভোমার জন্ম আর ভাববো না—আমি চল্লুম।

(योत्राप्तत्र अदवन ।)

মোরাদ। আমিনা, বন্দী কোথায় গেল ? তুমি এখানে কেন ?

আমিনা। বন্দীকে আমি মুক্ত ক'রেছি।

মোরাদ। কার হুকুমে?

আমিনা। কারো হুকুমে নয়-শ্বইচ্ছায়।

মোরাদ। এ কাজে তোমার অধিকার কি ?

আমিনা। সংকার্য্যে সকলেরই অধিকার আছে।

মোরাদ। পিতার অমঙ্গল করা কি কন্তার সংকার্যা।

অমিনা। আমিনা শক্ররও কথন অমঙ্গল করে না—তোমার অমঙ্গল কোরবে কেন ?

মোরাদ। জানো, ফকীর মুক্ত হওয়াতে আমার মন্দ হবে।

আমিনা। আপনি বদি মন্দ হন তবেই আপনার মন্দ হবে—নভুবা নয়।

মোরাদ। এ স্কল কি কথা?

আমিনা। ঠিক কথা পিতা! তুচ্ছ সিংহাসনের লোভে তোমার মাথার ঠিক নাই; তুমি অবাধে ছ্হুর্মে প্রবৃত্ত হয়েছ; অকারণে নির-পরাধকে বন্দী কোরেছ। তোমার উপযুক্ত পুত্র থাকলে তুমি কখনও এরূপ কোন্তে পা'ন্তে না। কন্তা ব'লে আমার পায়ে ঠেল—কিন্তু আমি
তোমার ভূলতে পারবো না—অথবা তোমার অন্তার দেখলে স্থির থাকতে
পারবো না। সাবধান পিতা, মাথার উপর একজন আছেন; নিশ্চিত
জেনো হুরাকাজ্জার মোহে সর্বনাশ হয়।

মোরাদ। যা হয় হোক, আমায় উপদেশ দেবার তুই কে ?

আমিনা। স্থজনের সর্বনাশ করবারই বা তুমি কে?

মোরাদ। আমার ইচ্ছা।

আমিনা। অন্তায়কারীকে দমন করাও আমার কর্ত্তবা।

মোরাদ। বালিকার কর্ত্তব্য গ্রহকার্য্য করা।

আমিনা। গৃহ কৈ পিতা, যে গৃহকার্য্য করবো; সংসারে কে আছে বে সংসারী হব; কোথার থাক পিতা যে পিতৃসেবা কোরবো? কথনো কি আমিনা বলে ডেকেছ? আমি যে অকূল সাগরে ভেসে ভেসে বেড়াই তার খোঁজ রাথ কি ? জগতে আমার কেউ নাই—আমি একা! গৃহ আমার অরণা—কার্য্য আমার অঞ্নোচন।

মোরাদ। কথায় কথায় এত অশ্রু আসে কেন?

আমিনা। ভূমিই যে তার প্রধান কারণ পিতা!

মোরাদ। কেন, ফকীরকে বন্দী কোরেছি বলে?

আমিনা। তা নয়ই বা কেন—তজ্জ্মণ্ড ত মনে মনে কত কেঁদেছি।

মোরাদ। আমিনা, পিতৃসমক্ষে আত্মপাপ ব্যক্ত কোভে তোর ঘুণা হোল না ?

আমিনা। কি পাপ পিতা!

মোরাদ। বলতে হবে ? ফকীরের জন্ম তুই কাঁদিস কেন ? তাকে মুক্ত করিস্ কেন ? আমি কিছু বুঝি না বটে ? মোরাদ স্ত্রীলোককে বধ করে না—নতুবা এতক্ষণ চনিয়ায় তোর অন্তিত্ব থাকতো না।

আমিনা। বাবা-বাবা, একি বলচ! তুমি কি আমারই পিতা, না আমি আর কারো দঙ্গে কথা কইচি ? তুমি উন্মন্ত না প্রকৃতিস্থ ? আমিনার পবিত্রতায় সন্দেহ! জ্যোৎসার গুলুতায় সংশয়! না না---তমি অন্ধ—তোমার উপর অভিমান কোরব না। বাবা, কথন কি ভেবেছ, আমিনার এ দেওয়ানা-ব্রত-ধারণ কার জন্ম গু তুমি যদি দয়াধর্মে জলাঞ্জলি না দিতে—তুমি যদি হিতাহিত জ্ঞানশৃত্য না হতে—তুমি যদি ক্ষমাগুণ বিসর্জ্জন না দিতে—তা হলে কি করুণার পাত্র হাতে নিয়ে আমিনা দারে দারে ঘুরে বেড়ায় ? তুমি যদি আশ্রিতকে পীড়ন না ক'ত্তে তা হলে কি রাজার মেয়ে আমিনা বন্দীকে মুক্ত করবার জন্ত কারাগারে আসে ? পক্ষিণীকে পক্ষপুট বিস্তার করে শাবক আগলে থাকতে দেখেছ বাবা ? আমিও তাই; আমি তোমায় বুকের ভেতর স্নেহাঞ্লে ঢেকে রাখতে চাই ; তুমি গুরস্ত ছেলের মত কেবল ছুটে ছুটে পালাও. কিন্তু আমি তোমার পালাতে দেব না। তুমি আমার অকারণ তিরস্কার করেছ— তা হোক, আমি তোমার উপর রাগ করব না। ফকীরকে ছেড়ে দিয়ে ভালই করেছি—তোমার তাতে মঙ্গল বই অমঙ্গল হবে না। চল বাবা. এখান থেকে যাই। (মোরাদের হাত ধরিয়া যাইতে যাইতে) তোমার ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তোমার যে একটি মঙ্গলও কত্তে পাল্লম এই व्यामात्र यर्थष्टे ।

পটক্ষেপণ।





তৃতীয় অঞ্চ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শ্যামগড়ে মোরাদের শিবির।

মোরাদ ও আরঙ্গজেব।

আরক্ষজেব। নর্ম্মনাযুদ্ধবিজয়ী বীর মোরাদ, তোমার সাহায্যেই পথ পরিক্ষার ক'ত্তে পেরেছি; নির্কিবাদে গিয়ে এইবার সিংহাসন অধিকার কর—আমিও থোদার কাছে তোমার মঙ্গল কামনা করে নিশ্চিস্তমনে হজে বাই।

মোরাদ। এখন কোথায় যাবে দাদা ? এখনও রাজ্য নিষ্কণ্টক হয় নি; এখনও সিংহাসন লাভের বিলম্ব আছে; এখনও নির্কোধ দারা আমাদের গতিরোধের জন্ম সচেষ্ট। মূর্য এখনও মোরাদকে চিন্তে পারে নি, তাই পুনরায় সৈত্য সংগ্রহ ক'রে শ্রামগড়ে উপস্থিত হয়েছে।

আরক্ষেব। দারা কতক্ষণ আর তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে? বিশেষতঃ জিহনের সাহাযো তার গতিবিধি ও মন্ত্রণাদি সবই যথন আমরা জান্তে পা'চিচ, তথন আমাদের ভাগো যুদ্ধ জন্ন স্থ্রিশ্চিত। জ্যেষ্ঠ জাহালামে বাক—সিংহাসন তোমার। মোরাদ। তাই হবে—তাই হবে। দাঁড়াও, আগে কাজ শেষ করি; তারপর হজে যেও দাদা! তথন আমিই তোমায় সমশ্মানে হজে পাঠাব।

আরঙ্গজেব। বেশ তাই কোরো জাঁহাপনা।

মোরাদ। এরই মধ্যে জাঁহাপনা ?

আরঙ্গজেব। অবশ্য; আর ত তুমি শাজাদা নও; এখন সমস্ত হিন্দুস্থান তোমার শাহানশা বাদশা বলে সম্বোধন করবে; রাজা প্রজা, হিন্দু মুসলমান, মারাঠা রাজপুত—সকলেই তোমার সমুখে নতজারু হয়ে থাকবে; বারুবিতাড়িত কুস্থমস্থবাসের স্থায় তোমার যশোগাধা সমগ্র ভারতে পরিবাধ্য হবে; আর আমি স্থদ্র তীর্থধাম হতে প্রাণভরে তোমার জন্ম খোদাকে ডাকবো।

(नर्खकीमिरात्र व्यवम ।)

মোরাদ। ডেকো, ভাই, ডেকো—মজগুল হয়ে ডেকো। এখন আমায় ফুত্তি ক'ত্তে দাও। নেশা ছুটে যা'চেচ; সরাব—সরাব! (মছাপান।) সকলে প্রাণভরে নাচো—গাও—ফুর্ত্তি কর।

নৰ্ত্তকীগণ। গাঁত।

্আমরা প্রেমের গাঙ্গে থেয়া বাই;
তুফাণে ভয় করি না উজান ঠেলে বেয়ে যুাই।
তামরা প্রেমের গাঙ্গে থেয়া বাই!

মোরাদ। বাহোবা—বাহোবা! প্রাণ ঠাণ্ডা কোরে নাও দাদা!
(মছপান করিয়া) সরাব থেতে শিথলে না ভাই ? এখনও শেথো—
ফ্কীরিতে স্থুথ পাবে—থোদাকে প্রাণভরে ডাকতে পারবে—ডাকতে

ভাকতে ভাবে ভোর হয়ে যাবে! একি! স্থর থেমে গেল কেন—
আবার নাচো—আবার গাও—ছনিয়ার স্থর বদলে দাও! সবাই নাচুক
—সবাই গাক—সবাই ফুর্ত্তি করুক। মোরাদ একলা কিছু চার না—
(টলিতে টলিতে) নেশা জমচে—আরো জমিয়ে দাও; নাচ—গাও—
ফুর্ত্তি করো!

নৰ্তকীগণ।

গীত ৷

বাণের মুখে মনের স্থথে ছোটাই প্রেমের তরী;
উঠ্লে বাতাস পালায় হুতাশ জোর করে হাল ধরি,
হলে বেঘার—বদর বদর; (তাতেও) কূল যদি
না পাই।

অকূল পাথার দিয়ে দাঁতার পারের ঘাটে চলে যাই।

(নেপথো রণবাত্য ও কোলাহল।)

আরঙ্গজেব। এ কি ! বাইরে গোলমাল কিসের—হঠাৎ রণভেরী কেন ? মোরাদ, শুনচো ?

মোরাদ। কি শুনবো দাদা, নাচ গান বড় মিঠে লাগচে।

আরঙ্গজেব। না—না, আমি সে কথা বলচি না; এত কোলাহল— পুনঃ পুনঃ রণভেরী, রণবাত্য—এর মানে কি ?

মোরাদ। গোলমাল হ'চেচ হোক; রণবাদ্য বাজে বাজুক—কিছুর মানে ক'জে বেও না।

আরক্ষজেব। তাই তো ! শত্রু পক্ষ আক্রমণ ক'ল্লে কি ?
মোরাদ। তাই যদি করে—কক্ষক না। তার জন্ম ফুর্ত্তি ছাড়বো
কেন ? নাচো বিবিলোক, নাচো—গাও—ফুর্ত্তি কর।

আরঙ্গজেব। মোরাদ, অতিরিক্ত স্থরা সেবনে তুমি এখন অবসাদ-গ্রস্তঃ; ব্রতে পাচোে না যে তোমার সাহায্য না পেলে আমার সৈন্তেরা বলশ্ন্য হোয়ে পড়বে। (মোরাদকে মত্যপান করিতে দেখিয়া) আর স্থরা সেবন কোরো না ভাই—সর্বনাশ হবে। ঐ শক্রর কামান ডাকছে!

মোরাদ। বাবড়াও কেন দাদা, মোরাদ ঠিক আছে; এতক্ষণ বাই-জীর গান তার কাণে মধু ঢেলে দিচ্ছিল; এইবার কামানের ডাকে সে অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুন্বে। ছেলেমানুষের মত ভয় পা'চচ কেন দাদা ? যাও বিবিলোক, আজ তোমাদের ছুটি।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান। তাড়াতাড়ি জিহনের প্রবেশ।

জিহন। জাঁহাপনা, যুদ্ধ বেধেছে—দারার সৈন্তবল বড় প্রবল!

আরঙ্গজেব। আমাদের চেয়ে?

জিহন। বোধ হয়।

মোরাদ। তা হোক।

আরঙ্গজেব। দারা কি এ যুদ্ধে উপস্থিত আছে ?

জিহন। তিনিই সেনাপতি। দক্ষিণস্থ সৈম্ভদলের সমুখেই তাঁর হস্তী। তার পাশেই আমি আছি। কোনরূপে বাতে হস্তীপৃষ্ঠ থেকে তাঁকে নামাতে পারি সেই চেষ্টা করব। চল্লুম জাঁহাপনা, আর সময় নাই।

আরঙ্গজেব। মোরাদ, এখন উপায় কি ?

মোরাদ। কার উপায়—তোমার না আমার ?

আরঙ্গজেব। ভাই, তুমি নেশায় উন্মত্ত—অথচ তুমি ব্যতীত এ যুদ্ধে জয়াশা নাই!

মোরাদ। কিসের নেশা—মদের না যুদ্ধের ? আরঙ্গজ্বের। কেন এত স্থরা সেবন কোল্লে মোরাদ ? মোরাদ। যুদ্ধের জন্ত! এসো—এসো; মোরাদকে এখনও চিন্তে পারনি দাদা, রণভেরী বাজলে কি তার মদের নেশা থাকে? চলে এসো——

[বেগে প্রস্থান।

দিতীয় গর্ভাঙ্ক

যুদ্ধক্ষেত্রের একপার্য।

দারা ও জিহন।

জিহন। তাইতো ! আমাদের দৈন্তেরা যে ছত্রভঙ্গ হয়ে যা'চে ! আর কি কোন উপায় নেই জনাব ?

দারা। নিরুপায়! বিপক্ষেরা এখন প্রবল; আমাদের পলাতক সৈন্তদের ফেরাবার চেষ্টা আর রুথা! আমার হস্তী-পৃষ্ঠ থেকে নামাতেই এই বিপদ ঘটল।

জিহন। কি করব জনাব—সকল দোষই আমার; যথন দেখলুম বিপক্ষেরা সকলেই আপনাকে মারবার জন্ম লক্ষ্য ক'চ্চে—আর আপ-নাকে আহত ক'ল্লে আমাদের সকল সৈন্মই রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাবে, তথন আপনাকে পদাতিকদের সঙ্গে যোগদান ক'ত্তে অমুরোধ কল্লুম; আর শক্র-পক্ষ পাছে আপনাকে চিন্তে পারে, এই ভয়ে, রাজমুকুটও ত্যাগ ক'তে বলেছিলুম।

দারা। মুকুট কোথায় রেখে এলে জিহন ? জিহন। জাঁহাপনা, আমি তা সঙ্গে আনিনি; হন্তীপুঠে তঞ্জামেই রেখেছি। স্বপ্নেও ভাবিনি যে নিতাস্ত ভীক্ন কাপুক্ষের মত স্মামাদের সৈন্তাগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়্বে।

দারা। দৈগুদের দোষ কি---আমরাই ভীরু কাপুরুষের মত কাজ করেছি।

জিছন। সবই আমার কমুর; শাজাদা, গোলাম অন্তায় করেছে— তজ্জন্ত সে দণ্ড গ্রহণ ক'ত্তে প্রস্তুত। জিছনআলির প্রভূ যথন বিপন্ন তথন সে প্রাণের ভন্ন রাথে না। আমায় যা ইচ্ছা দণ্ড দিন।

দারা। না জিহন, ভূমি ভাল ভেবেই এ কাজ করেছিলে; তোমার কোন দোষ নেই।

জিহন। হা অদৃষ্ট। জনাব, এখনও হস্তা সন্নিধানে যাবার পথ আছে; এখনও বিপক্ষেরা শাগাদার হস্তী আক্রমণ করেনি; অনুমতি করুন, বন্ধা যেরূপে পারে মুকুট নিয়ে আসবে।

দারা। কাজ নেই; তুচ্ছ মুকুটের জন্ত রুণা লোকক্ষয়ে প্রয়োজন কি ? জিচন। না জনাব, মনে বড় ধিকার হয়েছে; এর প্রতিবিধান না করে ফিরছি না; যদি সফল হই তবেই আবার আপনার কাছে মুখ দেখাব —নতুবা এই শেষ।

দারা। জ্বন-জিবন । ওনতে পেলে না-চলে গেল । যাক।

(মोनानाभात्र अत्वभ।)

মৌলানাশা। শাজাদা।

দারা। একে—ফকীর! এই উদ্বেল শোণিত-সিন্ধুর মধ্যেও তুমি! ভীষণ মৃত্যুর এই ভয়াবহ ক্রীড়াভূমিতেও তুমি!

মৌলানাশা। বিশ্বিত হ'য়ো না—বিশ্বিত হবার সময় নেই; পলকে প্রলয় ঘটতে পারে—এখনই এ স্থান ত্যাগ কর। দারা। ষথনই যা বলেছ তাই শুনেছি, কিন্তু আজ তোমার কথা রাখতে পারবো না। এ বড় পবিত্র স্থান; এ আর রণক্ষেত্র নেই— এ বীরের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে; এই স্থানে—এই পবিত্র ভূমিতে শত যোদ্ধা শত বিদ্ধ তুচ্ছ করে, ভ্যায়ের জন্ত, ধর্মের জন্ত হাস্তমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'চেচ। আর আমি এ স্থান ছেড়ে যাব ? কেন— কি জন্ত ?

মৌলানাশা। যতক্ষণ বিন্দুমাত্রও তোমার জয়াশা ছিল ততক্ষণ আমি দেখা দিই নি। এ যুদ্ধের ফলাফল বুঝতে ত বাকী নেই; তবে কেন অবুঝ হবে? অকারণ জীবন বিসর্জ্জনের নাম আত্মহতাা। আত্মহতাা মহাপাতক। স্বেচ্ছায় নিজেকে নিজে নিরয়গামী করবে?

দারা। আত্মহত্যা! কার আত্মা? আমার ? সে বস্ত কি শুপূ
এ দেহেই থাকে ? না—না, তাত নর! ঐ রূপ সিং অগ্নির্ষ্টি তুচ্ছ
করে গোলার মুথে ছুটছে—কার উৎসাহে ? ঐ রাম সিং বীরগৌরবে
শক্রর বর্ষা বুক পেতে নিচ্চে—কার প্রেরণায় ? আমার—আমার!
ওরা আমারই আত্মার বলে বলীয়ান। এই দিগন্তহীন মহা সমরসমুদ্রে
আমিই ওদের প্রবতারা—আমিই ওদের দিগৃদর্শন যন্ত্র। এখনও যে
পদাতিক অসি চালনা ক'চ্চে, অস্বারোহী অস্ব ছোটাচ্চে, গোলনাজ্ব গোলা ছুঁড়ছে—সে আমারই জন্ত নয় কি ? আমিই ওদের অসি—
আমিই ওদের অস্ব—আমিই ওদের বল—আমিই ওদের ভরসা। ওদের
ছেড়ে পালাব ? হতেই পারে না!

মৌলানাশা। এখনও এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর দারা! ঐ আরক্ষজেবের রণোমত্ত সৈম্ম এদিকে আসছে—আর কালবিলম্ব কোরো না।

দারা। না ফকীর, পালুম না! আত্মক আরক্তকেব—আত্মক মোরাদ; তারা পারে ত আমার প্রাণ নিয়ে ভারতে শাস্তি স্থাপন করুক। আমি ওদেরই পাশে ওরে ওদেরই মত সাদরে মৃত্যুকে বুকে তুলে নেব; কারো মানা ওনবো না।

মৌলানাশা। ফকীর থাকৃতে নয়।

পশ্চাৎ হইতে দারাকে লক্ষ্য করিয়া জ্বনৈক সৈনিককে শর নিক্ষেপে উল্পত দেখিয়া মৌলানাশার সহসা দারাকে আচ্ছাদন করিয়া অবস্থান; মৌলানাশার স্কন্ধে শরাঘাত।)

দারা। একি ! একি ! আমায় লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত শর তুমি শির পেতে নিলে !

মৌলানাশা। নিলুমই বা ? মরা কি এতই কঠিন ? তা নয় দারা; প্রাণ দেওয়া একটা নেশা—অতি তুচ্ছ নেশা! তার চেয়েও ঢের বড় জিনিস আছে। বীরত্বের বৈতব দ্রে নিক্ষেপ কোরে অনিবার্যা বোধে বার্যতার হীনতাকে অঙ্গের আতরণ করবার জন্ম প্রস্তুত হও। বৃদ্ধ পিতাকে সাস্থনা দিতে হবে; অসংখ্য প্রজার অঞ্চ মোচনের আশা মনে মটুট রাখতে হবে; এক মৃদ্ধের পরাজয় বাতে শত য়দ্ধ জয়ের ভিত্তি হয়—তাই ক'ত্তে হবে। এ সব কিছুই না কোরে বীরের শ্যায় শয়ন করাই কি এত স্পৃহণীয়!

দারা। খুব শিক্ষা দিয়েছ ফকীর! চল চল—এক দিকে আমার ধন মান যশ ঐশ্বর্য্য—আর একদিকে আমার তুমি। চল, তোমায় আগে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাই; তারপর আমার অন্ত ভাবনা।

উভয়ের প্রস্থান।

(মোরাদ ও আরঙ্গজেবের প্রবেশ।)

মোরাদ। মোরাদের মদের নেশা কেমন এইবার বুঝলে ?

আরক্ষজেব। বুঝেছি; তা যদি না বুঝব তবে সিংহাসন তোমায় দেবার জন্ম এত কট করব কেন ৭ চল ভাই, শিবিরে চল। মোরাদ। চল যাই; এইবার উগ্র স্থরা চাই; যেখানে ষত স্থন্দরী
আছে সকলকে এনে দাও; তারা নাচবে—গাইবে —ফুর্ন্ডি করবে।

আরঙ্গজেব। বেশ, তাই হবে।

(জিহন আলির প্রবেশ এবং আরঙ্গজেবের সম্মুখে দারার মুকুট স্থাপন।)

জিহন। জাঁহাপনা, গোলাম অনেক কটে দারার মাথা থেকে এই মুকুট খুলে এনে আপনাকে উপহার দিচে।

আরন্ধজেব। এ কার্যোর এই পুরস্কার! (জিহনকে মুক্তামালা দান ও মোরাদকে মুকুট পরাইতে পরাইতে) এ আমাদের পিতার মাথার মুকুট; অতঃপর তোমার শিরেই শোভা পাবে।

মোরাদ। বহুত আছো দাদা! জিহন আলি, তুমি খুব চতুর; সম্রাট হ'য়ে আমি তোমার ঋণ শোধ করব; এখন এই নাও। (হীরক বলয় দান।)

জিহন। (কুণিশ করিয়া) জাঁহাপনার অনুগ্রহ।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গৰ্ভাঙ্ক

-:*:-

দারার কক্ষ।

नामित्रा ७ मात्रा।

নাদিরা। আমাদের পরাজয় সংবাদ তবে মিথ্যা নয় १

দারা। কিসের পরাজয় ? জীবন যুদ্ধের এইত আরম্ভ। মহান আদেশ লক্ষ্য করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ কোরেছি। সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্ম যদি সর্বাস্থ বিসর্জ্জন দিতে হয় তবে তাতেও গৌরব বই ত অগৌরব নাই !

নাদিরা। সতা বটে, কিন্তু লক্ষাপথে বে রাশি রাশি বিদ্নদেখা দিচেত। সহায়শূত বন্ধুহীন আমরা—আমাদের কি আর দাঁড়াবার স্থান আছে ?

দারা। দাড়াবার স্থান ভগবানের রাজ্যে কার নেই নাদিরা ?

নাদিরা। আর কারো কথায় আমার প্রয়োজন নাই—আমাদের কথা জিজ্ঞাসা কচ্চি—এত সহায়, এত সম্পদ, সব কোথায় যা'চেচ ?

দারা। নাদিরা, প্রকৃত সহায়, প্রকৃত সম্পদ তো বাহিরের জিনিষ নয়। যতদিন অস্তরে পবিত্রতার শুভ্রজ্যোতি অক্ষুণ্ণ থাকবে—জীবের কল্যাণ বই অকল্যাণ স্থান না পাবে—তত্তদিন বাহিরের শত বিপদ, বিপদ ব'লেই গণ্য নয়—শত পরাজয়, পরাজয়ের মধ্যেই ধর্ত্তব্য নয়।

নাদিরা। তুমি ওকথা বলতে পার, কিন্তু আমি ভাবচি, খোদা আমাদের কপালে এত হুঃখ দিলেন কেন ?

দারা। কেন তা জিজ্ঞাসা কোরো না—মনকে বশে আন নাদিরা, পরীক্ষার এই প্রারম্ভ! তাঁর কাজে বাধা দিতে বেও না ?

নাদিরা। থোদা! কৈ থোদা ? সারাজীবন শয়নে স্থপনে তাঁকে ধাান করে কপালে কি শেষ এই ঘটল ?

দারা। কি ঘটেছে নাদিরা, যে এত অধীর হ'চচ?

নাদিরা। কি না ঘোটেছে বল ? রাজ্যেশ্বর ভিথারী হল—আর বাকী কি ?

দারা। সব সত্য; কিন্তু সকল রাজ্যের অধীশ্বর—সকল ধনের মালিককে ডেকে যে ভিথারী শান্তি পায়—তার আবার অধীরতা কিসের ? বিচলিত হ'য়ো না নাদিরা, কায়মনে থোদাকে ডাক। বড় আশা হিন্দু মুসলমানকে এক প্রাণে অনুপ্রাণিত কোরব; বড় সাধ হিন্দুখান জোড়া সমদৃষ্টির বিরাট সৌধ নির্মাণ করব; অত্যাচারের ধরস্রোতে, হরাকাজ্ঞার দেশবাাপী হর্জ্জয় বস্তায় সে হন্মোর ভিত্তিপ্রতিষ্ঠাও এখন ক'তে পারিনি; তাই বলে কি হতাশ হব ? কখনই নয়। নৃতন উৎসাহে, নৃতন উদ্পমে, নব শক্তি সংগ্রহ করে আবার কম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব; কিন্তু আর এখানে নয়—এ স্থান ত্যাগ ক'তেই হবে।

নাদিরা। কোথার যাবে প্রভু ?

দারা। তা জানি না, আমার জরোন্মত্ত সংহাদরশ্বর শীঘ্রই আমার অমুসরণে আসবে।

(আমিনার প্রবেশ।)

আমিনা। সংহাদরদ্ব বলবেন না—বলুন পিতৃবা। জানবেন জ্যেষ্ঠতাত, এ জগতে একমাত্র পিতৃব্য ছাড়া আপনার আর শক্র নাই। পিতার সাধ্য কি যে আপনার অনুসরণে অগ্রসর হন ? তিনি সমর বিজয়ী; কিন্তু তাঁর কাজ সেইখানে শেষ হয়েছে। পিতৃব্য যে তাঁকে খেলার পুতৃলের মত খেলাচেন তা তিনি নিজেই বুঝতে পাচেন না!

দারা। সে কি আমিনা?

আমিনা। আর কি জ্যেষ্ঠতাত, পিতার খেলা সাঙ্গ হলেই আমিনার সকল বন্ধন খনে যাবে। বুঝি সে দিনের আর বিলম্ব নাই!

দারা। না মা, তা কথনও হবে না; তোমার পিতাই আরঙ্গব্ধেবের দক্ষিণহস্ত। নিতাস্ত অক্বতজ্ঞের মত উপকারীর প্রতি অস্তায় ব্যবহার কোরে তার লাভ কি ?

আমিনা। জ্যেষ্ঠতাত, এখনও পিতৃবাকে চিস্তে পাল্লেন না ? বলুন দেখি, কোন ধর্ম্মের অন্তবত্তী হোয়ে তিনি নিরপরাধ সিপিরকে বন্দী কোরেছিলেন; কি জন্ম তিনি আশ্রিত সামস্তরাজগণের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণে প্রবৃত্ত; কেনই বা তিনি পিতাকে সিংহাসনে বসিম্নে ফকীরি গ্রহণ করবার জন্ম লালায়িত ? জানেন না জোষ্ঠতাত, পিতৃব্য কপটতা আবরণে আপনাকে আপনি আরত কোরেছেন—বোঝেননি আপনি তাঁর ফকীরি গ্রহণ কিরূপ ? পিতা যাবেন—পিতামহও থাকবেন কিনা সন্দেহ। আপনি আর এথানে কি করবেন জোষ্ঠতাত ? পালান—পালান,—এই মুহর্জে এ পুরী ত্যাগ করুন। জানি কপ্রের সীমা পরিসীমা থাকবে না; কিন্তু সেও ভাল। আহা, পিতার যদি আজ সে শক্তি থাকতো—তিনি যদি পিতৃব্যের কুহকজাল ভেদ কোরে বনে বনে, পর্বতে পর্বতে, হিম রৌদ্রে হংখকষ্টে দিন যাপন ক'ত্তে পাত্তেন—তাহলে হয়ত কিছুদিন ছনিয়ায় তার অস্তিত্ব থাকত! তা হবে না! আত্মহারা পিতা আমার অমৃতভ্রমে কাল-সাগরে ঝাঁপ দিয়েছেন! যান জ্যেষ্ঠতাত—যেথানে ইচ্ছা যান; এস্থানে আর নয়।

দারা। যাব মা, এখনই যাব; ভাবছি নাদিরাকে কার কাছে রেখে যাই ?

আমিনা। সঙ্গে নিয়ে যান—কাউকে রেথে যাবেন না। আমি সিপিরের সন্ধানে চল্লুম।

দারা। তাকে কোথায় পাবে মা ? সে যে আরঙ্গজেবের কারাগারে বন্দী! বেঁচে আছে কিনা তাও জানি না!

আমিনা। নিশ্চিন্ত থাকুন--সিপির মুক্ত হয়েছে।

नानिता। जाँ।-एन कि !

আমিনা। হাঁ জেঠাই! সেই বাঁদী যে আমার খুন ক'তে এসেছিল
—আমার অনুরোধে জেঠামশাই বাকে মুক্তি দিয়েছিলেন—সেই বাঁদী
কৌশলে সিপিরকে মুক্ত কোরে আমাদের ঋণ শোধ করেছে। জেঠাই,

শীব্র রাজপুরী ছেড়ে পালাও। আমি সিপিরকে সন্ধান করে পাঠাব। কিছদুরেই রাজপুতানার মকুভূমি; সেইখানে সিপিরকে দেখতে পাবে।

নাদিরা। আর তুই কোথায় থাকবি মা ? তোকে ছেড়ে আমরাই বা যাব কেমন করে ?

আমিনা। আমার জন্ম ভেবো না। বিপন্ন পিতাকে ফেলে আমার এখন কোথাও যাবার উপান্ন নাই। যদি খোদা দিন দেন—আবার দেখা হবে।

প্রিস্থান।

দারা। নাদিরা, কখন ত তুঃথ কষ্ট সহ্ করনি ; কেমন কোরে আমি তোমার আমার সঙ্গে বিপদসাগরে ঝাঁপ দিতে বলি ?

নাদিরা। তুমি যদি বিপদে পড় আমার সম্পদে কাজ কি ? তা হলে বিপদই আমার সম্পদ— হঃধই আমার স্থথ—বিষই আমার অমৃত। আমি জীবনে কথন তোমার সঙ্গ ছাড়া হই নি—আজও হব না।

দারা। তবে ভাই হোক। ঐ যে পিতা আদছেন, তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে চল যাই।

(শাজাহানের প্রবেশ।)

আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন পিতা ! অনুমতি হয়তো এখন আসি।
শাজাহান। এসো বৎস; কিন্তু আমিই বা আর কি নিয়ে থাকবো;
আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল।

দারা। সে কি পিতা, আপনি এই বৃদ্ধবন্ধসে ভগ্নশরীর নিয়ে আমা-দের সঙ্গে কোথায় যাবেন ? সহোদর আমার অনুসরণ কোন্তে আসছে— পিতার সম্বন্ধে তো তার কোন আক্রোশ নাই! আশৈশব আমাকে ধে প্লেহ দান কোরেছেন, হৃদয় দার উন্মোচন কোরে সেই স্লেহরাশি কনিষ্ঠ আরঙ্গজেবকে ঢেলে দিন। নিশ্চিত সে এসে আপনার সমস্ত হৃদয়রাজ্ঞ্য অধিকার করবে।

শাজাহান। সরল বালক, আশীর্কাদ করি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যান্ত বেন তোমার হৃদয় এমনি মহান—এমনই সরল—এমনই স্থলর থাকে। বুঝেছি বৎস, এ ছনিয়ায় তোমার স্থান নাই—তোমার সিংহাসন অনেক উচুতে আছে। যাও, বাপ যাও, রদ্ধ পিতার অন্তরের আশীর্কাদ মন্তকে নিয়ে যাও। তেবেছিলাম তোমার সঙ্গে যাব; এখন দেখছি চলৎশক্তিহীন এই র্দ্ধকে নিয়ে যেতে তোমাদের অধিকতর বিপদের সন্তাবনা। তাই সঙ্কল্প তাগে কল্পম। চল বৎস, তোরণদার পর্যান্ত সঙ্গে যাই; সেই খানে জন্মের মত তোমায় একবার বুকে করবো—আদর করে একবার শেষ চৃষ্ণন করবো—হৃদয়ভরে একবার আলিঙ্গন করবো—নয়ন ভরে একবার দেখবো! তার পর কি হবে জানি না; বুঝি আমার রক্ষাণ্ড শৃন্ত হয়ে যাবে—বুঝি চন্দ্র তারা সব নিবে যাবে—বুঝি অনন্তকাল ছঃসহ শোকের দাকণ দহনে অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ কোত্তে হবে! কি করবো—কি হবে—কিছুই জানি না।

দারা। পিতা, এত বিচলিত হোলে কেমন করে আমরা আপনাকে ছেড়ে যাব ? যদি শোকসংবরণে অসমর্থ হন তবে বলুন—আমি যাবার সঙ্কল্প পরিতাগে করি। বিপদ আসবে—আফুক। আমি বিপদকে ভয় করি না।

শাজাহান। না বংস, আনি আর চঃথ করবো না; তুমি রাজপুরী তাাগ কর। বেশ জানি এথানে থাকলে তোমার নিস্তার নেই। হয়ত আমার চক্ষের সামনেই তোমাকে হত্যা করবে! তা দেখতে পারবো না। দূরে থাকলে আমার মনে এক আশা থাকবে। মনকে এই বলে প্রবোধ দিতে পারব যে আমার প্রাণাধিক ভীবিত! ছঃখে হোক কঠে হোক— পৃথিবীর কোথাও না কোথাও বাছা আমার লুকারিত আছে! আশা থাকবে, হরতো একদিন দেখা হবে—হরতো শেষ মুহূর্ত্তে তার মুথথানি দেখতে পাব! আমি সেই আশার প্রাণ ধারণ কোরব। এসো বৎস. যাবে এসো।

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

আরামদাদের কুটীর।

ভৌতত্রস্ত আরামদাস হই কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান পূর্ব্বক কম্পিত কলেবরে দণ্ডায়মান; চতুদিকে ক্রোন্নান্ত সৈনিকদিগের চীৎকার ধ্বনি।; আরামদাস। ও বাবারে! কি ভয়ানক জায়গায় এসেই পড়েছি! থালি কচাকচ—থালি কচাকচ! কি গোল রে বাপ! এ বে বত্তিশ নাড়ী শুখিয়ে উঠ্ছে! (কর্ণে অঙ্গুলী প্রদানপূর্ব্বক ঘন ঘন পদচারণ। হঠাৎ বন্দ্কধ্বনি; কিয়দ্দুর হঠিয়া গিয়া) ই হি হি হি ভি—এ যে গুড়ুম গাড়ুম এগিয়ে আসছে বাবা! না—স্থবিধের নয়; আরামদাসের আরামের এইখানেই বুঝি থতম হয়! (ছুটাছুট করণ; একদল সৈনিকের ক্রত প্রবেশ।) ঐ গো—গেল গেল, সব গেল! সিন্দুক ভরা মাল—ঘর জোড়া বাবাজিনী—সব গেল।

১ম সৈনিক। এটা কার বাড়ী ? আয় লুটি আয়— আরামদাস। বাবারা—আমি! ১ম সৈনিক। কে ভূমি ? আরামদাস। মাপ কর বাবা—কিছু জানিনি! নেহাত গোবেচারা! অতি ভাল মানুষ—বেন থামটা!

১ম সৈনিক। আরে কে তুমি—তোমার নাম কি ?

আরামদাস। এই দ্যাথ বাবা, কুঁড়ে ঘর-থালি খড় আর কুটি!

১ম দৈনিক। আরে বেটা, কাণের মাথা থেয়েচিস ?

আরামদাস। ই্যা বাবা, গুড়ুম গুড়ুমের চোটে আকেল গুড়ুম হয়ে গেছে। কাণ্ড থেয়েছি, বাবা, মাথাও থেয়েছি!

২য় সৈনিক। আরে কি কথা কাটাকাট কচ্চিস ? চল—বেটার চালাথানা খুঁজেপেতে দেখি। চেহারাটা দেখে লোকটাকে শাঁসাল রকম বোধ হ'চেচ।

আরামণাস। না বাবা, তা নয়— রোগে এমন করেছে!

১ম দৈনিক। (২য় সৈনিকের প্রতি) একি, পাগল নাকি!

আরাম্ভাস। হাা বাবা তাই ; সরে পড় সরে পড় !

(কহিপয় দৈলসহ জিহনের প্রবেশ।)

২য় দৈনিক। (জিহনকে দেখিয়া) ওরে পালা-পালা-

সকলের প্রস্থান।

क्रिश्न। कि आंत्रामनाम, वाांभांत्र कि ?

व्यात्राममाम । माना, शिष्टि ।

জিহন। বলি ভয়ে কাঁপছো যে !

আরামদাস। আছাড় ফাছাড় থাইনি, এই আমার চৌদ্দপুরুষের ভাগা।

জিহন। কিন্তু ভারা, এখন কি করবে বল দেখি ? দেশ ত এক রক্ষ অরাজক হয়ে পড়ল। যদি জানে বাঁচতে চাও, ধন দৌলত তফাৎ কর। আরামদাস। তুমি কর দাদা, সব তোমার জিম্মায় রইল; আমি চলুম!

किश्न। এथनरे नािक ?

আরামদাস। সে আর কথা আছে !

किश्न। এकनाई याद्य १

व्यादायमाम । निन्ध्य ।

জিহন। ঘরে বউ আছে যে 🔻

আরামদাস। ও সব তোমার জিম্মে! আমি এই দিলুম চম্পট। গোলমাল চুক্লে তবে আবার এ মুখো হব।

জিহন। তা দাদা, বৌটীকে আর কেন কাদিয়ে যাবে ? তোমার জার সবের কিনারা আমি ক'তে পারি—কিন্তু ঐটার বেলাই গোল।

আরামদাস। তবে তাই; ঘরে একটা থেমটাওয়ালীর পেশোরাজ আছে; তাই পরিয়ে বাবাজিনীকে নিয়ে থিড়কী দিয়ে আমি সুটকান দি। তমি দাদা, আমার আর সব দেথো——

প্রস্থান।

জ্বিহন। (স্বগত) বাঁচা গেল! মোরাদের মাথায় হাত বুলিয়ে বেটা বিস্তর লুটেছে! আরামদাসের আরামের ধন এইবার জিহনের ঘর আলো করে থাকবে। যাই, লোকজন ডাকি।

প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

শাজাহানের কক্ষ।

(শাজাহানের প্রবেশ।)

শাজাহান। (স্বগত) প্রাণাধিক জন্মের মত চলে গেল! আমার বুকভরা আশা, বার্দ্ধক্যের স্থথ, জীবনের শান্তি, কিছুই আর রইলো না! ধনরত্বই আমার সর্বনাশের মূল; অর্থলোভেই আরঙ্গজেবের এত অধঃ-পতন! খোদা যদি আমায় কাঙ্গাল কোত্তেন তবে তো আজ এ চিত্র দেখতে হোত না! কাঙ্গালের ছেলে কাঙ্গাল হয়েই স্থথে থাকতো!

(রোশেনারার প্রবেশ।)

একে ! রোশেনারা ! সব শেষ কোরে এসেছ কি জন্ত রোশেনারা ? আরও কি কিছু মনে আছে ?

রোশেনারা। শেষ কোরে আসিনি সম্রাট, শেষ বাতে না হয় সেই জন্মই এসেছি। আমার দোষ নেবেন না পিতা! সকলই আরক্ষজেবের চন্মতিতেই ঘোটেছে। বা হোক, খোদার রূপায় এখন তার জ্ঞান হোয়েছে; সে আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কোরে জ্যেষ্ঠের সহিত মিলন কোভে চায়।

শাজাহান। সভ্য বলচ, রোশেনারা ? না রদ্ধ পিতাকে উপহাস ক'চচ ?

রোশেনারা। রোশেনারা যতই মন হউক তবু সে বাদশার মেয়ে। পিতাকে সে কথন উপহাস কোত্তে পারবে না। শাজাহান। আক্রা আরক্ষজেব যদি আত্মদোষ বুঝতে পেরে থাকে তবে সে আমার কাছে এলো না কেন ?

রোশেনারা। কেন্তুতা বুঝতে পাচ্চেন না? মুখ দেখাতে তার লজ্জা হয়; আর ভয় হয় পাছে আপনার সৈম্প্রামস্ত রক্ষীবর্গ তাকে হত্যা করে।

শাজাহান। তা কি সম্ভব রোশেনারা? সে যতই অন্তায় করুক না—আমি কি পিতা হয়ে তাকে হত্যা করতে বলতে পারি!

রোশেনারা। আপনি তা পারেন না জানি, কিন্তু আরঙ্গজেব তা বোঝে কৈ। সে নাকি অপরাধী, তাই তার মনে মন্দটাই আগে আঙ্গে।

শাজাহান। না—তুমি তাকে ব্ঝিয়ে আমার কাছে নিয়ে এসো; আমার মন তাকে দেখবার জন্ম বড় ব্যাকুল হোয়েছে।

রোশেনারা। কি করব জাঁহাপনা, আমি কিছুতেই তাকে আনতে পারিনি। নিকটেই সে একাকী অবস্থান কোচেচ ; আমায় বোলেছে যদি তার অপরাধ আপনি মার্জ্জনা করেন, তবে সে আপনার কাছে আসবে ; কিন্তু রাজপুরীতে সৈত্ত সামস্তাদি কেউ থাকলে তার আসতে ভর হবে। সেই জন্তই সে ইতস্ততঃ ক'চেচ।

শাজাহান। এই বইজো নয় ? আমি এখনই এর বাবস্থা কচিচ। খোজা গ

((थाकांत्र প্रবেশ ।)

রাজপুরীর সমস্ত সৈগুসামস্তকে এখনই সহরপ্রান্তে যেতে বল ; আমার আদেশ ব্যতীত কেউ যেন না আসতে পায়।

খোজা। যোত্রম।

রোশেনারা। এইবার আমি আরঙ্গজেবকে ডেকে আনি।

[রোশেনারার প্রস্থান।

শাজাহান। (স্বগত) খোদা, তোমার মনে খদি এই ছিল তবে কেন এই বৃথা রক্তপাত, অকারণ বিদ্রোহ উপস্থিত কোল্লে! আবার আশা হ'চ্চে—ভগ্নদেহে বল পাচ্চি—দৃষ্টি ফিরে আসচে! দারা ফিরে আসবে—পুত্রদের মনোমালিস্থ ঘুচে যাবে—সাম্রাজ্ঞা স্থথের উৎস ছুটবে—ক্তমুরলঙ্গের বংশ পূর্ণগৌরবে পুণাভূমি ভারতে পুনরায় প্রতিষ্ঠা লাভ কোরবে! কে জানত অস্তর্বিদ্রোহে বিশৃদ্ধাল, গৃহবিবাদে শতধাচ্ছিল্ল

(সৈন্তসহ জিহন আলির প্রবেশ।)

(প্রকাশ্যে) কৈ বংস, কোথা বংস! কাছে এসো!

জিহন। জনাব!

শাজাহান। একি, জিহন আলি! আমার আরক্তেব কোণায় ?

জিহন। তিনিই আমার পাঠিয়েছেন জনাব!

শাজাহান। আমি তো তার অনুরোধে রাজপুরী জনশৃত্ত কোরেছি— তথাপি সে আসতে ভয় কোচে কেন ?

জিহন। ভন্ন মাজনাব! তাঁর আদেশে হজরৎকে বন্দী করবার জন্ম এরা এসেছে।

শাজাহান। আঁা, কি বলচ, সত্য কি ? বল—সতা নয়; সত্য হোলেও—বল, সতা নয়। তাই গুনে আমি আত্মঘাতী হই। শাজাহানের পুত্র আরক্ষজেব, কলা রোশেনারা এত শঠ—এত প্রতারক—এত নীচ যে অনায়াসে এই রুয়, ভয় প্রাণভয়ে ভীত—পুত্রশোকে জর্জারিত বৃদ্ধ পিতার প্রতি এরপ ব্যবহার কোলে ? আর জিহন আলি, তোমার একি চরিত্র ?

জিহন। জনাব, গোলামের প্রতি অন্তায় দোষারোপ কচেন।
শাজাদা আমায় যুদ্ধক্ষেত্রে ধোরেছিলেন। তার আদেশ পালন না কোল্লে
আমার জান থাকবে না। বন্দা তাই তার নিজের প্রাণটুকু বাঁচাবার
জন্ম শাজাদার ত্তুম তামিল কোত্রে এসেছে।

শাজাহান। তুচ্ছ প্রাণভয়ে এতদ্র অধর্ম যে কোত্তে পারে সে কি মান্তব না ত্বমণ ?

জিছন। গোলামকে যা ইচ্ছা বলতে পারেন; কিন্তু জাঁহাপন।
প্রাণটা বড় দামী জিনিস—সেটার মায়া ছাড়তে কার না কট্ট হয় হজরৎ ?

শাজাহান। বাক্যবায় কোরো না জিহন—তোমার মত ছুটু শয়-তানের সঙ্গে বাক্যালাপ কোরে আমার রসনা কলুষিত কোত্তে ইচ্চা করি না। আমি বন্দী, কোথায় যেতে হবে বল গ

জিচন। নিকটেই জাঁহাপনা। হজরতের জন্ম স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হয়েছে—বাদশাই কারাগারে দিবি সুথে থাকবেন জনাব। ঐ দেখুন না শাজাদাকে বলে হাতকড়িও আপনার বাদশাই রকম করিয়েছি । প্রহরী, তোমাদের বাদশার হাতে—কি বলবো, নিষ্ঠুর শাজাদার কুমত লবের কথা বলতে বাকরোধ হয়ে আসে যে—

শাজাহান। আর বলতে হবে না—আমি বলচি। পরাও প্রহরী! জনৈক প্রহরী। (কর্ষোড়ে)জনাব, জান যায় সে বি আছো— গোলাম ও কাজ কোত্তে পারবে না।

(হাতকড়ি দূরে নিক্ষেপ করণ।)

জিহন। ওকি কর-একি কর! তেঙ্গে বাবে-তেঙ্গে বাবে! নিয়মমত কাজ না কোল্লে শাজাদার কাছে জবাবদিহি কোত্তে হবে।

প্রহরী। জবাবদিহির ধার ধারি না! স্বাই জান দেব—তবু এ গোস্তাকি কেউ কোরবো না! জুড়িদার। কেউ না।

জিহন। তাইতো—তাইতো।

শাজাহান। উদ্বিগ্ন হোচ্চ কেন ? হাতকড়ি না দিলে বকশিস্ পাৰে না ? নিজেই পরাও : এই তো হাত বাড়িয়ে দিয়েছি !

জিহন। কি করি জাঁহাপনা—এ না কোল্লে জান থাকবে না।
শাজাহান। চুপ কর হ্রমণ! যা ইচ্ছা কর—কথা করো না।
জিহন। (সম্রাটকে হাতকড়ি পরাইয়া) তবে আম্বন জনাব!
শাজাহান। থোদা—ভারত স্মাটের অবস্থা দেখ!

সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গৰ্ভাঙ্ক।

---:+:----

মোরাদের কক্ষ।

মোরাদ ও আমিনা।

আমিনা। (মোরাদকে মন্তপান করিতে দেখিরা) আৰু আর মদ খেও না বাবা! আমার মনে বড় ভর হচ্ছে! বেখানে যাচিচ সেইখানেই দেখছি সকলেই কি একটা বড়যন্ত্র ক'চেচ। পিতৃব্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুম; দেখলুম কি এক কুঅভিসন্ধিতে তাঁর মন্তিছ বেন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে! এখনই বিনি ককীরি গ্রহণ করবেন তাঁর এত চিস্তা কিসের ? পিতা, সাবধান, আমার কথা পায়ে ঠেলো না—অভকার মত মন্তপানে কাস্ত দাও।

মোরাদ। বারে বেটা, এমন দিনে নেশা করব না ভ করব কবে ?

চুপ কোরে থাক আমিনা! ঐ—ঐ আমার নাচওয়ালীরা আসছে; ছুর্ত্তি ক'ত্তে দে বেটা; আর এখানে থাকিস না; সরে যা—সরে যা—

(নর্ত্তকীদিগের প্রবেশ।)

আমিনা। (মোরাদের পারে ধরিয়া) পারে পড়ি পিতা, কথন আমার কোন কথা শোন নি; আজ আমার অন্তরোধ রাখ। এ নিবান্ধব পুরীতে রাত্রি যাপন কোরো না—আমার সঙ্গে এসো—

মোরাদ। (বিরক্তির সহিত পা সরাইয়া লইয়া) সরে যা, বেটী, সরে যা; আমার স্থথের পথে কেন তুই কাঁটা দিতে এসেচিস্ ? তোর কথা আমি শুনবো না; তুই চলে যা—তুই থাকলে আমার ফুর্ব্তি হবে না —তোকে দেখলে আমার নেশা ছুটে যাবে—পালা পালা—

আমিনা। (স্বগত) এ কি হল! খোদা, কি কল্লে! স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি রজনীর অন্ধকারে যেখানে যত শয়তান শয়তানী পিশাচ পিশাচী আছে, সকলে মিলে যেন এই হতভাগিনীর পিতাকে গ্রাস ক'ত্তে আসছে! হার ময়রসিংহাসন, তোমারই মোহে পিতার আজ এই দশা!

প্রস্থান।

মোরাদ। (নর্ত্তকীগণের প্রতি) মোরাদ আজ দিনচনিয়ার মালিক শাহানশা বাদশা হয়েছে; আজ তার অভিযেক—তোমরা সব তার সামনে ফুলের মত ফুটে থাক, হাওয়ার মত থেলা কর, পাপিয়ার মত কথা কও, বিছাতের মত চাও, প্রাণ ভরে গান কর—

নৰ্ত্তকীগণ।

গীত।

থাকতে নেশা,

মেলা মেশা,

যত পার করে নাও;

হৃদয় খুলে,

আপন ভুলে,

বাহু তুলে নাচো গাও।
চোথে বহুক প্রেমের ধারা।
যে যা বলে বলুক তা'রা,
তুমি প্রেমে আপন হারা—
আপন ভাবে চলে যাও।
তুমি শুধু সাগর পানে,
ভোবে বিভোর গভীর তানে—
অধীর প্রাণে প্রেম বিলাও।

(গান শুনিতে শুনিতে মোরাদের নিদ্রা ; ধীরে ধীরে আরঙ্গজেবের প্রবেশ।)

আরক্ষজেব। (নর্ত্তকীগণের প্রতি) জাঁহাপনা বিশ্রাম ক'চেনে, ভোমরা যেতে পার।

[কুর্ণিশ করিয়া নর্ত্তকীদিগের প্রস্থান।

এই বীভংস ব্যভিচারের স্রোত তক্ত তাউস হতে ছুটবে ? ময়ুর সিংহাসন মদিরার উৎসে পরিণত হবে ? না না, কথনই নয় ; আর এ ঠাটের প্রয়োজন কি ? মোরাদ, আজকের নেশার ঘোর কাটবার আগেই যাতে তোমার সব নেশা ছুটে যায়, এথনই তার বাবস্থা করব ; কি স্তু জন্মের মত তোমায় ছনিয়া থেকে সরাতে পারবো না । রোশেনারা তাই চায়—তার উদ্দেশ্য কি জানি না ; কি স্তু আমি তার কথা রাথতে

অসমর্থ; ভন্ন হয়—মারা হয়—কি জানি কার মুখ মনে কোরে বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে। হাবিশদার—

(शविनमात्रत्वनी स्थोनानामात्र अत्वन i)

(योगानाना। जाँशाना।

আরঙ্গজেব। খুব সতর্ক থেকো; নেশা কাটবার আগেই মোরাদকে বন্দী করা চাই।

भोनानाना। या छक्र।

আরক্ষজেব। দেখো, বন্দাকে প্রাণে মেরো না—যত শীদ্র পার কার্য্য সমাধা কর; নেশা ছুট্লে ও হুর্জন্ব সিংহকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না। মোরাদ ক্রোধোনত হলে তার প্রতি লোমকৃপ হতে অগ্নিফুলিক্ষ বেরিয়ে শত শত আক্রমণকারীকে দগ্ধ করে ফেলে; তার হাতে একখানা অসি থাকলে সহস্র অসিও তার সমকক্ষ হতে পারে না।

মৌলানাশা। তা খুব জানি জাঁহাপনা!

আরঙ্গজেব। তাই বলছি, বেণী সময়ক্ষেপে প্রয়োজন নাই; মোরাদ এখন নিরন্ত—যত শীভ্র পার কার্য্য শেষ কর।

(তাড়াতাড়ি জিহনের প্রবেশ।)

জিহন। জাঁহাপনা, শাজাদা মোরাদকে অভিবাদন করবার জন্ত ছর্মবারে বহুদৈন্ত সমবেত হয়েছে।

আরক্ষজেব। দেখো জিহন আলি, এ সময় কেউ যেন ছর্গে প্রবেশ ক'ন্তে না পারে। আমি বেশ জানি, সমস্ত সৈত্ত আমার ছর্ভাগ্য কনিষ্ঠের পক্ষে।

क्षिरत । कि कति कर्नाव, आस्तारम छात्रा मतिया रहत छैठिए ;

মোরাদ মোরাদ কোরে সবাই পাগল। কোন কৌশল ক'রে তাদের সরাতে না পা'ল্লে এখনই তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠ্বে।

আরম্বজেব। আচ্ছা, আমি তার বন্দোবস্ত ক'চিচ। জিহন, রাজ্যে প্রচার করে দাও মোরাদবক্স পীড়িত। তাঁর সঙ্গে বাহিরের লোকের দেখা করা হকিমের নিষেধ।

জিহন। উত্তম কৌশল! (নেপথো কোলাহল) ঐ শুসুন জাঁহা-পনা!

আরঙ্গজেব। আচ্ছা, আমি চলুম; হাবিলদার, শীদ্র আমার হুকুম তামিল কর; জিহন আলি, এসো।

আরঙ্গজেবের প্রস্থান।

জিহন। (গমনকালে স্বগত) আমি জানি মোরাদবল্লের জহরতের থলি কোণায় আছে। ছাবিবেশ লক্ষ টাকার মণিমুক্তা! সব আমার হল—সব আমার হল!

মৌলানাশা। (স্বগত) এই মোহান্ধের কন্তাকে মাতৃসন্থোধন করে স্বেচ্ছায় নিজেকে নৃতন বন্ধনে বন্ধ করেছি। শাজাহানের শোণিত ধার ধমনীতে বইছে, হোক সে স্বরাপায়ী, হোক সে বাভিচারী—অজ্ঞানে তাকে ঘাতকের হাতে ম'তে দেব না। মা, ভোর করুণ আঁথি ছটী জলে ভরে উঠ্বে—প্রাণ থাকতে তা দেখতে পারবো না। (প্রকাশ্রে) মোরাদ—শাজাদা।

মোরাদ। (জড়িতখ্বরে) কে আমায় শাজাদা বলে ? আমি সম্রাট !
মৌলানাশা। স্বপ্ন-স্থপ্ন মোরাদ ! বাতাসে ঝেড়ে ফেল; অলীক
চিস্তা! আকাশে উড়িয়ে দাও।

মোরাদ। কে তৃমি! চেনা গলাবে! মৌলানাশা। ভাল করে দেথ দেখি, চিস্কে পার? মোরাদ। কে ফকীর! আরঙ্গজেবের সঙ্গে তুমিও হজে যাবে নাকি ?

মৌলানাশা। মাথা ঠিক কর মোরাদ! আমার পোষাক দেখে বুঝতে পা'চচ না - ফকারি ঘুচে গেছে! শাজাদা, তুমি বীর বটে, কিছ বড় বুদ্ধিহীন।

মোরাদ। ফের শাজাদা ?

মৌলানাশ। ঠিক, শাজাদা বলা তোমায় ভুল হয়েছে।

মোরাদ। পথে এসো বাবা---বল সমাট।

মৌলানাশা। এথনও সেই স্বপ্ন দেখছ! সম্রাট তোমার সহোদর আরক্ষকেব। শাজাদা থেতাব শাজাহানের বংশ থেকে বোধ হয় উঠে গেল। আমি তোমায় বন্দী করতে এসেছি।

মোরাদ। সে কি ফকীর!

মৌলানাশা। এইবার বোঝ আরক্ষজেবের হজ কেমন ?

মোরাদ। কি বলচ, ভাল বুঝতে পাচিচ না। ফকীর, আমায় সম-স্থায় ফেল না; আমি জীবনে কথনও ভাবিনি—আমায় ভাবিও না—কি কথা কইচ ?

মৌলানাশা। সহজে বুঝবে না—বুঝতে চাও ত রূপ রস গন্ধ স্পাশ সব ভূলে শুধু শোনবার চেষ্টা কর; প্রাণ মন এক কোরে কেবল শুনে যাও। যা কথন শোন নি, তাই শুনতে হবে—যা কথন ভাব নি, তাই ভাবতে হবে—যা কথন বোঝনি, তাই বুঝতে হবে। তোমার সব আছের হয়ে আছে—ইক্রিয় মন বুদ্ধি যাহকর তোমার সব যাহ করে রেখেছে। আরক্তেবে তোমায় নাগপাশে বেঁধেছে। মনে পড়ে মোরাদ, আমি তোমায় সতক ক'ত্তে গেছলুম; তুমি হিতাহিত জ্ঞানশৃত্য হয়ে আমায় কারাক্রদ্ধ করেছিলে। তোমার কক্তা—আমার মা—আমায় কারাযন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল। মায়ের দে ঋণ রাখব না ! আমি তোমায় মৃক্ত ক'তে এদেছি।

মোরাদ। এ দ্ব কি জেগে জেগে গুনচি—না ঘুমস্ত জগতের কতক-গুলো এলো মেলো স্থাের কথা কে আমার কাণে ঢেলে দিচেচ।

মৌলানাশা। চিরটা কাল থেরালেই রইলে—তাই থেরাল কেটেও কাটছে না; জীবন ভোর ঘুমিয়েই কাটালে—তাই বুম ভেঙ্গেও ভাঙ্গছে না। দেখ দেখি মোরাদ, এটা কি ?

(মোরাদকে লৌহশুভাল প্রদর্শন।)

মোরাদ। তুঁ, এইবার বোধ হয় ঠাওর হয়েছে। একটা গল ওনবে ফকীর ? শোন; এক বাাধ আছে—তার নাম আরক্ষজেব; সে মোরাদ বলে একটা বাঘ পোষে; যতদিন বাঘটা থেয়ে থেলিয়ে বেড়াত—ততদিন সে তাকে ছেড়ে রেখেছিল, তারপর যথন বাঘটার সেই ব্যাধের তৈরীখানার দিকে লোভ পড়ল—তথন সে ব্যলে গতিক ভাল নয়; তাই তার জন্ম লোহার শিকল গড়িয়েছে। বল দেখি, ব্যাপার এই নয় ?

মৌলানাশা। এখন ত বেশ বুঝছ মোরাদ, তদিন আগে যদি এমনি করে বুঝতে!

মোরাদ। তাতে কিছুই আগবে যাবে না; মোরাদ বস্তু শার্দ্দুল— কথন কারো পোষ মানে নি। যেমন করেই তাকে রাথ না কেন, সে নিজের পথ নিজে ক'রে নেবে।

মৌলানাশা। অসম্ভব—অসম্ভব; ভীষণ চক্রাস্তপূর্ণ এই তর্গমধ্যে একা অসহায় তুমি কি করবে মোরাদ ?

মোরাদ। আর ঐ শিকলগাছটা মাত্র সম্বল নিরে তুমিই বা কি করবে ফকীর প মৌলানাশা। আমি ভোমায় শিকল পরাতে আসিনি—শিকল যাতে পরতে না হয় তাই ক'তে এসেছি।

মোরাদ। ভূমি আমায় মুক্ত করবে ? মুক্ত হয়ে কি করব ফকীর ? মৌলানাশা। নুভন করে জীবন গড়বে।

শোরাদ। মুক্তি—মুক্তি! বড় স্পৃহণীয় জিনিস—স্বাই চায় বটে!
কিন্তু কত বাঁধন কাটবে ফকীর ? আমার শিরায় শিরায় বন্ধন—গ্রন্থিতে
গ্রন্থিতে বন্ধন—ধমনীতে ধমনীতে বন্ধন—হাড়ে হাড়ে বন্ধন! আমার
কোন্ বাঁধন খুলবে ? না না, মুক্তি চাই না—আমার তাতে অধিকারও
নেই—সাধও নেই।

মৌলানাশা। এ কথার অর্থ কি মোরাদ ?

মোরাদ। অর্থ অতি পরিকার—অতি সোজা। নেশা ছুটেছে;
মদের নেশা—ভোগের নেশা—রাজ্ঞার নেশা—সব নেশা কেটে গেছে!
আমি বন্দীও থাকব না—মৃক্তও হব না; আমার বড় আশার ছাই
পড়েছে; আমিও সকলের আশা বার্থ করব—সকলকে ফাঁকি দেব।
আমি আরক্তজেবকে ফাঁকি দেব—কারাগারকে ফাঁকি দেব—লহমার
জীবনবাাপী ভ্রান্তি শুধরে নেব। অসি—অসি—অসি; কৈ আমার ক্রীড়া
সহচর অসি—কোথার আমার জীবন সম্বল অসি—আজ তুমিও বিমুধ্ধ
হলে! স্ব্যা আছে—জ্যোতি নাই; আগুন আছে তেজ নাই; জল আছে
শৈত্য নাই; মোরাদ আছে অসি নাই! হতে পারে না—হতে পারে
না! (ক্কীরের কটিবদ্ধ হইতে তরবারি লইরা) এই যে—এই যে
পেরেছি! ক্কীর, আর এখানে দাড়িও না; যাও—সবাইকে বল, মোরাদ
আসি আলিক্তন করে জীবন শেষ করেছে—শাজাহানের শোণিত কলক্ষিত
হতে দেরনি।

(বক্ষে তরবারি আঘাত ; পতন ও মৃত্যু।)

(আরঙ্গজেবের প্রবেশ।)

আরঙ্গজেব। (ভীত ও বিশ্বিত ভাবে) একি ! বন্দীর এ অবস্থা কে ক'ল্লে হাবিলদার !

মোলানাশা। চুপ—চুপ—চুপ; আন্তে কথা কও; তোমার বাসনা রাক্ষণী শুন্তে পাবে—দে বিজ্ঞপের হাসি হাসবে—দ্বাগার তোমার সঙ্গে কথা কওয়া বন্ধ করে দেবে। যাকে আঁটবার শক্তি নাই—কোন্ সাহসে তার সব বাঁধন ছিঁড়ে দিরেছ আরক্ষজেব ? ঐ দেখ, ঐ দেখ—তোমার অস্তরের লালসানল ধক্ ধক্ করে জলে উঠছে; তোমার বিভীষিকাময়ী উচ্চাশা মুখবাাদান করে মোগল সাম্রাজা গ্রাস ক'ত্তে আসছে। ওকি, টলচ কেন ? রক্তবন্তায় দেশ ভাসাতে বদে হুবালক রক্ত দেখে অত ভয় কিসের ? এইবার দেখ্তে পাবে তোমার স্বহস্ত রোপিত বিষর্ক্ষে কিরোমহর্ষণ ফল ধরেছে। আরক্ষজেব, আর আমি ভোমার তাঁবেদারী করব না। আমার পরিচয় শুনতে চাও ? শাজাহানের অয়ে প্রতিপালিত আমি সেই মৌলানাশা ফকীর। একটা কথা জেনে রেখা, বড় আশা করে যে তক্ততাউদের পানে চেয়ে আছ—সে তক্ততাউদের থালার জাভিসম্পাত আছে। কেউ তাতে বসে শান্তি পাবে না; তৈমুরলক্ষের বংশ ধ্বংদের জন্ত তার স্টি। ময়ুরসিংহাসন ছাই হয়ে যাক—ময়ুর-সিংহাসন অতলের তলে ভুবুক:

भिंदक्षभन ।



চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সম্রাটের কক।

আরঙ্গজেব।

আরক্ষজেব। (স্বগত) জীবনবাাপী সংগ্রামের পর উচ্চাশার উচ্চতম সোপানে উঠেছি! আমারই রোষাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে সহোদর স্কলা স্বদূর আরাকাণের নদী গর্ভে চিরশান্তি লাভ কচ্চে; আমারই কুটিল কৌশলে বারশ্রেট মোরাদের নাম ছনিয়া থেকে মুছে গেছে; আমারই কঠোর পীড়নে পিতার প্রিয়পাত্র শাজাদা দারা দীনবেশে পথে পথে ঘুরে বেড়াচে। আর পিতা—যিনি এই ময়ুর তক্তে বসে হিন্দুছান শাসন কচ্ছিলেন—আমারই ইচ্ছায় তিনি আজ প্রাচীরবদ্ধ কুত্র কারাগৃহের কঠিন শিলাতলে শয়ন করে মানব জীবনের একটা প্রহেলিকাময় স্বপ্ন দেখ্ছেন। বছকটে বছ আয়াসে বছদিনে ময়ুরসিংহাসনের এই বদ্ধুর পথ কণ্টকশৃত্য ক'ডে পেরেছি।

(রোশেনারার প্রবেশ।)

রোশেনারা। কই পেরেছ আরঙ্গজেব ?

আরক্ষজেব। রোশেনারা, আর কি করব ? সমস্ত হিন্দুস্থান শোণিত-রঞ্জিত করেছি! জানি না এই তরবারিতে শোণিতের কি এক প্রচণ্ড-প্রস্রবণ আছে! হিমালয় হতে আমেদনগর, কাবুল হতে কামরূপ পর্যাস্ত চলে বাও—পথে ঘাটে, মন্দিরে দেবালয়ে, মসজিদে প্রাসাদে—সক্ষত্র আমার শোণিতক্রীডার ভীষণ চিহ্ন দেখতে পাবে।

রোশেনারা। তা দেখে কি হবে আরক্ষজেব ? যদি সিংহাসনে থাক্তে চাও, কণ্টক ছেদন কর।

আরঙ্গজেব। রাজ্য এখন নিষণ্টক।

রোশেনারা। না, তা নয়; কণ্টক পদে পদে। দেখ্তে পাছত না, দিল্লী আগরার প্রস্তরে প্রস্তরে আগ্রেয় অক্ষরে দারার নাম কোদিত, শুন্তে পা'চচ না, যমুনা কলনাদে তোমার জ্যোভার নাম গেয়ে যা'চেচ, জান না কি দারার নামের ধন্ত ধন্ত তোমার জ্য়নাদকে ছাপিয়ে উঠেছে! তবু বলবে রাজ্য নিজ্পীক!

আরঙ্গজেব। দারা দর্গহত—তার মান সম্ভ্রম, পদ মর্য্যাদা, প্রভূত্ব প্রতিপত্তি—সব আমার মৃষ্টিমধ্যে!

রোশেনারা। কিন্ত পরাজিত পলাতকের প্রতি এই সার্বজনীন সহামুভূতিই তার পুনরুখানের কারণ হতে পারে।

আরক্ষকেব। জ্যেটের সে সামর্থ্য নাই। তাকে সাহায্য করবে কে ? তার সহায় সম্পত্তি কোথায় ?

রোশেনারা। ও কথা বোলো না ভাই, তোমার আজ এমন হল কি করে ?

আরঙ্গজেব। আমার সহায় সম্পত্তি তুমি। দারার ত রোশেনারা

নাই। স্থতরাং তার পরাজ্রের সঙ্গে সঙ্গে প্নরুখানের আশাও চিরদিনের জন্ম বিলুপ্ত হরেছে।

রোশেনারা। না আরঙ্গজেব, তুমি জান না, থোদার মর্জ্জি কে বল্তে পারে ? তাঁ'র রাজ্যে অনেক সময় অনেক অঘটন ঘটে; বল্তে পার আরঙ্গজেব, কেমন করে জনপদ শাশান হয়ে যায়, শাশান জনপদে পরিণত হয় ? পর্বত সমুদ্রে ডোবে, সমুদ্র পর্বত লজ্যন করে ? মহাদেশ মহাসমুদ্র হয়, মহাসমুদ্র মহাদেশরূপে বিরাজ করে ? এ সব খোদার রহস্ত, আমি তোমায় বোঝাতে পারবো না; কিন্তু এ কথা বলতে পারি খোদার মর্জ্জি হলে অসন্তবও সন্তব হয়—পঙ্গুও গিরি লজ্যন করে। তাই বলচি, দারাও আবার উঠ্তে পারে। দেশবাসী যার পক্ষে,—তার সাহাযোর ত অভাব হবে না! তাই বলচিলুম ভাই, তুমি নিজ্ঞক নও।

আরঙ্গজেব। তুমি তবে কি পরামর্শ দাও রোশেনারা ?

রোশেনারা। ছনিয়ার থেলা দারার যাতে শীঘ্র সাঙ্গ হয় তাই কর।

আরঙ্গজেব। আবার হত্যা!

রোশেনারা। কি করবে—উপায় নেই।

আরঙ্গজেব। না রোশেনারা, থাক।

রোশেনারা। থাক্লে চলবে না।

আরঙ্গজেব। তবে কি করব ?

রোশেনারা। জিহন আলি আসছে। তাকে দারার অহুসন্ধানে পাঠাও; তার ঘারা বেরূপে পার কার্য্য সমাধা কর। নতুবা শেষ কি হবে বল্তে পারি না।

(খোজার প্রবেশ।)

খোজা। জনাব, জিহন আলি।

আরঙ্গজেব। সেলাম দাও।

(খাজার প্রস্থান।

আমি চল্লুম রোশেনারা, যা ক'ত্তে হয় তুমি কর। (গমনকালে স্থগত) রোশেনারা দেখছি দব পারে—তার অসাধা কার্যা নাই। প্রস্থান।

(জিহনের প্রবেশ।)

জিহন। (কুনিশ করিয়া) সেলাম বাদশাজাদী, বড় খোস থবর। রোশেনারা। বলে যাও।

किन्न। भाकामात्र मःवाम পেয়েছি।

রোশেনারা। কার কাছে ?

জিহন। তাঁরই পুত্র সিপিরের কাছে।

রোশেনারা। দারা এখন কোথায় ?

জ্বিচন। বহুদ্রে, আবু পর্বতের পশ্চিমস্থ মক্রভূমিমধ্যে, সঙ্গে একটাও অনুচর নাই।

রোশেনারা। অনুচর হতে কতক্ষণ ?

জিহন। সে যে মাহুযের অগমা স্থান! বেগম নাদিরাবাণুও সেই বালির তলে থাকুবেন—শাজাদারও সেইথানে সমাধি হবে।

রোশেনার!। যতদিন তানা হ'চেচ ততদিন সম্রাট আরঙ্গজেবের মঞ্চল নাই।

ক্রিহন। এখন গোলামের প্রতি কি আদেশ ?

রোশেনারা। বেমন কোরে পার শাজাদাকে দরবারে হাজির কর।

জিহন। গোলামের বকশিস ?

রোশেনারা। গুজুরাটের বড় পরগণা পেয়েছ—এইবার একটা রাজ্য পাবে। জান ত, রোশেনারা যা বলে, কখন তা মিথ্যা হয় না! জিহন। বছত থুব শাজাদী; যেমন করে পারি এ কাজ করব— কিন্তু রাজ্য চাই।

রোশেনারা। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক; আমি সম্রাটকে বোলে ভার বন্দোবন্ত ক'চ্চি। [রোশেনারার প্রস্থান।

স্থিতন। (স্বগত) এতদিন তাঁবেদারী কল্লুম—এইবার রাজ্যেশ্বর হব !

দিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আবু পর্কতোপরি ভীলপল্লী।

ভীল সন্ধার ও তাহার পুত্র।

সন্দার। আজ চৌঠা মাস হয়ে গেল—বাবার দেখা ত মিললো না— খোঁজ কল্লি না বেটা ?

পুত্র। কার কথা বল্চিস বাপ ?

সর্কার। বেটা তুই বেইমান হবি ? তুহার জান দিলে সে পাহাড়ী বাবা—চক্রবোড়ার বিষে বেটা মরিয়ে গেলি—হামার আধ্সে পানিয়া গিরতে লাগল—দেহাত থেকে আদমী লোক এসে তোকে পাহাড় পরে গাড়িয়ে দিলে! নিশি রেতে উপর থেকে সেই পাহাড়ী বাবা এসে তোকে বাঁচিয়ে লিয়ে হামার কলিজার পরে রাখিয়ে দিলে। সে বাবাকে তুই ভূলিয়ে গেলি ? শয়তানী করিস না বাপ! বাবাকে ভূলিয়ে যাবি ত সর্কারেয় বালে জানে মরবি!

পুত্র। তৃহার বেটা আমি বাবা, হ্রবমণি তো জানি না। হামলোকের কলিজাসে আপনা আদমী সে পাহাড়ী বাবার লাগি আজ চৌঠা রোজ ঢ়ঁড়ে আসছি। বাবার দেখা তুমিলল না!

সর্দার। বাবা হামার ধরুক লিয়ে থেলা করত, বাবা হামার ভীলের গাঁটা ভালবাসত, বাবায় দেখে ভীলের ছাতি ফুলিয়ে উঠ্তো, তুহার মত বাবা হামার কাছটি 'ছাড়া হত না! হাঁরে বেটা, সে বাবার ত কোন কাজ হামালোকসে হল না!

পুত্র। ঠিক বলেচিস বাপ, বাবা তবে গোঁসা করিরে চলিয়ে পেল ? সন্দার। তবে বেটা ভূই সন্দার হ'য়ে গাঁয়ের মাঝে হাজির থাক। হামি বাবার খোঁজে যাই; ছাতি হামার দমিয়ে গেছে।

পুত্র। কোথা যাবি বাবা, রাজার বেটারা দব লড়াই করচে—ভাই ভাইকে কাটিয়ে ফেলচে; বড় বেটা হারিয়ে গেল—ছোট্কা রাজা হল! বাদশার লেড়কা হামাদের ভীলের গাঁয়ের ভিতর দিয়ে পালিয়ে গেলো। কত দিপাই—কত সোয়ার হামালোকের গাঁয়ের ভিতর আসে যার! তুই এখন কোথাও যাদ নি বাপ! হামাদের ডর লাগছে কোন ছমমন এদে ভীলের গাঁটা লুটিয়ে লেবে! তুই গেলে ভীলের কলিজা ভালবে—মাথা খেলবে না! আজ নিশিতে আয় বাবা দব ময়দ মিলে মাদল লিয়ে পাহাড় ঢুঁড়ে পাহাড়ী বাবার পূজা করি। দবার ডাকে বাবা কোথাও রইতে পারবে না; এঠি এদে তেমনি কোরে হামাদের ছাতি ফ্লিয়ে দেবে।

(মৌলানাশার প্রবেশ।)

মৌলানাশা। সর্দার, বাপ বেটায় কিসের কথা কইচ ? সন্দার। এই যে বাবা, কোথা ছিলি বাপ, তুহার লাগি ঢুঁড়ে মরচি— ভূহার জন্মে ভালের গাঁ কাঁদচে। এত লেড়কা কেলে বাবা, এত রোজ কোখা গেছলি ? হামাদের কি কস্তর দেখ্লি বাপ ?

মৌলানাশা। তোমাদের কস্থর কি সন্দার, তোমরা ত আমায় যথেষ্ট ভালবাস।

সর্দার। সে কি রে বাপ, তোর জন্তে জান দেব; তুই হামার এই জোরান বেটার জান দিছিদ পাহাড়ী বাবা—হামরা দব তোর গোড়ে পড়ে থাকবো।

মৌলানাশা। (স্বগত) কি নিম্পাপ, কি পবিত্র এই নির্জ্জন পল্লী! কি স্কলর, কি সরল এই ভীলগণ! এখানে ময়ুরিদিংহাসন নাই, এখানে ঐশর্যোর মাদকতা নাই, এখানে উচ্চাশার উন্মন্ততা নাই, এখানে ছেব হিংসা ক্বতন্থতা মহাপাতক নাই, এখানে গৃহবিবাদ অন্তঃবিদ্রোহ রাজ্ঞালাভ পরপীড়ন নাই! প্রকৃতির স্বসন্তান এই ভীলগণ প্রকৃতির স্নেহালিঙ্গনে সদাই আবদ্ধ, পর্মত উপত্যকায় পরমানন্দে মৃগয়া কোরে বেড়ায়, পর্ণকৃতীরে পরম স্থথে দিন যাপন করে, প্রকৃতির পদে প্রতিনিয়ত মাথা নত করে থাকে! আর কি হলাহল উঠ্ছে ঐ সভ্যতালোকসংস্পৃষ্ট সিংহাসন হতে! কি বিষ উলগীরণ ক'চ্চে ঐ শিক্ষাছ্ট রাজ্ঞোশ্বরের হলয়! কি ক্-বাতাদে পরিপ্রিত দিল্লীশ্বরের ঐ বিশাল সামাজ্ঞা! এই দিব্যপ্রভাবনভূষিত, প্রামাঞ্চলমণ্ডিত, নদীনির্ম্বরমাকুল অনস্তময়ের পুণাাছ-শোভী পবিত্র পর্ণশালার কাছে কত মিয়মাণ ঐ পাপস্থতিবিজ্ঞভিত দিল্লী আগ্রার মণিময় সৌধাবলীর মোহাঞ্কিত নশ্বর সৌল্ময়া!

সৰ্দার। কি ভাবচিস বাপ ?

মৌলানাশা। সর্দার, শাজাদা দারা আরঞ্জেবের কাছে পরাজিত হয়ে এই পথ দিয়ে পালিয়েছে জান ?

मक्तात्र। कानि वावा, त्राकात्र (वि) किनाना नियत्र हिनास शिष्ट ।

মৌলানাশা। দারা আমার কলিজার চেয়েও আপনার, তাকে ধরবার জন্ম আবার সৈক্ত আসছে; কি করব—তাই ভাবছি!

সন্দার। তা হামার উপর কি হুকুম বল ? হামার বাল বাচ্ছা ভুহার জয়ে জান দেবে।

মৌলানাশা। (স্বগত) দেশে দেশে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে বছদিন ঘুরে দেখলুম—কোথাও সাহায্য পেলুম না; পুণ্যের পথে আসতে সবাই বীতস্পৃহ—প্রাণাধিক দারার মঞ্চলসাধনে সবাই উদাসীন! তাই আজ অনত্যোপায় হয়ে এই ভীল সন্দারের সাহায্য চাইতে এসেছি। প্রকাশ্যে) সন্দার, এই দীন ফকীরের সর্বস্থান দারাকে ধরবার জন্ম বাদশাই সৈন্ত এই দিকে আসছে। তোমাদের দ্বারা এর কোন উপায় হতে পারে কি ?

দর্দার। ভাবিদ না, বাবা, ভাবিদ না; তুহার লেড়কা ঐ পাহাড় পারে বালুচরে চলিয়ে গেল! তুই সেঠি যা বাপ, নইলে তোর পরাণ কাঁদবে। হামালোক থাকতে বাদশাই ফৌজ এ পাহাড়ধারে আসতে পারবে না। (পুত্রের প্রতি) বা বেটা, ভীলের গাঁকে জাগিয়ে ভোল; সারা পাহাড়পরে পাথর জমিয়ে রাথ—চাপে হ্রমণ মরিয়ে যাবে।

মৌলানাশা। জগদীশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

জিহনের বাড়ী।

क्रिश्न वानि।

জিহন। (স্বগত) জবর বরাত—জবর বরাত! যা মনে কচিচ তাই হ'চেছ। ছনিয়ার মণিকাঞ্চন জিহনকে সেলাম ক'ল্ডে আসছে। কোথাকার আরামদাস—বেটা একটা পাজির পাঝাড়া—বদমাসের চূড়ান্ত —তারও সর্বস্থ আজ আমার হাতে। আমার হাতে আর বলি কেমন কোরে—আমার সিন্দুকে। যথন অন্তমনস্ক হয়ে একবার সে সব লুটের মালে নিশিয়ে দিয়েছি, তথন আর তা পায় কে ? আরামদাসের চোদ পুরুষেরও আর ক্ষমতা নেই যে এক কড়া কাণা কড়িও আমার কাছে আদায় করে। বেটা কিন্তু তার সম্পত্তিগুলি হাতিয়ে নেবার মতলবেই আবার এসেছে, কিন্তু সেটা আর হ'চেচ না!

(আরামদাসের প্রবেশ।)

আরামদাস। জিহন আলি সাহেব, কেমন আছ ?
জিহন। বাস্ত আছি, কথা ক'বার কুর্নু নেই।
আরামদাস। এত বাস্ত কেন ?
জিহন। অনেক কাজ—এই চল্লুম আর কি।
আরামদাস। কোথা যাবে দাদা ?
জিহন। বলবার সমন্ধ নেই—চল্লুম।

(গমনোত্যোগ।)

আরামদাস। তা আমিও ভাই, আর এ দেশে থাকবো না—আমার ধন দৌলতগুলো দাও—নিয়ে সরে পড়ি।

জিহন। আছে। দেখা যাবে-এখন চল্লম।

আরামদাস। আমি যে আজই রওনা হব।

জিহন। তা বেশ: আমায় এখন যেতে দাও—

আরামদাস। আমার জিনিষগুলো দিয়ে যাও ?

জিহন। জিনিষ কি १

আরামদাস। ভোমার কাছে যা গচ্ছিত আছে !

জিহন। গচিছত কি ?

আরামদাস। আমার ধন দৌলত, সকস্ব।

জিহন। সর্বস্থ কাকে বলে ?

আরামদাস। একি দাদা, কালোয়াতের মত কথা কইছ যে ? লুটতরাজের সময় ধনদৌলত তোমার জিলায় রেখে বাইনি ?

জিহন। আচ্ছা ভেবে দেখবো—

আরামদাস। এ আবার ভাববে কি জিহন আলি সাহেব ? তুমিই ত উত্যোগী হয়ে আমায় ভয় দেখিয়ে আমার যা কিছু ছিল সব এনে তোমার কাছে রাখলে। এখন কথা গায়ে মাথছ না—হাব ভাব কেমন বদলে ফেলছ—মতলব কি দাদা ?

জিহন। কিসের মতলব ?

আরামদাস। আমার গচ্ছিত ধনের কি করবে ?

জিহন। কোরব আবার কি? আমার কাজ আমি করব, তোমার কাজ তুমি করবে—আমার পথ আমি দেখব, তোমার পথ তুমি দেখবে— এতো সোজা ব্যাপার।

আরামদাস। তা আমার ধন দৌলত আমায় ফেরত দেবে না ?

জিহন। বলি, বাবাজীর মাথাটা কি একটু উঞ্চ হয়েছে ? সরে পড় ঠাকুর—মাথা ঠাণ্ডা করগে।

আরামদাস। জিহন আলি, আমি মারা যাব—আমার বাঁচাও!

জিহন। আমি ত আর হকিম ছকিম নই যে মনে ক'ল্লেই বাঁচাব। বলে ত দিলুম, বভির কাছে একটু দাওয়াই টাওয়াই থাও গে।

আরামদাস। পায়ে পড়ি দাদা, রক্ষা কর ! অনেক পাপের ধন— অনেক আশার ফল—কেড়ে নিও না ; একেবারে মারা যাব !

জিহন। কি আশ্চর্যা, বাবাজীকে দেখ্ছি গারদে পাঠাতে হবে ! সরে পড়, কত্তা, সরে পড়—আমার কথা ক'বার ফুর্স্ক্ নেই।

আরামদাস। সর্কনাশ হবে জিহন আলি! এমন কোরে আমায় মেরোনা।

জিহন। ভূল বুঝছো আরামদাস ? খোদা তোমায় মেরেছে— মামুষ কি আর মানুষকে মারতে পারে ?

আরামদাস। তোমায় বড় বিখাস করেছিলুম জিহন—এখন তার ফল ভগছি।

জ্বিছন। তাই যদি মনে করে থাক—তাই! কিন্তু আর কথা বাডিও না—আমায় যেতে দাও।

আরামদাস। আমার ধন দৌলত দাও।

জিহন। কে হে ডাকু ভূমি—আমিরের বাড়ী অনধিকার প্রবেশ কর ?

আরামদাস। কেরে হ্ষমণ তুই আরামদাসকে ফাঁকী দিন ? জিহন। আমি জিহন আলি—বাদশার ডান হাত। আরামদাস। আমিও আরামদাস—জিহন আলির যম।

[আরামদাসের প্রস্থান।

জিহন। (স্বগত) যার ধন তার ধন নয়—নেপা মারে দই!

প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মরুভূমি।

मात्रा अ नामित्रा।

নাদিরা। সিপির অনেককণ গেছে—কেন এখনও আসছে না ?

দারা। একটু এগিয়ে দেখি।

নাদিরা। না—তোমায় আর দেখ্তে হবে না।

দারা। তুমি যে বড় কাতর হয়েছ— পিপাসায় তোমার মুথ বিবর্ণ হয়ে গেছে! আমায় বাধা দিও না।

নাদিরা। কন্ত হচ্চিল বটে, কিন্তু এখন কমেছে। ঐ দেখ, আকাশে মেৰ উঠেছে।

দারা। তোমার সহুশক্তির সীমা নেই।

নাদিরা। তুচ্ছ নারী আমি—আমার কথা কি কইতে আছে?
আমার শক্তি সামর্থ্য সবই তুমি! তুমি অগাধবারিধি, আমি ভাতে বিন্দু
বইত নই।

দারা। যার এত ভরদা রাথ তোমার দেই বস্তুতে ভাঙ্গন ধরেছে।

নাদিরা। তাও কি হয় ? তুমি কথনই ভেঙ্গে পড়বে না—তুমি ভেঙ্গে পড়তে পার না! নিজেকেত নিজে দেখ্তে পাও না; কিন্তু আমার কাছে একথানি দর্শণ আছে—তাতে মুহুর্ত্তে মুহুর্ত্তে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে তোমার ছবি ওঠে; সেই মৃকুরে স্পষ্ট দেখছি তোমার নৃতন গড়ন হরেছে—তুমি দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হরে উঠেছ—তোমাতে অভিনব রূপ কুটেছে! তোমার রংমহলে এক রকম দেখ্ডুম—কিন্তু যেদিন তোমার হাত ধরে বেরিয়ে এসে উন্মুক্ত গগনতলে দাঁড়ালুম—সেদিন থেকে তোমার আর এক রকম দেখছি! সেখানে তুমি বৃদ্ধ পিতার নম্বনানন্দ ছিলে—নিজের আত্মীয় সন্ধনের প্রতিপালক ছিলে—এই আপ্রতা সেবিকাকে পেলেই তোমার আশ মিটত। এখন তোমার অন্তর বাক্তিকে ছেড়ে জাতিকে ছেড়ে সমগ্র জ্বগতের অথও কল্যাণ প্রেরামী। তুমি এখন গাঁতে মজে আছ তাঁর আদি নাই, অন্ত নাই, ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই—উপচন্ন নাই, অপচন্ত নাই! তোমাকে কি আর কিছুতে টলাতে পারে প

দারা। যাই বল, তোমার এ হর্দশা আর দেখতে পারি না! আমার তাপদগ্ধ জীবনের একমাত্র ছায়া শীতল আশ্রর তুমি—তুমি বে দিনে দিনে শুখিয়ে যাচ্চ নাদিরা ?

নাদিরা। সে কি প্রভু, আমিও ত তাঁরই অণুর অণু—তাঁথেকে বিচ্ছিন্ন করে আমায় দেখ্ছ কেন ? তাঁর বলে যাকে একবার চিনেছ— তাঁরই অণুর অণু বলে যাকে একবার বুঝেছ—সে কি আর শুথায়, সে কি আর শীর্ণ হয় ? তার বেটা শুথায়, যেটা শীর্ণ হয়—সেটার ধর্মই শুথিয়ে যাওয়া—সেটার ধর্মই শীর্ণ হওয়া, সেজন্ম আবার ছংখ কি ? তোমার অনাবিল দৃষ্টিকে আর আবিল হতে দিও না, তোমার চিরনিম্মল সরল অন্তরে আর সঙ্কীর্ণতার জটিলতা এনো না। এখন তোমার ভাষা আমার হয়েছে—তাই তোমারই কথায় তোমায় উত্তর দিলাম।

দারা। শত পরিচারিকা নিযুক্ত করেও বার পর্যাপ্ত পরিচর্ব্যা হবে না ভাবতুম—ক্যোৎসালোকধৌত বমুনাদৈকতে ক্যোৎসাপ্তল মম্মরাসনে বাকে শরিত দেখেও তৃপ্তি হত না—বাকে সাজাবার জন্ম পৃথিবীর দিগ্দেশ হতে মণিরত্ব আহরণ করেও আশ পূরত না—এই আমার সেই নাদিরা! এখন বুঝেছি নাদিরা, কেন কিছুতেই তোমার মন উঠত না; তৃমি দকলের উপর উঠেছ! মণিরত্বের উপরে, ঐশ্বর্যা সম্পদের উপরে, ভোগস্থথের উপরে, দবার চেয়ে যা বড় সেই তঃথের উপরে উঠেছ। আমি তোমার শোনাকথা শুনিয়েছি—আমি তোমার কাছে মুথের কথা আইড়েছি—আমি তোমার শুরু শেখা কথা শিথিরেছি! আমি শিথিনি তৃমি লিখেছ—আমি দেখিনি তৃমি দেখেছ—আমি জাগিনি তৃমি জেগেছ। আমার জাগিয়ে রেখো নাদিরা, আমার জাগিয়ে রেখো—আর ঘূমুতে দিও না! এসো চকুরাণ তৃমি, প্রবৃদ্ধ তৃমি, তোমার হাত ধরে তাঁর কাছে এই মাত্র ভিক্ষা চাই, যে এই অনৈশ্বর্যা আর সেই ঐশ্বর্যা, এই কঙ্করাসন আর সেই মর্শ্বরাসন, এই রৌদ্রতপ্ত মরুভূমি আর সেই চক্র-কিরণশীতল যমুনাসৈকত, এ সবই তাঁর দেওয়া বলে—সবই তাঁর সামগ্রী বলে সমান আদরে, সমান বত্নে, সমান দৃষ্টিতে যেন গ্রহণ ক'ত্তে পারি!

(কয়েকজন মোগল দৈনিকের প্রবেশ।)

১ম দৈনিক। ঐ শাজাদা!

২য় দৈনিক। ঐ বেগম সাতেবা!

দারা। নাদিরা, এইবার সব শেষ হল! মৃত্যুকালে তোমার শুক মুখে এক বিন্দু শীতল জল দিতে পাল্লম না!

নাদিরা। তুমিই আমার শীতল জল! তুমি পশ্চাতে যাও; আমার এসে হত্যা করুক, ইতিমধ্যে দেহের সমস্ত শক্তি সঞ্চিত করে উর্জনালে প্রায়ন কর।

शादा। ना नांक्ति, जा शाद्राता ना !

১ম দৈনিক। চল সকলে এক সঙ্গে অস্তাঘাত করি।

(इंडिया जीनरेम्ब मह जीन मर्फाद्यत अदन् ।)

সর্দার। ভীলের ছাতির পরে রাজার বেটা বৈঠে আছে—সেঠি থেকে কৈ ছ্যমণ ত শয়তানী করে তাকে লিতে পারবে না! হামা-লোকের বাণে মরবি ছ্যমণ! লে বেটা, সব সেপাই সোয়ার বালুচরে গাড়িরে কেল!

(মোগল সৈত্তগণের পলায়ন।)

বাবা, আর এঠি থাকিস না! দখিন পথে চলিয়ে যা; রাজার পোষাক ছাড়িয়ে ভীলের সাজে সাজিয়ে লে—কি করবি বাপ! ত্রমণে দেশ ছেয়ে ফেলছে, শন্নতান তোর সাথে ফিরছে।

দারা। কে তুমি—এই আসর মৃত্যুর হাত হতে আমাদের রক্ষা ক'লে ?

সর্দার। হাঁমার থোঁজে কাজ কি বাপ ! হামি যে তোর লেড়কা আছি—তুহার জন্মে হামার পাহাড়ী বাবা কাঁদচে ! বাবার দরদ লাগি হামালোক সব মরিয়ে গেন্ড ! আর কথা কসনি বাপ—ফুর্ত্তি করিয়ে চলিয়ে যা—ঐ সিধা সড়ক ধরিয়ে যা—তুই জানে বাঁচবি—বাবা জানে বাঁচবে ! প্রস্থান ৷

দারা। বুঝেছি, এ আমার সেই আরাধ্য ফকীরের থেলা।
মৌলানাশা—কোথার তুমি ? নাদিরা, এ বিপদেও কৃল পেলুম—চল,
আবার অগ্রসর হই।

[প্রস্থান।

(निशिरत्रत्र व्यव्य ।)

সিপির। কোথার মা—কোথার পিতা! আমার বিলম্ব দেখে কি তাঁরা আমারই অমুসন্ধানে গেলেন। মার আমার যে চলবার শক্তি ছিল না—পিপাসার কাতর হয়ে মুম্রুবং তিনি যে এই বালুশয়ার পড়েছিলেন —কোথার গেলেন। মা—

(জিহনের প্রবেশ ও সিপিরকে ধৃত করণ।)

জিহন। এ অনস্ত প্রান্তরে রুথা মা মা করে কেন আর নিজের কণ্ঠ শুষ্ক ক'চ্চ সিপির ৪ চল আমার সঙ্গে চল—

সিপির। কে, জিহন আলি! ভাই, তুমি কি করে এখানে এলে ? জিহন। আর 'ভাই' সম্বোধন কেন সিপির! ওসব কুটুম্বিতার আর দরকার কি ? তোমায় পেয়ে আমার গ্রপর্যার স্থবিধা হ'ল—এর জন্ম আনি বরং একবার খোদাকে ডাক্তে পারি।

সিপির। জিহন, ভোমার কথার আমি অর্থ ব্রুতে পাচিচ না !

জিহন। অর্থ বড় বেশী শক্ত নয়; তোমাকে আমি বন্দী কলুম।

সিপির। এঁাা, একি ! তুমি কি সেই জিহন আলি ! আমার পিতা যাকে প্রাণদণ্ড থেকে বাঁচিয়েছিলেন ? না বেশী ঘুরে, দিবারাত্র চিস্তা করে, আমার মস্তিকের বিকার উপস্থিত হয়েছে ?

জ্বিহন। হাা—আমি সেই জিহন আলি! মন্তিক তোমার ঠিকই আছে—শুদ্ধ তাতে এইটুকু ধারণা হ'চেচ না যে একরন্তি ক্লভক্রতার থাতিরে কি একটা রাজ্যের আশা ছাড়া যায়!

সিপির। নরাধম, তোর মনে এই ছিল!

জিহন। কেন বকচ সিপির, চল চল—এইবার তোমার বাপকে দরকার।

(হাতকড়ি পরাইবার উদ্বোগ।)

সিপির। জিহন, এই যদি তোমার ইচ্ছা হয়—একটু বিলম্ব কর।
স্থামার মা পিপাসায় কাতর হয়ে নিকটেই কোথাও পড়ে আছেন।

আমি বছকটে এই জলটুকু তাঁর জন্ম সংগ্রহ করে এনেছি। তাঁকে এই জলটুকু পান করাই, তারপর আমায় বেঁধো—মেরো—যা ইচ্ছা কোরো।

জিহন। সে সময় নেই সিপির, সে সময় নেই ! কেন আর মায়।
বাড়াবে—চলে এসো ! দেখ্চো না—জোরে বাতাস উঠছে ! নাও
প্রহরি, বন্দীকে খুব সাবধানে নাও—শাজাদার অমুসন্ধানে যেতে হবে।
[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গৰ্ভাঙ্ক

পাৰ্বত্য পগ।

ভীল স্ত্রী পুরুষগণের গীত।

আমরা হঠিয়েছি তুষমণ;
বিষের বাণে মল জানে সিপাই সোয়ার জন।
বালুচরে ভীল পাহারা পাহাড়ে সন্দার,
সহর গাঁয়ে আগ জালিয়ে কর দেও ছারখার,
দে জান লে জান মরদ জোয়ান আওর আওরাৎজন

ষষ্ঠ গৰ্ভাঙ্ক।

প্রাদাদস্থ কারাগৃহ।

শাজাহান।

শাজাহান। (স্বগত) থোদার রাজ্যে সাধ কথনও পূর্ণ হয় না—
সাধের জিনিস কিছুই থাকে না! সাধ করে ময়ুর সিংহাসন কল্লম—
এখন তা কোথায় গেল! ঐ যে দূরে রজতধবল জ্যোৎস্লাপ্লকিত
শুল্রদেহ তাজমহল আমার দর্পণ বিনিশিত য়মুনার জলে প্রতিবিশ্বিত
হ'চেচ—জীবনে আর কথনও তার কোলে স্থান পাব না! একে একে
সকল সাধের সমাধি হ'চেচ—সবই যেন স্বপ্লের মত স্বপ্লরাজ্যে মিলিয়ে
য়াচেচ! স্মৃতির তাড়নায় জীবন চর্প্লই হয়ে উঠেছে। হায়—হায় সব
গেল; রাজ্য গেল, ঐশ্বর্য গেল, দারা গেল, স্কুজা গেল, মোরাদ গেল!
আর আমি কি নিয়ে থাকব? কি করি—কোথায় য়াই? না, আর
এখানে থাকবো না—এখানে থাক্তে পারবো না—আমি দিল্লীর পথে
পথে ভিক্লা করে বেড়াব! না না, তাও হবে না—সেও ছরাশা! সে
সাধেও বিধাতা বাদী! আমি যে বন্দী! আমি যে পুত্রের কাছে বন্দী!
সে আমায় ছাড়বে কেন? এইখানে আমায় থাকতে হবে—আমার
আর অন্ত স্থান নাই।

(আমিনার প্রবেশ।)

আমিনা। দাদা মশাই! শাজাহান। কে এসেছ ? আমিনা! দিদি, এখানে কেন ? আমিনা। তোমায় দেখতে এসেছি দাদা মশাই !

শাজাহান। দেখা ত হয়েছে—এইবার পালাও; শীত্র পালাও; এ বে কারাগার! এখানে বড় কষ্ট, বড় জালা, বড় যন্ত্রণা! এখানে থেকো না—থেকো না।

আমিনা। আমি এখানে ভোমার সেবা করব দাদামশাই।

শাজাহান। আমার সেবা! বন্দীর আবার সেবা কি? না দিদি, তাতে আমার কষ্ট হবে—তাতে আমার লজ্জা হবে—তাতে হয়ত— সম্রাটের বিচারে আমার দণ্ড হবে।

আমিনা। ওকি দাদামশাই, আপনিই আমাদের সমাট।

শাজাহান। আমাকে শাজাহান মনে ক'চচ ? না—তা নয়; শাজাহান মরেছে—অনেক দিন মরেছে ! এ বন্দী আর একজন লোক। ভূল বুঝে কার কাছে আস্তে কার কাছে এসেছো !

(আরঙ্গজেবের প্রবেশ।)

আরঙ্গজেব। পিতা!

শাজাহান। কে ?

আরঙ্গকেব। আমি আরঙ্গকেব—আপনাকে দেখতে এলুম পিডা!

শাজাহান। আমাকে পিতা বলচ কেন ?

আরঙ্গজেব। সেকি পিতা।

नाकाहान। ना ना—उपहान कात्रा ना—वन वनी।

আরঙ্গজেব। না পিতা, ও কথা বলবেন না।

শাজাহান। আবার পিতা! কে পিতা? আমি আরক্তেবের পিতা নই—আরক্তেব আমার পুত্র নয়! আরক্তেব রাজ্যের— আমি তার বন্দী! সে সিংহাসনে, আমি কারাগারে! পিতা পুত্রের সম্বন্ধ আর আমাদের নাই। এখন তুমি আমার শক্র, আমি তোমার শক্র! এখন আমি তোমার সর্বনাশ কামনা করব—তুমি আমার পীড়ন করে সুখী হবে।

আরঙ্গজেব। কেন আগনার কি এখানে কোন কট আছে ?
শাজাহান। আমার মনের অবস্থা শত্রুকে জানিরে কি হবে ? আমি
বেশ আছি, যাও।

আরঙ্গজেব। নিশ্চিত জানবেন পিতা, আপনাকে কষ্ট দেবার আমার অভিপ্রায় নাই; কিসে আপনি স্থবী হন বলুন ?

শাজাহান। নির্ভূর আরঙ্গজেব, স্থের ত আর কিছু বাকী রাথে।
নি! এ জগৎটাই অবিখাসী! পুত্র অবিখাসী, কন্তা অবিখাসী, রাজ্য
অবিখাসী, ঐখর্যা অবিখাসী! আর স্থথের কামনা করি না! তবে
দল্মা করে যদি কষ্ট শাঘব কর—একটা অন্থরোধ ক'তে ইচ্ছা করে।

व्यात्रश्रक्षव । वनून ।

শাজাহান। আমার সমাধি দাও—জীবন্তে সমাধি দাও; কিন্তু তং-পূর্বের আমার কলিজার চেয়েও প্রির বড় সাধের, বড় যত্নের, বড় আশার তাজের কোলে ক্ষণিকের জন্ত আমার বিশ্রাম কত্তে অনুমতি কর; তারপর সেইখানে আমার মহানিদার জন্ত শ্বাা রচনা করে দিও—আমি স্থথে শরন করব; আর শেষ নিঃশাস বহির্গত হবার পূর্বের তোমার আশির্বাদ করে বাব।

আমিনা। পিতৃব্য, অমুনয় কচ্চি, আমার এই বৃদ্ধ শোকতাপ জরাজীন পিতামহকে জালার উপর আর জালা দেবেন না। সিংহাসনে এমন কি আছে বার জন্ম লোকে পিতৃঘাতী হয়, যার মোহে মামূহ চিরমঙ্গলকে পদদলিত করে, যার আশায় মামূহ মমূযুদ্ধে জলাঞ্জলি দিয়ে পশুত্বের দিকে প্রধাবিত হয় ?

আরঙ্গজেব। আমিনা, আমার অভিনাষ তুমি জান না। আমি রাজ-দণ্ড হাতে করেছি; তুমি আমার লাতুপুত্রী, তোমায় ত আমি ত্যাগ করিনি ? আমি আমার প্রিয়পুত্র ভাবী ভারতেশ্বর স্থলতান মহম্মদের হস্তে ভোমায় সমর্পণ করব।

আমিনা। পিতৃবা, অপরাধ নেবেন না; কিন্তু মনে জানবেন, আমিনা তার পিতৃঘাতীর পুত্রের মুখও কখন দশন করবে না।

আরঙ্গজেব। তুমি জান না মা, তোমার পিতা আত্মদোষেই গেল!

আমিনা। ও কথা বলবেন না, আমার পিতা আপনার প্রতারণায় গেল! আমিনা প্রতারকের পুত্রবধূ হবে না—আমিনা পাপীর কাছে থাকবে না—আমিনা ঐশ্বর্যোর অভিলাষিণী নয়—হতভাগ্য পিতার হতভাগিনী কল্পা আমিনা পিতামহের অবর্তুমানে রাজপুরীর ছায়াও আর স্পর্শ করবে না।

শাজাহান। না ভাই, ছায়াও স্পর্শ কোরো না; এ ছায়ার মায়ায় যে আনমনা হয়েছে জালার সমুদ্রে সে ভাসছে। সে দেখে জালা, শোনে জালা, থায় জালা, ছোঁয় জালা! এই দেখ, আমার পানে চেয়ে দেখ, জালাময়ী বাসনার তীব্র অনলে দয় হয়ে আমার কি হয়েছে দেখ! এর চেয়েও দেখতে পাবে! সমুখে দেখতে পাঠে—উচ্চাশার নভশ্চুমী শিখরে ঐ যে নবীন সম্রাট দস্তভরে এখনও বেশ দাভিয়ে আছে, অচিয়ে হর্জাগ্যের প্রাণঘাতী আবর্ত্তে ওকে নিমজ্জিত হতে হবে। খোদার নিয়মের কখন অন্তথা হবে না—কখন অন্তথা হবে না।

আরঙ্গজেব। আমিনা, তোমার পিতামহকে নিয়ে একটু বাইরে যাও; ওঁর মস্তিক্ষ উত্তপ্ত হয়েছে। প্রস্থান।

আমিনা। দাদামশাই, আমার সঙ্গে এসো।

শাজাহান। কোথায় যেতে হবে ? না, জ্বিজ্ঞাসা করব না—যেখানে নিয়ে বাবে সেইথানে যেতে আমি বাধা। চল যাই।

আমিনা। দাদামশাই স্থির হোন; আমার ত্র্ভাগ্য পিতৃবোর উপর রাগ করে আর কি হবে ?

শাজাহান। না দিদি, আর রাগ ক'রব না; আহা, আমি তাকে অনেক হর্পাক্য বলেছি! ভুলে গিয়েছিলাম, সে আমার সস্তান। চল আমিনা, আমার তার কাছে নিয়ে চল; সে সিংহাসনে বসবে—আমি তাকে আশীর্পাদ কোরে আসব।

িউভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

মরুভূমি মধ্যে ঝটিকাবর্ত্তে বালুকাস্তপে নিমজ্জিতপ্রায় নাদিরা।

নাদিরা। এ কি ! ছর্য্যোগ থেমে গেল কেন ? না—না, থেমো না—থেমো না ! যেখানে যত ঝড় আছ সব ছুটে এসো—আমারই আনে পালে বইতে থাক—আমারই উর্দ্ধে অধে আমাকেই বেষ্টন করে নৃত্য কর—আমাকেই চুর্ণ বিচূর্ণ করে এই বালুকা মধ্যে পুঁতে ফেলে ভোমাদের সর্ব্ধগ্রাসী ক্ষুধা মিটাও; কিছু তাঁকে স্পর্শ কোরো না—তাঁর দিকে যেও না—তাঁর পানে চেও না ! উঃ ! জিব জড়িয়ে আসছে—বড় পিপাসা—বড় পিপাসা !

(त्वरंग क्वर्भूर्ग क्वम श्रुष्ठ सोवानामात्र ख्रुर्वम ।)

মৌলানাশা। মা-মা, কেন এ পথে এসেছিলি ?

(नामितात मूर्थ कन निक्न ।)

নাদিরা। কে ? সিপির ! আঃ—আঃ—হিম ছড়া, বাপ, হিম ছড়া ! এইবার একবার চোথের সামনে এসে দাড়া ! হিমানীর চেরে শীতক তুই—তোকে প্রাণভরে দেখি । একি বাপ, কথা কইচ না কেন, ছঃখিনীর সস্তান বলে কি অভিমান হয়েছে ?

মৌলানাশা। মা, আমি তোমার সিপির নই—আমি ফকীর! আমি সবারই ছেলে—তোমারও ছেলে!

নাদিরা। কে ফকীর এসেছ ? বেশ দিনে এসেছ ! তুমি ত আমার আচেনা নও—তুমি বে আমার পরিচিত অপেকা পরিচিত—আপনার হতেও আপনার ! আমি আশৈশব তার চোথে তোমার দেখে আসছি— তাঁর কানে তোমার কথা ভনে আসছি—তাঁর হৃদর দিয়ে তোমার হৃদয়ভরা মেহ অন্তব করছি ! তুমি যে আমার সিপিরের চেয়েও বড়—আমিনার চেয়েও বড়; তুমি যে একাধারে আমাদের পুত্র কলা— জনক জননী ! কাছে এসো বাপ ; একটা কথা বলে যাই—ছায়ার মত তাঁকে অনুসরণ করবার, মায়ের মত তাঁকে সেহ করবার, আমার মত তাঁকে পরিচর্ঘা করবার তুমি বই আর কেউ রইল না ; আমি চল্লুম ।

মৌশানাশা। মা আমার স্বপ্নরাজ্ঞ্যে প্রবেশ ক'চেচ! অনেক কষ্ট পেরে মা ঘুমিরেছে!

(নাদিরার দেহোপরি জল সিঞ্চন।)

(উদ্ভাস্থভাবে দারার প্রবেশ।)

দারা। আকাশ কথা কইচে—বাতাস কথা কইচে—মাটি কথা কইচে; আজ সবার মুথ ফুটেছে! ঐ বিহাতের চমক—ঝঞ্চার শব্দ— মেবের গর্জন—স্বাই ডাকছে—আয়, আয়, আয়! তার কাছে যাবি যদি আয়! নাদিরা ওদের স্বাইকে ভালবাসে। নাদিরা আকাশ ভালবাসে—বাতাস ভালবাসে—মেঘ ভালবাসে—বজ্ঞ ভালবাসে! তাই আকাশে নাদিরার ছবি উঠেছে, বাতাসে তার কণ্ঠস্বর ভেসে যাচে, মাটি তার পায়ের দাগ বুকে করে রেথেছে! ঐ বালিয়াড়ের উপর ও কার ছবি? নাদিরার! নাদিরার! আর তুমি কে? তুমি ওথানে কি ক'চে! জল দিচে! দাও—দাও—দাও; আহা, তার বড় পিপাসা—বড় ত্যা! তার কণ্ঠতালু মেদ মজ্জা, অস্থি মাংস, স্ব ভকিয়ে গেছে! কিন্তু ওধানে জল ঢালচ কেন? তাকে যদি শীতল ক'তে চাও—তবে আকাশে জল ছড়াও—বাতাসে জল ঢালা—পৃথিবীকে জলে ভ্বিয়ে দাও! আজ যে অনলে অনিলে, বঞ্লায় ঝটিকায়, অস্তরে বাহিরে—স্বত্র নাদিরা—স্বই নাদিরাময়!

মৌলানাশা। ঠিক দেখ্ছ, শাজাদা, ঠিক্ দেখ্ছ! ঐ দৃষ্টি থাকতে থাকতে ঐ সঞ্চে আর এক জনকে দেখ—শোক ভূলে যাবে—ছ:থ দ্রে পালাবে, ভূলোক ছালোক এক স্ত্রে গাঁথা বুঝতে পারবে!

দারা। তাইত ! এতক্ষণ তোমার দেখিনি ! দাড়াও, তুমি দাড়াও, আমার নাদিরামর বিখের মাঝখানে এসে দাড়াও—তুমিই এ বিশ্বের উপযুক্ত মেরুদণ্ড ! কি মহান্ দৃশ্য—কি বিরাট ছবি ! কণ্টকের মুকুট, কণ্টকের আসন, প্রতি অঙ্গ আপাদমন্তক লোহশলাকাবিদ্ধ—রোমে রেক্রাচ্ছাস ! তবুও মুখে হাসি ধরে না—তবুও আঁথিতে আশীর বই আর কিছু বর্ষে না ! মরি মরি কি স্থাকর ! ঐ যে—তোমারই পদতলে নাদিরা স্থা ! আমার ঘনান্ধকারের দীপ, নিরাশার আশা, সকল আকাজ্জার সার —নাদিরা তোমারই শীতল চরণচ্ছান্নার গাঢ় নিদ্যার অভিভূতা ! নাদিরা বুঝি সব ভূলে যুমিয়েছে ! তার সকল জ্ঞালা

জুড়িয়েছে ! তার সকল সাধ মিটেছে ! আমর তার জ্বন্থ তার হব না— আমর তার জ্বন্ত চাথের জল ফেলব না।

মৌলানাশা। ওই দেখেই নিবৃত্ত হয়ো না শাজাদা—আরো দেখো, আরো দেখো, আরো দেখো।

দারা। এ কোথায় নিয়ে এলে ফকীর! এ স্বপ্ন না প্রহেলিকা, মতিত্রম না মায়া! কিছুই বাহিরে নয়; আকাশ পৃথিবী মরুপ্রান্তর গ্রহতারা কিছুই বাহিরে নয়—সব ভিতরে! নাদিরাও ভিতরে! সেথানে সে তেমনি জাগ্রত—তেমনি জীবন্ত। ভিতর বার এক হয়ে যাচেত—আপন পর ভেসে যাচেত, আলো আঁধার মিশে যাচেত! চক্র ডুবছে, হর্যা ডুবছে, গ্রহ ডুবছে—সব এক হয়ে যাচেত। একাকার—একাকার—একাকার! এ দৃষ্টি কি চিরস্থায়ী হয় না ফকীর!

মৌলানাশা। (নাদিরার দেহ বালুকান্তপে সমাধিত্ব করিয়া) হয় বৈকি, শাজাদা, হয়। তুমি ত সেই পথেই চলেছ! এখন শুধু চলে বাও; শিখরের পর শিখর ডিঙ্গিয়ে চলে বাও। এমনি কোরে বেতে বেতে বেদিন নিজের হৃৎপিণ্ড নিজের হাতে উপড়ে ফেলবার শক্তি আসবে—মাহ্য হোক পশু হোক চেতন হোক অচেতন হোক—সকলের বেদনা যেদিন নিজের অন্তরে নিয়ত অন্তব করবে, সেই দিন—সেই মাহেক্রক্রণে তুমিও ঐ একাকার সাগরে মিশে ঐ ছবির মধ্যে ছবি হয়ে বাবে! কিন্তু সেদিনের এখনও বিলম্ব আছে। উপস্থিত আর একটা ন্তন ঝড় আসছে। তার বেগের কাছে তীর তারা উন্ধা বায়ু সবার বেগ হার মানে! মনের হাল শক্ত করে ধরে দাড়াও শাজাদা! এ বে সে ঝড় নয়—এ মাহুয়ের মনে শয়তানের তোলা নরকের ঘূর্ণাবর্ত্ত। ঐ—ঐ—ঐ এলো—সামাল—মাঝি সামাল!

(শৃঙ্খলিত সিপিরকে লইয়া জিহনের প্রবেশ।)

দারা। জিহন—জিহন! এই মূর্ত্তি ধরেছ। নরকের ঝড়ই বটে।
সিপির। পিতা—পিতা, আপনারই অন্নে প্রতিপালিত, সেই জিহন
আলি আজু আপনাকেই বন্দী করতে এসেছে।

দারা। বেশ করেছ জিহন—বেশ করেছ। এমন স্থ্যোগ ভোমার মার হবে না। পুত্রকে প্রাণে বাঁচিমে পিতাকে ঋণে আবদ্ধ করেছিলে— পিতা নিজের প্রাণপাত করে সে দেনা মিটিয়ে দিতে প্রস্তুত আছে। ববার হিসাব চুকোতে বসেছি—তোমার হিসাবও চুকিয়ে দেব! চল বাই!

भिंदक्ष्मभा।





প ব অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দিল্লীর কারাগৃহ।

দারা নিদ্রিত।

কারারক্ষক। তের তের দেখেছি বাবা, এমনটা কিন্তু কথন দেখিনি।'
কোতলের সমর ঘুম! ডাকলে সাড়া নেই! একি কথন কেউ পারে!
ভাবতে গেলে গাটা যেন ছম ছম করে! কিন্তু কি করি—জাগাতে ত
হবেই! সমর যে হয়ে এলো! শাজাদা—শাজাদা! একি বাবা,
ঘুমুতে ঘুমুতে মাথা দেবে নাকি! না মরবার আগেই দানোর পেলে!
এত কাছে থাকাটা বড় স্থবিধের বোধ হচ্চে না। কি জানি বাবা—যদি
আমার বাড়েই চেপে বদে! একটু তফাতে যাই; তেমন তেমন দেখি— .
ধাই ধুঁই চম্পট! (দুরে গিয়া) শাজাদা!

দারা। (গাত্রোখা পূর্বক) এঁন-কি? কি জমাদার?

কারারক্ষক। (ভীতভাবে পশ্চাৎপদ হইয়া) কিছু না—সময় হয়েছে!

দারা। আমিও ত উঠেছি।

কারারক্ষক। তবে আমি চন্নুম শাজাদা—আপনি প্রস্তুত হোন।
[কুর্ণিশ করিয়া কারারক্ষকের প্রস্তান।

দারা। (স্বগত)লোকে শোভাযাত্রার জন্ম প্রস্তুত হয়—দরবারে যেতে হলে সাজ্বসজ্জা পরে—উৎসবে যোগ দেবার সময় পোষাক পরিচ্ছদ সংগ্রহ করে। আমায় কোন শোভাষাত্রায় বেরুতে হবে—কোন দরবারে যেতে হবে—কোন উৎসবে যোগ দিতে হবে! এথানকার কিছুই ত দেখতে বাকী নাই। সিংহাসন হতে তৃণাসন, পর্ণকুটীর হতে প্রাসাদ— সব দেখেছি, সব ভোগ করেছি। শুধু একটু দেখতে বাকী আছে— সেইটকু দেখাবার জন্ম তোমরা আসছ ? (ছইদিক হইতে ছইজন জহলাদের শাণিত কুঠার হস্তে প্রবেশ।) এসো-এসো-ছদিক দিয়ে তজন এসে আমার তুপাশে দাঁড়াও। সেখান থেকে ডাক পড়েছে---তাই তোমরা এসেছ। একটু দেরী করবে কি ৮ একবার নিজেকে নিজে দেখেনি—কোথাও কিছু গলদ রয়ে গেল কি না সেইটুকু মাত্র বুঝে নি। সব দেখতে পাচিচ; সেই শৈশব হতে এই মুহুর্ভ পর্যান্ত সমস্ত জীবনটা চোথের সামনে ভাসছে। কৈ কোথাও ত একটা দাগও **त्वराक शाहे ना । जब जाना-धवध्य जाना-प्रतिनकात विकृति शर्याञ्च** নেই। ঐ রণভেরীর আওয়াজ কাণে আসছে—ঐ সৃদ্ধক্ষেত্রে রক্তনদী বইছে দেখতে পাচ্চি-কিন্তু মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি-ও ভেরী আমি বাজাইনি-ও রক্তল্রোত আমি ছোটাইনি ৷ তবু কণ্ঠকদ্ধ হয়ে আসছে **क्नि ?** ट्राथ ब्राल ভরে উঠছে किन ? এই সময়ে, এই দেহে একবার শেষবার যদি তোমায় দেখতে পেতৃম !

(জনৈক রক্ষীর সহিত সিপিরের পরিচ্ছদে মৌলানাশার প্রবেশ।)

মৌলানাশা। এই যে আমি এসেছি শাজাদা! নিষ্ঠুর বাদশার নির্ম্ম আদেশ—পুত্রের সামনে পিতাকে বলি দিতে হবে! শুনে প্রাণ কেঁপে উঠ্লো; থাক্তে পাল্ল্ম না; তাই কৌশলে সিপিরকে মুক্ত কোরে আমিই সিপির হয়ে এসেছি!

দারা। কে বলে আমি একা—কে বলে আমি পরিতাক ! তোমার মত মহাপুরুষ যার জন্ম এত আকুল, তার তুলা ভাগাবান জগতে আর কে আছে ? অন্তর, অধীর হয়োনা। অশ্রু, সংযত হও—কেন চক্ষু, জলে ভরে উঠ্ছো ?

মৌলানাশা। ও চোথে ও জল আর ছুটবে না; তাই লহরে লহরে চোথের কোলে জল আসছে। ও অঞা নির্দ্ধ কোরো না বৎস। ও বড় পবিত্র সামগ্রী। ও জল সহস্রধারে বইতে থাক—উষ্ণ পৃথিবী শীতল হবে। কি জন্তু আমায় গুঁজছিলে শাজাদা।

দারা। এতদিনের এত চেষ্টার পরিণাম কি এই !

মৌলানাশা। তৃমি নিজের জন্ত অসি ধর্রান, নিজের জন্ত সিংহাসন চাওনি, নিজের জন্ত কথন ভাবনি। তোমার মুখে এ প্রশ্ন কেন ? ভবে যাদের ভাবনা এতদিন ভেবে এসেছ, যাদের জন্ত এতদিন কেঁদে এসেছ—ভাদের ইষ্ট তারা কেন বুঝলে না, এ কথা জিজ্ঞাসা ক'ন্ডে পার। তারা যে বাপ, অথগুনীর নিয়তি পরিচালিত হয়ে আত্মকর্তৃত্ব হারিয়েছে। দেখতে পা'চ্চ না, পৃথিবীতে ইসলামের গৌরব থর্ক হবার স্টনা হ'চেচ; ভূমধ্যসাগরের কূল থেকে বন্ধ সাগরের কোল পর্যান্ত সমগ্র ভূথপ্তে—মরক্কো মিশরে, আরবো পারন্তে, দেশে দেশে অর্দ্ধ চন্দ্রাক্ষিত পতাকার প্রভা মলিন হয়ে আসছে! পাশ্চাত্য গগনে উদীয়মান নব স্থারের প্রভার প্রাচার চক্র নিস্তাভ হয়ে পড়ছে। তুমি নিজের পুরুষ-

কার মাত্র সম্বল নিয়ে এই বিষম নিয়ভির প্রতিকৃলে দাঁড়িয়ে ভারতের মোগল পাঠানকে ধ্বংসের মুখ হতে রক্ষা ক'ন্তে গিছলে; নিজে দ্রে বছদ্রে অগ্রসর হয়ে তাদেরকে তোমার সঙ্গে নেবার জন্ম আহ্বান করেছিলে। তারা তা পারবে কেন বাবা ?

দারা। এ জীবন কি তবে বৃথাই গেল ?

মৌলানাশা। উপস্থিতের ফলাফল দেখে প্রান্ত হয়ো না। কোন
চেটাই বুথা যায় না। এ নিয়মের রাজত্ব; এখানে নিজ্লতা বলে কোন
জিনিস নাই। তুমি বিরাট মনুযাত্বের বিরাট ভিত্তির উপর সাম্রাজ্ঞা
স্থাপনের চেটা কচ্ছিলে। বর্ত্তনান য়ুগের হিন্দু মুসলমান তা ধারণা
ক'ত্তে পাল্লে না। কিন্তু যে বীজ তুমি উপ্ত করে গেলে অনস্ত উন্নতির
পথে প্রধাবিত মানব সমাজে একদিন তা ফল দান করবেই করবে।
তথন তুমি আবার আসবে—দেহীরূপে না হোক ভাবরূপে সেই উন্নত
সমাজের মহতী পূজা গ্রহণ করবার জন্ম আবার আসবে। ভাবরূপে
তুমি যে অমর শাজাদা! উপস্থিত যার সাফল্যে জগৎ চক্ষিত হয়েছে,
তার সাফল্য কিন্তু অন্তঃসারশ্ন্ত ; সে সাফল্য শুধু নির্ব্বাণোল্য্থ দীপের
শেষ শিথাবিকাশের মত ক্ষণিক মোহের আধার মাত্র।

দারা। তা আমি থ্ব জানি ফকীর। ছনিয়ায় যদি কেউ অমু-কম্পার পাত্র থাকে তবে সে আমার সোদর। ময়ৢরতক্তের মোহিনী শক্তি আছে—ভাইকে আমার মোহে ঘিরেছে! সে নিজে মজেছে, মোগল পাঠানকে মজিয়েছে, সমগ্র হিন্দুছানের হিন্দু মুসলমান—সবাইকে মজিয়েছে! ফকীর, যে ক'দিন বাঁচবে, অহঃরহঃ থোদাকে ডেকো— ভোমার আদরের দারার জন্ম নয়—ভার বিপথে চালিত সহোদরের জন্ম—এই ভাগাহীন হিন্দুছানের মন্ভাগা সম্রাট আলমগীরের জন্ম! যাও, ফকীর, যাও—ভুমি থাকতে আমি যেতে পারবো না। ভুমি

অপ্রতিহত গতি—কেউ তোমায় বাধা দিতে সাহস করবে না—স্থামার নিয়তি আমি মাধা পেতে নেবার জন্ম প্রস্তুত হয়েছি। এসো জ্হলাদ— তোমাদের কান্ধ তোমরা কর।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

मिल्लीत পथ।

(আরামদাসের পদচারণ; কয়েকজন নাগরিকের প্রবেশ।)

আরামদাস। বলি ওহে নাগরিকরে—বলতে পার, জিহন আলি আমীর সাহেব এখন কোথায় গ

১ম নাগরিক। আর কোথার—আমার মাথার ! শালা হল কিনা আজ গোয়ালিররের স্থবেদার ! এইবার ছহাতে আমাদের মাথা কাটবে ! আর্রামদাস। ঠিক জান ?

১ম নাগরিক। কেন আর বকাও কন্তা; ঠিক জানি বাদশা আজই তাকে ফারমান দিয়েছে। আমাদের বাস হল গোয়ালিয়রে; এইবার জানগুলি হাতে কোরে শয়তানের পা চাটুতে হবে।

ংর নাগরিক। তোরা চাটিস; আমার দারা ও কাঞ্চ হ'চেচ না।
ভিহন মালির বুকের রক্ত আমার চাই!

এর নাগরিক। আমারও তাই!

১ম নাগরিক। লম্বা লম্বা কথা ত খুব বলচিস; কিন্তু কাজের সময় দেখা যাবে। দূর থেকে ঢিল অমন স্বাই মারে; কিন্তু সামনে এলেই ডেড়ে গর্ত্তের ভেতর ঢকতে হবে বাবা। ২য় নাগরিক। না রে ভাই না; রহিম সেথকে জানিস নে, ভাই অমন কথা বলচিস! আমার রাজার ঐশর্য্য ছিল দাদা! দৌলতাবাদে শাজাদা আরক্ষজেব পর্যান্ত আমায় সেলাম ঠুকত! খোদার ফেরে এখন আমি তেনা পরে আছি, আর আমায় চিনবে কে? কিন্তু কখন রহিম সদাগরের নাম শুনিচিস!

১ম নাগরিক। সে কি, তুমিই সেই রহিম সদাগর!

২য় নাগরিক। আমিই সেই রহিম সদাগর!

১ম নাগরিক। আমরা যে শুনেছিলুম গৃহদাহ হওয়ায় রহিম সপরিবারে পুড়ে মরেছে; আর তার সমস্ত ধনসম্পত্তি ছাই হয়ে গেছে।

২য় নাগরিক। ভূল গুনেছ, ভূল গুনেছ; ধনসম্পত্তি সব আছে—
কিন্তু রহিমের কাছে নয়—কুতা কমবক্ৎ জিহন আলির কাছে! তারই
ছ্যমণিতে রহিমের গৃহদাহ হয়—পরিবারবর্গ পুড়ে মরে; আর মনের
ছঃখে রহিম দেশছাড়া হয়ে গোয়ালিয়রে এসে ভিক্ষাকরে বেড়ায়! সেই
থেকে মনের ভেতর শয়তান জেগে আছে! জিহনআলিকে সেই মারবে
—বেমন কোরে পারি তার বুকের রক্ত আমার চাই!

তর নাগরিক। হো—হো, সঙ্গী মিলেছে ভাল; আমারও আজ ঐ দশা! মনে শয়তান জেগেছে! পাঠানের বেটা পাঠান আমি— জিহনআলিকে জাহান্নামে পাঠাব!

১ম নাগরিক। কেন তোমার সে কি করেছে ?

তন্ত্ব নাগরিক। কি না করেছে তাই জিজ্ঞাসা কর! সে আমার বাপকে হত্যা করেছে! তাঁর কোন দোষ ছিল না; শাজাদা দারার তরকে তিনি যুদ্ধ কচ্ছিলেন—ডাকু জিহনআলি যে শাজাদার ত্বন থেয়ে তাঁরই সর্বানশের চেষ্টায় ফিরছিল, পিতা তা জান্তে পারেন। সেই জন্ত শন্তান আমার পিতাকে হত্যা করে। পিতৃমৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্ম আমি দিল্লী এসেছি! যেমন কোরে পারি প্রতিশোধ নেব; আমি না পারি, আমার ছেলে আছে, সে আমার স্থানে আসবে। পাঠানের প্রতিহিংসা কেমন জিহনআলি এইবায় তা জানতে পারবে ?

আরামদাস। খুব জানতে পারবে, খুব জানতে পারবে! তোমাদের এই রসিকরাজের হাতে এই যে গেঁটেটা দেখছ—এইটা হ'চেচ জিহন-আলির যম। বেশী নয়, একটা ঘা—আর অমনি মটর কোঁ—

১ম নাগরিক। বাবাজি, পারবে ? মনে জেনো—জিহনআলি এখন আর একটা কেও কেটা নয় !

আরামদাস। আমরাও আর বড় কেও কেটা নই ! দেখতে পাচচ না ভায়া, দিল্লী ক্ষেপে উঠেছে ! দারা দারা করে রাজপথে লোকে কেঁদে কেঁদে বেড়াচেচ ! সেই দারাকে মারলে যে, তাকে দেখ্তে পেলে কি আর তার পার আছে ?

नकल। ठिक वलाइ, ठिक वलाइ।

(লগুড় ও লোষ্ট্রাদিহন্তে বহুসংখ্যক নাগরিকের প্রবেশ।)

১ম আগন্তক। শরতান আনছে; খুব ধুমধাম সাজসজ্জা করে আসছে; সঙ্গে সেপাই, সোয়ার, বরকন্দাজ !

আরামদাস। কুচপারোয়া নেই—আমরাও হলে হয়েছি; নাও ভাই সব—বে যার অস্ত্র নাও।

সকলে। ঠিক আছি--ঠিক আছি---

(বহু লোকজনসহ জিহনআলির প্রবেশ।)

জিহন। পথে এত জনতা কেন হাবিলদার ?

হাবিলদার। শাজাদা দারার নাম করে কাল থেকে সবাই এই রক্ষ গোল করে বেডাচেচ: সঙ্গে সঙ্গে জাঁহাপনাকেও গাল দিচেচ। জিহন। কি, স্থবেদারকে অপমান! এখনই সব পাকড়াও কর। হাবিলদার। ধ'ত্তে গেলে মারতে আসে জাঁহাপনা!

জ্বিহন। কি, তোমরা হোলে সব বাদশাই সেপাই—তোমাদের মারবে এই সব রাস্তার কুতাগুলো। তোমাদের হাতে বন্দুক নেই ?

হাবিলদার। বন্দুক ছাড়তে না ছাড়তে সবাইমিলে বন্দুক কেড়ে নের; আর দেখতে না দেখতে বন্দুকের কাঠগুলো গুঁড়িয়ে ছাতু করে ফেলে, আর লোহা চুর করে বলে তুবড়ী বানাব। ও মৌমাছীর চাক জাঁহাপনা - বাঁটাতে গেলেই কিস্তুত রকম হয়ে পড়ে; কাল থেকে চের চেষ্টা হ'চেচ কিন্তু কোন ফল হল না।

জিহন। বটে! এইবার আমার সামনে সব বেটাদের গ্রেপ্তার কর। আরামদাস। এসো—গ্রেপ্তার করবে এসো।

২য় নাগরিক। শয়তান, বাবি কোথা?

৩য় নাগরিক। ত্রমণ—মারবি আয় ?

(সৈন্তগণের অগ্রসর হওন; চতুর্দ্দিক হইতে তাহাদের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাহাদের অনেকের বিকট চীৎকার করিয়া পতন; অনেকের পলায়ন। জিন্নআলির প্রতি পুনঃপুনঃ লোষ্ট্র-নিক্ষেপ।)

জিছন। মেরে! না—মেরো না, আমি গোয়ালিয়রের স্থবেদার!
আরামদাস। তুমি শয়তানের সহচর!

২য় নাগরিক। কুতা, তুমি জাহালামে যাবে—এথানে কেন ?

তন্ম নাগরিক। কমবক্ৎ, সোনাদানা ঢিলপাটকেল ছাড়া আর কিছু নমু—এইটে বুঝে সরে পড়।

(আহত হইয়া জিহনের পতন।)

জিহন। তোমাদের পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও।

আরামদাস। শয়তান, চিত্তে পার ?

জিহন। বাবাজি, তোমার সব কেরত দেব।
আরামদাস। কত লোককে কেরত দেবে— যাদের জানে মেরেছ,
তাদের কেরত দেবে কি করে ?

জিহন। দয়া কর, দয়া কর!
আরামদাস। চুপ কর্ শয়তান; এই দ্যাধ্ দয়া কচিচ!

(জিহনের মস্তকে লগুড়াঘাত। জিহনের মৃত্যু।)
আরামদাস। চল চল; শালার বাড়ী লুটব, রাজ্য লুটব!
সকলে। হো হো আলা! তেরেলেল্লা, তেরেলেল্লা, বাহাছর
বাছষা!

তৃতীয় গৰ্ভাঙ্ক

-- :*:-

মোরাদের সমাধিস্থান।

আমিনা।

গীত।

জীবন স্থপনের মত কথন আসে কথন যায়।
কথন স্থ কথন হুঃখ নিমেষে সব মিলায়॥
কথন গুটাবে বেলা,
ভাঙ্গবে কথন ধূলাখেলা,
কথন জুড়াবে জ্বালা সাঁধারে লুকাব কায়।

কেউ জানে না কি হয় শেষে,
যাব কোথায় কেমন দেশে,
জানাজানি চেনাচিনি আছে কি সেথায় হেথায়।
হোক না সে দেশ যেমন তর,
নাইক সেথায় আপন পর,
জীবনের কোলে মরণ সঁপেছি প্রাণ তাহার পায়॥

(স্বগত) বাবাকে আমার কেউ ভালবাসত না! তিনি উদারপ্রকৃতি ছিলেন। সবাই গিয়ে গুটো মিষ্টি কথা বলে তাঁকে ভূলাত! আমি ছুটে ছুটে তাঁর কাছে যেতুম; কিন্তু আমার ভাগ্যদোষে তিনি আমার দেখতে পাত্তেন না। তাই বেঁচে থাকতে তাঁর সেবা করতে পাইনি। আমার মনের আকাজ্ঞা মনেই রয়ে গেছে! আর ত এ জায়গা ছাড়ব না! এই ঘরটী যখন ঝাড়ি মুছি, এই কবরের উপর যখন কূলের রাশি ছড়িয়ে দিয়ে পাখা করি, তখন মনে হয় যেন তাঁরই গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্চি—তাঁকেই বাতাস কচিচ! যাই, সন্ধা হয়ে এল, এইবার দীপগুলি সাজিয়ে জ্ঞেলে দি।

(ধীরে ধীরে সিপিরের প্রবেশ।)

সিপির। আমিনা!

আমিনা। এ কে ডাকলে—সিপির! ঠিক দেখছি না ভূল দেখছি ?
সিপির। ঠিক দেখছ—তুমি এখানে কেমন কোরে এলে আমিনা?
আমিনা। সে অনেক কথা—তুমি শুনতে চাইচ—তবে বলি। যে
দিন আমাদের পিতামহকে সিংহাসন ছেড়ে কারাগারে প্রবেশ ক'ত্তে হল,
যে দিন বুঝলুম বিধাতা হতভাগিনী আমিনাকে তার পিতামহের সেবাও

ক'ত্তে দিলেন না—সেই দিন থেকে রাজপুরী আমার নরক হয়ে উঠ্লো।
তথাপি পিতামহের মুধচেয়ে সেই নরকেই পড়েছিল্ম। তারপর যধন
শুনল্ম নৃতন বাদশা তাঁর পুত্রের হাতে আমায় সমর্পণ করবেন, তথন
অনভ্যোপায় হয়ে একদিন রাত্রের অন্ধকারে অন্তর্যামীকে শ্বরণ করে
রংমহল থেকে বেরিয়ে পড়ল্ম। সেই করণাময়ের রুপায় এক মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি। তিনি আমায় এই শান্তিনিকেতনে এনেছেন;
তিনি সন্ধার ছায়ায় আমায় দেখে যান; রাত্রের অন্ধকারে আমার ধবর
নেন; হুর্যোগে ছদিনে এসে আমায় রক্ষা করেন। রংমহলের স্বাই
জানে আমি যমুনায় ঝাঁপ দিয়ে ময়েছি। আমি যে এদিকে দিবানিশি
বাবার সেবা কচিচ, আর তোমাদের স্বার জন্তা খোদাকে ডাকচি—তাত
কেউ জানে না! আর আমার কোন ভয় নেই! তুমি আমার সন্ধান
কোথায় পেলে প

সিপির। এখনও কি বুঝতে পারনি, যিনি তোমার রক্ষক তিনিই আমার পথপ্রদর্শক। আঃ—বাঁচলুম, তুমি তাঁর আশ্রয় পেয়েছ।

আমিনা। হাঁা সিপির, তিনিই আমায় রক্ষা কচ্চেন। তোমায় কিন্তু আমার অনেক কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে। তুমি থানিক থাকবে, না এখনই চলে যাবে ?

সিপির। থাকবার আর সময় কোথা আমিনা, আমি তোমায় শেষ-দেখা দেখতে এসেছি!

আমিনা। ওসব কি বলচ—কিছুই বুঝতে পাচ্চি না! জেঠা জেঠাই কোথা?

সিপির। জেঠাই তোমার ইহসংসারে নাই। মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকায় তাঁর সর্বাঙ্গ দগ্ধ হয়ে গেছে; প্রথম রবি কিরণে দারুণ পিপাসায় ছট্ফট্ ক'ত্তে ক'ত্তে সেই ভীষণ বালুকা সমুদ্রে তিনি ডুবে মরেছেন। আর তোমার জ্যেষ্ঠতাতের সংবাদ অধিক কি দেব—বিজয়ী সমাটের বিজয়স্তস্তস্বরূপ তাঁর ছিল্লমুণ্ড আজ দিল্লীর তোরণে রক্ষিত হয়েছে!

আমিনা। তবে ত কাল ঠিকই দেখেছি! নিশীথ রজনীতে সেই
মহাপুক্ষ এসে ঐথানে দাড়িয়ে আমায় ডাকলেন। আমি তথন বাবাকে
বাতাস কচিচ! তাঁর ডাক শুনে বেরিয়ে এলুম। তিনি সেই গভীর
নিস্তকতার মধ্যে মৃত্তিমান নীরবতার তায় অঙ্গুলী মাত্র সঞ্চালন করে স্থলর
আকাশের স্থলরতম ছায়াপথের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার জন্ত আমায়
ইন্ধিত কল্লেন। চেয়ে দেখি ছায়াপথের ধারে এক অপুর্ব লাবণাময়ী
নারী এক অলোকিক সোন্তবসম্পন্ন পুরুষের ক্ষরিয়ায়ুত দেহ সয়জে অঞ্চল
দিয়ে মৃছিয়ে দিচেন। উভয়েরই ছবি বড় নিম্মল, বড় কোমল;
উভয়েরই চকু অঞ্পুর্ব; উভয়েরই দৃষ্টি পৃথিবীর একপ্রাস্ত হতে অপর
প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত! দেখ্তে দেখ্তে আকাশের চিত্র আকাশে মিলিয়ে
গেল; সেই কামচারী পুরুষকেও আর খুঁজে পেলুম না!

সিপির। মর লোকে ও অমর লোকে দম্বন্ধ আছে; কাল ঠিক সেই সময় সেই মহানিশায় পিতার দেহ প্রাণ বিযুক্ত হয়েছিল!

আমিনা। খুব সংবাদ দিলে সিপির। থাম থাম-একটা কলরব শুনতে পাঠেচ—অত আলোর ছটা, বাজনার ঘটা কেন বলতে পার ?

সিপির। ভ্রাভৃহত্যার মহোৎসব আরম্ভ হয়েছে—পুত্র পিতাকে হত্যা করে, ভাই ভাইকে প্রাণে মেরে সম্রাট হবে—তাই দেশে আজ আনন্দের ফোয়ারা ছুটেছে!

আমিনা। তাই কি! তাই কি! এই জন্মই কি ঐ উৎসবের বাঁশী বাজচে—এই জন্মই কি ঐ আনন্দের রোল উঠেছে—পূ জন্মই কি হিন্দুস্থানের পবিত্র স্থানে রবি শশী তারা তেমনি স্থাথ উদয়ান্ত ষাচ্চে—এই জন্তই কি ঐ তুর্গপ্রাকারে মোগলের জন্পতাকা সমান গৌরবে উড়ছে!

সিপির। না, আমিনা, না—শুধু তাই নয়—কাগপেতে শোন—ঐ উল্লাসধ্বনির অস্তরালে কি গগণভেদা হাহাকার উঠবার উপক্রম হ'চ্চে—ব্রুতে পারবে! এরপর যে নীরবতা আদবে তেমন নীরবতা ভারতে আর কথন আসে নি। সম্মুথের ঐ যবনিকার অপরপারে চেয়ে দেখ! ঐ—ঐ হিমাচলে তুযার পাত বন্ধ হ'চে—ঐ নর্মাদা সিদ্ধু কাবেরী শুথিয়ে উঠছে—ঐ ভারতের বৃক্থানা কূটিফাটা হয়ে যাচ্চে—ঐ গগণস্পর্শী পর্বতের প্রস্তরাশি থসে খসে হিন্দুস্থানের মোগল পাঠানকে পিষে ফেলতে আসছে! আর এ দেশে থাকবো না। পিতার আদেশে, ফ্কীবের উপদেশে, নিজের অস্তরের নির্দেশে দেশে দেশে ভারতে মোগলের এই তুর্মাতির কথা প্রচার করে বেড়াব। তৈমুরলঙ্গের একটা বংশধরও যদি সত্র্ক হয়—সময় থাক্তে সাবধান হয়—ভাহলেও জীবন সার্থক হবে। আমি চল্লুম আমিনা, জীবনব্রত উদ্যাপন ক'ত্তে চল্লুম। কবরের উপর ঐ যে আলো জ্বেলেছে—ওরই পাশে আমার জন্ম একটা দীপ জ্বেলে দিও।

[সিপিরের প্রস্থান।

আমিনা। যাও, সিপির, যাও—তোমার জন্ম দীপ বাইরে জ্বলবে না; আমিনার অন্তরে সে দীপ চিরদিন জ্বচে!

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রোশেনারার কক।

রোশেনারা। (স্বগত) তাইত! বাক্সটা কোথায় গেল! এই যে এইখানে দেখলুম; এর মধ্যে আর নেই! কেউ লুকিয়ে ফে'ল্লে নাকি ? বাঁদী—

(वाँनीत्र व्यत्यम ।)

वाँनी। भाकानि!

রোশেনারা। বাক্সটা কোথা রে १

वांनी। कि वाका ?

রোশেনারা। সেই সেইটে—যেটা থোলবার পর থেকেই বাবার চকু গিয়েছে !

वाँनी। आमि जा क्मन करत बानव भाकानि ?

রোশেনারা। বিজ্ঞপ রাথ বাঁদী—বল কোথায় রেথেছিস ?

বাঁদী। বেগম সাহেবার কথার কি উত্তর দেব ? কি জিনিশ তার নাম নেই, কে আনলে তা জানিনে, অথচ এই বুড়ীকে ধরে টানাটানি! আমিত আর জান নই শাজাদি, যে মনের কথাটী গুণে বলে দেব।

রোশেনারা। এঁাা — সে কি— সে কি ! না, তুই নিশ্চর জানিস। বাঁদী, তুই জনেক কালের লোক; যা চাইবি তাই দেব ! এই নে— হীরের বালা পরগে—বল, বারুটা কোথা ? वाँनी। कि वाञ्च!

রোশেনারা। কাল যেটা আনলি ?

বাঁদী। আমি ত কিছুই জানিনে! আচ্ছা শাব্দাদি, আপনি ষেটার উপর বসে রয়েছেন, ও বাক্সটা ত কখন দেখিনি; ঐটে নয় ত ?

রোশেনারা। হাা—এইইত ! তুই যা—

বাঁদী। শাজাদি, এটায় কি কোন নৃতন থেলনা আছে ! রোশেনারা। হাঁা হাঁা ; তুই যা---

বাঁদী। চল্লুম শাজাদি, আপনি খেলুন; যতদিন খেলা ধ্লায় কাটাতে পারেন ততদিনই স্থা।

[প্রস্থান।

রোশেনারা। (স্বগত) বাঁদী বলে কি ? রোশেনারা থেলা করবে; আথের পর্বত হিমগিরিতে পরিণত হবে ? মরুভূমিতে মলয়ানিল বইবে! না —না, রোশেনারা যেমন তেমন থেলা থেলবে না। এতদিন পরে তার থেলার সামগ্রী মিলেছে বটে, কিন্তু সে যখন থেলায় বসবে তখন হিমাচল ধৃধৃ করে জলে উঠবে—মলয়ানিল মরুমরুৎকে হার মানিয়ে অগ্রিবর্ষণ ক'ত্তে থাকবে—মৃহর্ত্তে মহাসমৃদ্র শুথিয়ে বাবে। তার থেলা আরম্ভ হলে বেহেন্তের হুর কেঁপে উঠবে—জাহায়াম থেকে জিন ছুটে আসবে—পাতাল থেকে দৈতাদানব উঁকি মারবে। ছনিয়ায় যা কেউ পারে নি রোশেনারা তাই করেছে; সে নারী হয়ে নরমুণ্ডের থেলনা গড়িয়েছে! তার সঙ্গে অন্তের ভূলনা! (বাক্স খূলিয়া দারার মুণ্ড দেখিতে দেখিতে) দারা দারা! কেন তুমি অত হাসতে? কেন নাদিরা তোমায় অত ভালবাসত? তুমি কি জানতে না, রোশেনারা হুথের ছবি দেখতে পারে না—কারুকে হাসতে দেখলে তার বুকের রক্ত ফুটতে থাকে! তুমি কি বুঝতে না, তার চাঁদের আলোর চোখ ঝলসে যায়, ঠাণ্ডা হাওয়ায় গা

জালা করে, বিহঙ্গের কলধ্বনিতে কর্ণ বধির হয় ৷ তুমি কি ভূলে গিছলে তার সিরাজী পানে মত্ততা আসে না, সোনারূপার দিকে সে চাইতে পারে না, আমোদআহ্লাদে তার মন মজে না! তোমার বোঝা উচিত ছিল আমি রে:শেনারা--আমার ক্রধিরোৎস না দেখলে আনন্দোৎস ছোটে না —নরকপাল না পেলে ধমনীতে ধমনীতে উৎসাহের বিছাৎ খেলে না। না—আর কিছু ভাল লাগে না—কিছুতে আর মন উঠছে না। এবার আমি অন্থির মালা পরব---অন্থির বালা গড়াব---অন্থির মুকুট প্রস্তুত কোরে মস্তকে ধারণ করব—অস্থির শ্যাা রচনা করে তাইতে শোব। আমি আকাশের উল্কা হব-এহ হতে গ্রহে ছুটে যাব---নক্ষত্র হতে নক্ষত্রে কাঁপিয়ে পড়ব—দৌরজ্বগৎ হতে দৌরজগতে অনর্গের সৃষ্টি করে বেড়াব। আমি অগ্নিবৃষ্টি করে পৃথিবীকে ভন্ম করব—আমি রাহু হয়ে চাঁদকে গ্রাস করব—আমি প্রলয়ের অন্ধকার হয়ে ব্রন্ধাণ্ডকে ডুবিয়ে দেব! যে পথে চলেছি তার শেষ দেখব—শেষ দেখব—শেষ দেখব!

(বাঁদীর প্রবেশ এবং ভীতভাবে দূরে অবস্থান।)

(প্রকাভে) কি থবর বাঁদী ?

বাঁদী। নৃতন সম্রাট আপনাকে ডাকচেন ?

রোশেনারা। আছো তুই যা—আমি যাচিচ। (দারার মুগু লইয়া গুমনকালে) বাদশারও ঘুণিয়ে এসেছে—তাই এইমুখে আমায় ডেকেছে !

প্রস্থান।

ক্রোড়াঙ্ক। পটপ্রিবর্জন।

ময়ুরসিংহাসন সম্মুখে আরঙ্গজেব।

আরক্ষজেব। (খগত) কেন এ ঘরে আসি ? থাকতে পারি না। থাকতে পারি না! জেগে জেগে যে জিনিশ ভেবেছি— ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যে জিনিশ দেখছি—তাকে কি না দেখে থাকা যায়। একি। এক দিনও ত এমন দেখিনি: সিংহাসনে ও কিসের ছায়া পড়চে ? ছায়া যে ঘন হতে ঘনতর—গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে উঠছে। ঐ ছায়ার মধ্যে ও কার ছান্নামূর্ত্তি ? ঐ ছান্নান্ন অঙ্গ ঢেকে তক্ততাউদে ও কে বদে ররেছে ? মোরাদ-মোরাদ। এই চোথেই যে তোমায় মরতে দেখেছি। তবে কি এ দেহ গেলে আবার দেহ হয় ? মামুষ কি পৃথিবী ছেড়েও ছাড়তে পারে না ? উ: কি ভয়ানক হাসি-কি তীব্র কটাক্ষ। কেন অমন কোরে চাইচ মোরাদ—কেন অমন কোরে হাসছ ? আমার এই সাকারা মানসী প্রতিমাকে হরণ করবে ? আমার এই স্বপ্নের কুসুমকলিকাটা ছিঁড়ে দেবে ? আমার এই কল্পনার কল্পভাটীকে উপড়ে ফেলবে ? না না, অমন কোরে হেসো না—অমন কোরে চেয়ো না—অমন কোরে व्यामात्र कीवरस्य नग्र कारता ना । हकू, এकवात वन-जुन इराग्रह, या দেখছি তা ঠिक नम्र! कहे-किছूरे उ वमनान ना! मारे शांत्र, मारे চাউনি সমান রয়েছে। না-পারবো না-পারবো না: তক্ততাউস চাই না! মোরাদ, যদি এসেছ-দ্যা করে প্রেতপুরী থেকে ঝড় নিয়ে এসে ময়ুরসিংহাসন উড়িয়ে নিয়ে যাও; আমি মাটতে থাব—মাটতে বসব---মাটিতে শোব।

(রোশেনারার প্রবেশ।)

রোশেনারা। হা: হা:, আপন মনে বকচে—আমারই রোগে ধরেছে !

আরক্ষেব। চেঁচিরে কথা ক'সনে বোন! কবর থেকে মামুষ উঠে এসেছে—ছারালোক থেকে ছারা এসে সিংহাসন জুড়ে বসেছে! ঐ স্থাখ, ঐ স্থাখ! কৈ আর তো নেই! চলে গেছে, চলে গেছে! ভোকে দেখে বুঝি ভর পেরে পালিরে গেছে! কিন্তু একি হল ? ময়ুর সিংহাসন তুলে নিরে অহি সিংহাসন রেখে গেল! পালিয়ে আয়, রোশেনারা, পালিয়ে আয়! ওর ধাপে ধাপে কাল ভূজকম; ওর প্রত্যেক মণি ফণীর মাথায় জলচে! উঃ কি গর্জন—কি গর্জন! কালসাপ গজরাচেট! ভনতে পাচিস রোশেনারা?

রোশেনারা। বাহোবা কি বাহোবা! আরঙ্গজেব, তুমি বেশ আছ; সাপ দেখছ—ভূত দেখছ—প্রেত দেখছ! আর আমি কি দেখছি দেখবে? দেখ দেখ, প্রাণভরে দেখ—নেশাটা জমবে ভাল!

(नात्रात मूख अनर्गन ।)

আরক্ষকেব। রোশেনারা, তুই কি সাপিনী না বাঘিনী, পিশাচী না প্রেতিনী !

রোশেনারা। আমি দাপিনী নই, বাঘিনী নই, পিশাচী নই, প্রেভিপ্রিন নই! আমি রোশেনারা! আমি বাঘিনীর সঙ্গে সই পাতাই—নিজের মাই হুধ দিয়ে দাপ পুষি—ঈদারার ভূতপ্রেত ওঠাই বদাই! (দারার মুঞ্জ্যুফিতে লুফিতে) বারে বা—আরক্ষজেবের চোথে জল! মরুভূমিতে ভূল ফুটেছে! দিন হুপুরে তারা উঠেছে! বড় বেঁচে গেছ আরক্ষজেব! মোরাদ থালি হাসত, দারা কাঁদতে জানত না! তারা স্বাই গেছে—তাদের স্বাইকে মুছে ফেলেছি!

(অন্ধ শাজাহানের প্রবেশ।)

শাজাহান। আরুসজেব! রোশেনারা!

(নিংশব্দে শাজাহানের পার্ষে আসিয়া রোশেনারার অবস্থান।)

আরক্ষেব। পিতা—পিতা! বড় চন্দিন—বড় চ্গোগ! বেদিকে চাইচি সেই দিকটা জলে উঠছে, যা ধর্ত্তে যাচিচ তাই থসে যাচেচ! অতলম্পর্শ গছবরে ভূবতে বসেছি—কেউ ধরবার নেই, কেউ দেখবার নেই! কোথায় যাব—কি করব—কে আশ্রয় দেবে!

শাজাহান। (এক হস্ত রোশেনারার মাথায় রাথিয়া, অপর হস্তে আরঙ্গজেব পরিয়া। আমার বুকে এসো আরঙ্গজেব। জানি না কোন আলকা শক্তির রহস্তমর বিধানে নিভত কারাগারের নির্জ্জন কক্ষে বসে আমার ভগ্রহদয়ের ভগ্রভগ্নী ভোমাদের অফুট মর্মাবেদনায় বেজে উঠল। জোমাদের প্রাত্ত কথা, প্রতি কাতরোজি একটা ক'রে আমার কাবে আসতে লাগল! হালয়ের বাঁদ ভেঙ্গে পেল, খোদার পায়ে ধরে কাদ্তে লাগল্ম! লহয়ের উপর লহয় ছুটতে লাগল—সেই টেউ ভোমার চোবে লেগেছে! মাটিতে বিছানা পেতে মাটতে ভইও আরঙ্গজেব! ম্লুর সিংহাসনের পানে আর তাকিও না! রোশেনারা, কি খেলনাই ফুরিয়ছিলি মা! যা দেখে আমিও অর হলুম, তুইও উন্মাদিনী হলি! আয় মা আয়, ভোর হাত ধরে আরঙ্গজেবকে নিয়ে একবার জগৎবাদীর সামনে দাড়িয়ে মন খুলে, প্রাণখ্যে, মুক্তকণ্ঠে বলি:—

ধন দৌলত কেউ চেও না, সাধ করে বাসনার জালে কেউ বদ্ধ হয়ো না ; উন্মুক্ত আকাশ, উন্মুক্ত বাতাস, উন্মুক্ত পৃথিবীর মত প্রিত্র সামগ্রী আর কিছুই নাই!

া মবনিকা পতন।